একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরাঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংমনোমে।

১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ বৈশাখ শনিবার

হে অনাথৈকনাথ। জগন্নিবাস সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর অপরিসীম করুণা বরুণালয়। তোমার অপরিসীম ক রুণাবলম্বনে সম্পূর্ণ সংবৎসর কালকে অতিক্রম করিয়া আগত নবীন সংবৎসরে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম।

অতএব, হেভগবন আমরা অতি কৃতজ্ঞতার সহিত তব চরণকমল যুগলোপান্তে সাতিশয় বিনয়ের সহি ত এই প্রার্থনা করি; যদ্রূপ অতীত বৎসরের মধ্যে

তোমার পরম করুণানুভব করিয়া আসিয়াছি। আগত সম্বৎসরেও সেইরূপ করুণা বিতরণ পূর্ব্বক এতদ্বর্ত্তমান সম্বৎসরকে নির্ব্বিঘ্নে অতিপাত করিতে পারি এমত ক্ষমতা প্রদান করহ।

হে পরম কারুণিক। তোমার এই বিশ্বরাজ্যের প্রজাগণ আমরা; আমাদিগের প্রতি এই অনুকম্পা করিবে; যেন আমরা অনপায়নী ভক্তির সহকারে নিরন্তর পূর্ণ সংবৎসর তোমার পরম করুণাকেই অনুস্মরণ করি। মায়া মোহাদি সমস্ত বিঘ্ননিকায়ে অনভিভূত হইয়া যোগীজন ধ্যেয় পরমহংসাস্বাদিত তবচরণকমল গলিত মকরন্দ পানে পরমাপ্যায়িত হইতে থাকি। হে সর্ব্বকাম পূর অকিঞ্চন বিত্ত। আমরা দীনাতিদীন কৃপাপাঙ্গপাতে বিষময় বিষম দুস্তর দুঃখপাথোধি হইতে নিস্তার করহ।

আমরা অতি পামর নিরন্তর নিরয়াধার ইন্দ্রিয়গণের সুখ লোভেচ্ছু হইয়া কতকত অসদৃশ অপকৃষ্ট কার্য্য করণে কৃতিবলিয়া স্বাভিমান মদে মত্ত হইয়া অনুদিন অনুমাস অনুবৎসরাদির অতিক্রমে সুদুর্লভ পরমায়ুকে ক্ষেপকরিতেছি। এতাদৃশ অন্ধতামিস্রে আপন্ন হইয়াছি; যে শুদ্ধ (মমায়ং পুত্র মমেয়ং কন্যা মমেদং ধনং) ইত্যাকার জ্ঞানেই অকৃতার্থে নিঃসার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে স্বক্ষমতা প্রকাশে সংপূর্ণ কালাতিপাত করিতেছি। আমরা এমনই মায়ার দাস হইয়াছি যে অভিমান বশে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বগত সর্ব্বসন্তর্জনীয় সর্ব্বকারণ সমস্ত বিধৃতি সেতুস্বরূপ হৃষীকেশ তোমাকে

বিস্মৃত হইয়া তোমার কর্ত্তৃত্বকে অনঙ্গীকার করত আপনাদিগকেই সমস্ত বিষয়ে কৃতিঙ্গশল জ্ঞান করিতেছি। হে কৃপাময় সর্ব্ববুদ্ধি সাক্ষিণ্। যাহাতে সর্ব্ব ভাবে তোমাকেই স্মরণ করিতে সক্ষম হই এইরূপ মেধা প্রদান করহ।

তোমার স্বরূপ মহিমা বর্ণনে আমরা কিরূপে পটু হইতে পারিব। যাহাতে বাণী অশক্তা এবং ব্রহ্মাদির ও বাক্য অবসন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত রূপের ও অব্যক্ত গুণের রূপগুণ বর্ণনায় কে শক্তিমান্ আছে। বাক্যেতে বর্ণনা করা দূরেথাকুক্ মনেতেও ধারণা করা সুদূর পরাহত।

হে আনন্দময়ে অতীত সম্বৎসরে যেরূপ অস্মদাদিকে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিয়া শারীরিক বাচিক মানসিক বিষয়ে আনন্দিত রাখিয়াছ; সেইরূপ বর্ত্তমান বৎসরেও স্বীয় আনন্দ লবপ্রদানে দাসানুদাস গণে আনন্দযুক্তকরহ। হে বহুরূপিণ্। যদ্রূপ বিশ্বরাজ্যে দৃশ্যজাত নানাবিধ রূপ সন্দর্শন করাইয়া নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছ; সেইরূপ আগত বৎসরেও কমনীয় বিশ্বরূপ সন্দর্শন করাইয়া নিজ ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত রাখহ।

হে রসমূর্ত্তে। যেমন গতবৎসরে তিক্ত অম্ল মধুর কষায় রুক্ষ লবণাদি ছয়রসের আস্বাদন করাইয়া রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছ। সেইরূপ নববর্ষাগমনেও মধুরাম্ল তিক্ত কষায়ক লবণাদি রসের আস্বাদনে আপ্যায়িত করহ। হে সর্ব্ব গন্ধমূর্ত্তে। যদ্রূপ মনোহর

কুসুমাদির গন্ধ প্রদানে অর্থাৎ জাতী যূথী মল্লিকা মালতী পদ্ম পাটল রজনীগন্ধা গন্ধরাজ নাগপুন্নাগ নাগকেশর চম্পক মাধবী প্রভৃতির গন্ধপ্রদানে ঘ্রাণকে আপ্যায়িত করিয়া রাখিয়াছিলে; সেইরূপ উপস্থিত নববর্ষেও শোভন গন্ধ প্রদানে ঘ্রাণকে পরিতৃপ্ত করহ।

হে শব্দরূপ আকাশমূর্ত্তে। গতবৎসরে যদ্রূপ নানাবিধ মধুরশব্দ শ্রবণ করাইয়া পরিতৃপ্ত রাখিয়াছ, অর্থাৎ মালব মল্লার শ্রীরাগ বসন্তহিন্দোল কর্ণাট এবং ছয়রাগ ও গৌরী ভুরী পঞ্চমী ভৈরবী পৌরবী গুজ্জরী পঠমঞ্জরী প্রভৃতি ষট্ত্রিংশৎ রাগিণী সংযুক্ত সংগীত শ্রবণে শ্রবণের তৃপ্তিজন্মিয়াছিল, সেইরূপ সংগীতাদি মধুর যন্ত্রাদি ধ্বনি শ্রবণে শ্রবণযুগলকে পরিতৃপ্ত রাখহ।

হে স্পর্শরূপিণ্। যদ্রূপ অতীতবৎসরে সুগন্ধ কুসুম স্পর্শিত ত্রৈগুণ্য ললিত মলয় বায়ু নিসেবন করাইয়া অপরিসীম স্পর্শ সুখ প্রদান করিয়াছ। হে দীনবন্ধো এই আগত বৎসরেও। সেইরূপ স্পর্শ সুখে সংযুক্ত রাখহ।

ভবদীয় করুণাসুখ সম্ভোগে আমরা যাদৃক সুখানুভব করিতেছি; তাদৃক্ তোমার স্বরূপ রূপের চিন্তা করিয়া সুখানুভব করিতে সক্ষম নহি।

হে কালরূপিণ্। পরমাণ্বাদি ক্ষণলব ত্রুটি নিমেষানুপল পল দণ্ড যাম অহোরাত্র পক্ষমাস ঋতু অয়ন বৎসর যুগ মন্বন্তর কল্পরূপে যাদৃশ বিশ্বকার্য্য সম্পাদনে জনসমূহের বৈষয়িকও পারমার্থিক কর্ম্মের নির্ব্বাহক হইয়া সংপূর্ণ আনন্দ প্রদান করিতেছ, তাহার অনুস্ম

রণ করিতে হইলে ক্ষণে ক্ষণে তোমার পরম প্রেমপ্রা
থোধি সলিলে ভাসমান হইতেহয়। সুতরাং তোমার
মহিমার পারদর্শন কে করিতে পারে। হে অনন্তম
হিম আমরা বসন্ত সময়াগত সুগন্ধ কুসুম সেবিত মন্দ
মন্দ মকরন্দ সহিত মলয় মারুত প্রাপ্ত হইয়া যে অনু
পম পরমসুখ লাভ করিতেছি তাহা বাক্যেতে কি কহি
য়া পর্য্যাপ্তি করাযায়। এবং গ্রীষ্মকালে নানাবিধ সুর
স রসাল পনসাদি ফল রস আস্বাদনে যেরূপ রসনাকে
পরিতৃপ্তা করিতেছি; তাহা কি রসনার সাধ্যে বাগ্বিষ
য়ে বিস্তার করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মান্ত বর্ষাকালে
নবীন নীরদ জালমালাতে সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের শো
ভা সন্দর্শনে যেরূপ চিত্তকে পুলকিত করিতেছি; নব
মেঘ বিনিঃসৃত নীরধারা সংপ্রাপ্তে নিদাঘ তাপিত
শরীরকে শীতল করিয়া যে সুখানুভব করিতেছি; তা
হা স্মরণ করিতে হইলে শুদ্ধ তোমারি মহিমার অনুভ
ব হইতে থাকে। শরৎকালে নির্ম্মল সলিল সরোবরে
সরোজরাজী রাজিত এবং সুনির্ম্মল বিগত ঘন নভো
মণ্ডলে উডুগণ সহিত উদিত কর্পূরবৎ হিমকর কিরণে
বনরাজীর শোভা সন্দর্শনে যে আনন্দিত হইতেছি ও
সুধাংশু মণ্ডল ক্ষরিত সুধাবর্ষণে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তীক্ষ্ণ
তাপের অপনয়নে যে সুখে সুখী হইতেছি তাহাতে
তোমার কৃপাবই আর কি অনুস্মরণ হইতে পারে।

ইত্যাদি নানাবিধ সুখপ্রদানে নিরন্তর আমাদিগকে
সুখী করিতেছ; হে ভগবন্ আমরা এসকল সুখ সম্ভোগ
করিয়া পরম সুখী হইতেছি, কিন্তু সমস্ত সুখপ্রদ হে

তুমি তোমাকে ঐকান্ত চিত্তে একবারও ভাবনা করিতে প্রবৃত্ত নহি।

বিশেষতঃ কালপ্রবর্ত্তক তোমার সূর্য্যরূপের উদয়াস্ত সময়ে অনুদিন উষাকাল ও সন্ধ্যাকালে তোমার সর্ব্ব মনোহর শোভা সন্দর্শন করিলে যে কত আশ্চর্য্য রসের উদয় হয় তাহা চক্ষুই দেখে এবং মনেই মননকরে বাক্যে বর্ণন করার সাধ্য কি।

তুমি যে আমারদিগের তৃপ্তিকারণ শশধর রূপে প্রকাশ মান হইয়া প্রতি পৌর্ণমাসির নিশাতে উদয় হইয়া আমাদিগকে যেরূপ আনন্দসাগরে মগ্ন করিতেছ; তাহা আমরা কি কহিতে পারি তাহাতে তোমার প্রেমভক্তি তটিনী স্রোতে ভাসমান হইয়া শুদ্ধ পরহংসেরাই সংপূর্ণ আনন্দ সাগরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব হে কৃপানিধান;। আমারদিগের মনকে তোমার ভক্তি পথের পথিক করিয়া এই আগত বৎসরকে সমতীত করহ।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

সমস্ত পদার্থ মাত্রেই পরিচালিকা ও অপরিচালিকা শক্তির কার্য্য প্রতীয়মান হইতেছে। অর্থাৎ জগদীশ্বর এই বিশ্বরাজ্যের সাম্প্রদায়িক কার্য্যই ঐ উভয় শক্তির সহকারে সম্পাদন করেন; ফলিতার্থ পরমেশ্বর সমস্ত কারণ হইয়াও সমস্ত কার্য্যে উদাসীন, শুদ্ধ কারণ স্বরূপ মান্য করাযায়; তৎসত্তাকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব বস্তু নিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি অবিদ্যাই জগৎকার্য্য স

ম্পাদন করেন। পরমাত্মা সূর্য্যবৎ নির্লিপ্ত; যথা।
কাঠকে।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকৈক চক্ষু র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্য দোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ।

সূর্য্যদেব সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ হয়েন; মূত্রপুরীষাদি অশুচি বস্তু প্রকাশ করিয়াও লোকাৎ চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত নহেন। সেইরূপ সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা এক পরমেশ্বর জীববৎ কাম কর্ম্মোদ্ভব সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হয়েন না।

এবং প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় সায়ংকালে অস্ত হইয়া যেমন সর্ব্বলোকের কর্ম্মনিয়ন্তা হয়েন। সেই রূপ পরমেশ্বরও জীবসম্বন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রেরক হয়েন। অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বটেন কিন্তু সমস্ত কার্য্যে উদাসীন, যেহেতু তিনি কোন জীবকেই এমত কহেন না যে তোমরা এই সময়ে এইকার্য্য কর; শুদ্ধ জীবেরা সূর্য্যদর্শনে স্বীয় স্বীয় আবশ্যক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমেশ্বর সত্তাকে অবলম্বন করিয়া মায়াই বিশ্বরাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন সাংখ্যাচার্য্যেরা ইহাই মান্য করেন।

ঐ মায়া অপরিচালিকা এই বিশ্বমধ্যে বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ গুণসঞ্চারিণী হয়েন; পরিচালিকা শক্তি সঞ্চালন করিয়া এক পদার্থের গুণ অন্য পদা

থে লইয়া যান, সেই গুণকে অপরিচালিকা শক্তি পদা র্থান্তরে কিছুকাল স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন।

তাহার এক দৃষ্টান্ত এই যে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি; অর্থাৎ সর্প হইতে অস্বরূপ রজ্জু কিন্তু পরিচালিকা শক্তি কোন সময় সঞ্চালন করিয়া রজ্জুর উপর সর্পভাসকে আনয়ন করেন; তৎকালে অপরিচালিকা শক্তি ঐ রজ্জুর উপর সর্পভাসকে স্থির রাখেন। তখন জন মাত্রেই সেই রজ্জুকে সর্পব্যতীত রজ্জু বলিয়া জানিতে পারেনা। যখন পরিচালিকা শক্তি রজ্জু হইতে সর্পভাসকে পুনঃ সঞ্চালন করেন তখন অপরিচালিকা শক্তি ঐ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া স্থির বিশ্বাসকে জন্মান্।

আলোচনা করিলে এইরূপ জগৎকার্য্যের মধ্যে নিমেষে নিমেষে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে পরিচালিকা ও অপরিচালিকা শক্তির কার্য্য প্রতিবস্তুতেই দেখাযায়। তবে বিশেষ মাত্র এই যে তাহাঁরদিগের কোন কার্য্য আধার বিশেষে দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন কার্য্য স্বল্পকাল স্থায়ীহয়।

দেখ পুষ্পাদির গন্ধ পুষ্পে স্থির থাকিয়াও তিলাদিতে সঞ্চালিত হইতেছে তাহার প্রমাণ ফুলেলতৈল। এবং নির্গন্ধ জলকেও পুষ্পাদির গন্ধে যুক্ত করিয়া রাখেন। নীলপীত রক্তাদি বর্ণেও শুক্ল বস্ত্রাদিকে বর্ণভূষণ করিতেছেন ইহার কারণ ঐ অপরিচালিকা ও পরিচালিকা শক্তিকেই মান্য করাযায়।

অচিন্ত বিশ্ব বিরচক পরমেশ্বরই ধন্য; যিনি এইঅভাবনীয় নাট্য প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং সেই পরমত্মা গোবিন্দকে নটবর বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

আকাশের বৃত্তিঃ।

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তর মেবচ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্ম ধিষ্ঠত্বং নভসোবৃত্তি ল
ক্ষণং।

জীব সকলের বহিরন্তরের অবকাশ প্রদ আকাশ; অর্থাৎ পিণ্ডমধ্য ছিদ্রকে আকাশ বলে সেই আকাশ আত্মা মন প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় অর্থাৎ ব্যবহারের স্থানভূত হয়েন।

ইত্যর্থে আকাশরীরী ব্রহ্ম বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করেন; যেহেতু আত্মাই সকলের আশ্রয় আত্মাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া আছেন; সুতরাং তৎশক্তি পরিচালিকা ও অপরিচালিকা আকাশমধ্যে সমস্তকে ধারণ করেণ এবং সঞ্চালনও করিয়া থাকেন।

বায়ুর বৃত্তিঃ।

স্পর্শোভবত্ততোবায়ু স্ত্বক্স্পার্শস্য সংগ্র
হ। মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্য মুষ্ণত্ব মেব
চ ॥৫॥ চালনং ব্যূহনংপ্রাপ্তি নেতৃত্বং
দ্রব্যশব্দয়োঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বা
য়োঃকর্ম্মাভি লক্ষণং ॥

বায়ুর গুণস্পর্শ; ঐ স্পর্শের সংগ্রাহক চর্ম্মহয়। অর্থাৎ মৃদু কঠিন শীতল উষ্ণ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুরই পরিগ্রহ

চালন হয়। এই বায়ুর সামান্যতঃ গুণ; অনাবৃত্তি; চালন ব্যুহন প্রাপ্তি দ্রব্য শব্দাদির নেতৃত্ব এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াত্মক এই বায়ুর সম্যক লক্ষণ হয়।

চালন বৃক্ষশাখাদির চালক; ব্যুহন তৃণাদির বাহক প্রাপ্তি; পরস্পর দ্রব্যাদির সংযোগকর্ত্তা; নেতৃত্ব, দ্রব্য এবং শব্দাদির যথাবিধি স্থানে নেতা হয়েন। অর্থাৎ গন্ধ বিশিষ্ট বস্তুর গন্ধকে ঘ্রাণপথে শৈত্যাদি বস্তুর শৈত্যকে স্পর্শন প্রতি। শুভাশুভ শব্দকে শ্রোত্র প্রতি প্রাপক হয়েন। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের উপালম্ভক অর্থাৎ বায়ুই জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির আত্মক হয়েন।

অগ্নির বৃত্তিঃ।

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্ব মেব চ। তেজস্তং তেজসঃসাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ।

অগ্নিরবৃত্তি, দ্রব্যাদির আকৃতিত্ব অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যের আকার সমর্পক হয়েন। গুণতা দ্রব্যের উপসর্জ্জনতা দ্বারা প্রতীতি। যদিও শব্দাদির প্রতীতিত্ব আছে কিন্তু এতাদৃক্ স্বাতন্ত্র্য প্রতীতি নাই; অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার দ্রব্যাকৃতির দর্শন নাই তাহার শব্দশ্রবণ মাত্রেই দ্রব্যাবয়বের স্ফূরণ হয়না; সুতরাং অগ্নির রূপ বৃত্তি লক্ষণ দ্বারা দ্রব্যাদির যথা সন্নিবেশ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অভিনিবেশাদি পরিণামতাতে প্রতীতি এবং চক্ষুই রূপের গ্রাহক হয়েন।

দ্যোতনং পচনং পান মদনং হিমমর্দ্দনং
তেজসোবৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুৎতৃ
ড়েবচ।

দ্যোতন রূপাদি প্রকাশন। পচন অন্নাদির পরিপাক ক্ষুধা তৃষ্টা পান ভোজন এবং পৈতৃকগুণে শোষণ আর হিমমর্দ্দন অর্থাৎ অগ্নিই শীত নিবারক হয়েন।

জলের বৃত্তি।

রসমাত্র মভূত্তস্মা দম্ভোজিহ্বা রসগ্রহঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতিনৈকধা
ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তি প্রাণনাপ্যায়
নোদনং। তাপাপনোদো ভূয়স্ত মন্ত
সো বৃত্তয় স্ত্বিমাঃ।

রসমাত্রই জলেরগুণ, জিহ্বাই তদ্রস গ্রহণ করে। রসও একপ্রকার নহে কষায় মধুর তিক্ত কটু অম্ল লবণা দি প্রকারতা ভেদে ছয় প্রকার হয়। ক্লেদন আর্দ্রকারক মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকারক তৃপ্তি দায়ক প্রাণন; জীবন স্ব রূপ; যথা শ্রুতি। (আপোময় প্রাণইতি।) জলই জগ তের প্রাণ হইয়াছেন। আপ্যায়ন, তৃষ্ণা বৈক্লব্য নিব র্ত্তক। উদন মৃদুকারক অর্থাৎ অবসন্নকারী। তাপাপ নোদ; তাপনাশক। এই সকল জলের বৃত্তি হয়।

ভূমির বৃত্তি।

গন্ধমাত্র মভূত্তস্মাৎ পৃথ্বীঘ্রাণস্ত গন্ধগঃ

করম্ভ পূতিসৌরভ্য শান্তোদগ্রাদিভিঃ পৃথক্। দ্রব্যাবয়ব বৈষম্যা দ্গান্ধ একো বিভিদ্যতে। ভাবনং ব্রহ্মণঃস্থানং ধারণং সদ্বিশেষণং। সর্ব্বসত্ব গুণোদ্ভেদঃ পৃথিবী বৃত্তিলক্ষণং ॥।

গন্ধমাত্র পৃথিবীর গুণ; ঘ্রাণই গন্ধ গ্রাহক হয়। গন্ধ এক কিন্তু দ্রব্যাবয়ব বৈষম্য প্রযুক্ত নানাপ্রকারে ভেদ হইয়া করম্ভ পূতি সুরভি শান্ত উদগ্র ইত্যাদি। করম্ভ মিশ্র গন্ধ যেমন ব্যঞ্জনাদিতে হিঙ্গুপ্রদানে তদ্গন্ধে গন্ধ যুক্ত হয়। সেইরূপ পূতি দুর্গন্ধ অর্থাৎ পচাগন্ধ প্রভৃতি সুরভি কর্পূরাদির গন্ধ আদিপদে শোভন গন্ধ মাত্রকেই কহিয়াছেন। শান্ত; পদ্মাদি কুসুমোদ্ভব গন্ধ। উদগ্র অর্থাৎ উগ্র লশুনাদির গন্ধ। দ্রব্যাবয়ব সংযোগে একগন্ধ নানা প্রকার হইয়াছে। ভাবন, ব্রহ্মের প্রতিমাদির উৎপাদক। স্থান নিরূপেক্ষালক্ষণ অর্থাৎ সদসৎ উভয় লোকেরই আবাস। ধারণ; সর্ব্বজনের আধার ভূত। সদ্বিশেষণ সৎ আকাশাদি ভূতের অবচ্ছেদক।

এই সকল ভূতের গুণ বৃত্তিকে ঐ অপিরিচালিকা ঐশ্বরীশক্তি প্রত্যেক ভূতে স্থিরতর করিয়া রাখেন; এবং পরিচালিকা ঐশ্বরীশক্তি চালন করিয়া একভূতের গুণ অন্যভূতেও আনিতেছেন; যেমন আকাশের শব্দকে বায়ুতে আনিয়া বায়ু আকাশের দুইগুণকে অগ্নিতে আনয়ন করেন; আকাশ বায়ু অগ্নির গুণকে জলে আ

নিয়া, জলহইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জলের গুণকে আ নিয়া পৃথিবীতে সংযোগ করিতেছেন।

অর্থাৎ একা পৃথিবীকে পঞ্চগুণ বিশিষ্টাকরিয়া অপরিচালিকা শক্তি পৃথিবীকে ধারণা করেন; যেমন সামান্য রাজাগণে পৃথিবীস্থ নানাদেশ হইতে নানাধন সংগ্রহ করিয়া নিজভাণ্ডারে পূর্ণকরিয়া রাখেন; সেই রূপ পরমেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের রাজকোষ স্বরূপ পৃথিবীকে গুণভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছেন। পরে পরিচালিকা শক্তি ঐ গুণরত্নাধার পৃথিবীকোষ হইতে নানাগুণকে সঞ্চালন করিয়া নানা আধারে প্রেরণ করিয়া বিশ্বকার্য্যের সম্পাদন করিতেছেন। যেমন সঞ্চিত বিত্ত লইয়া রাজভাণ্ডারী সর্ব্বলোকে বিতরণ করেণ। পশ্চাৎ গুণবণ্টন প্রকার ব্যক্তকরা যাইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়॥

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলংস্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংমনোমে।

২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩১ বৈশাখ সোমবার

গতবারের শেষ

সন্দেহ নিরসন।

পরমহংসোক্তি। অরেবৎস সকল শ্রুতি সকল স্মৃতি সকল পুরাণেই কহিয়াছেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র রুদ্রাদি দেবতা পরমেশ্বরের রূপ ইহাঁরা মনুষ্য

বং গণ্য নহেন; স্বয়ং আপনারাই আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়েন; অতএব ইহাঁরা ঈশ্বরেতর অন্য দেবতা নহেন, অনেক হইয়াও এক; ইহাঁরদিগের মধ্যে যে কোন রূপের উপাসনা কর তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয়; তাহার আরও প্রমাণ যে অনেক জীব; অনেক পদার্থ, অনেক জাতি, অনেক গুণ; অনেক সংযোগ, অনেক প্রকারতা; অনেক বিশেষতা তাহাতে কি এমন কহিতে পার, যে আমি সকল প্রকারের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি; যাহা কস্মিন্ কালে কেহই বুঝিতে পারেন নাই, ফলিতার্থ ঐশী ক্রিয়ার মর্ম্ম কেহই বুঝিতে শক্ত নহেন; ইহার ভূরি২ প্রমাণ আছে; অতএব সেঅনেকৈকের মধ্যে যদি উপাসনার অনেকতা হয়; তবে সে উপাসনা কি দোষাবহ হইবে; অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণ ঈশ্বর অনেক হইয়াছেন জীবও অনেক তাহাতে উপাসনার অনেক প্রকারতা না হইবার বিষয় কি অতএব তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এক ব্রহ্মের সত্ত্বার প্রতি নির্ভর করত অগ্নি ইন্দ্রাদিকে বেদ প্রমাণ ব্রহ্ম রূপ জানিয়াও যে দেবব্রহ্মে পরস্পর ভেদ করিয়া নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইতেছেন; তাহাতে তাঁহারদিগের পরিণামে যে কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা ভবিষ্য ও শিব একং .বরাহ পুরাণাদিতে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যথা।

এই সকল দেবতা একব্রহ্ম ভিন্ন নহেন ইহাঁরদিগের একের প্রশংসাতে সকলের প্রশংসা হয়; ও একের নিন্দায় সকলের নিন্দা হয়; দুর্গা বিষ্ণু শিব প্রভৃতিকে এক ব্রহ্ম

রূপে চিন্তা করিবেক; ভেদ করিলেই আপ্রলয় কালপ র্য্যন্ত নরকে বাস হয়; ইহাঁরা ব্রহ্মনহেন এরূপ পক্ষপা ত করিয়া যে মূঢ়েরা নিন্দা করে তাহারা রৌরব নামে ঘোর নরকে বাসকরে।

ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ভগবন্। যাহারা বেদান্ত শা স্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন তাহাঁরদিগের স্মৃত্যু ক্ত বৈধকর্ম্মের সমাচরণ করিবার কোন প্রয়োজন রাখেনা যেহেতু বেদান্তবেদ্য পরমাত্মার উপাসনা ঐ বেদান্ত আলোচনাতেই সম্পন্ন হয়।

পরমহংসোক্তি। অরে বৎস; তোমার দিগের উ পাচার্য্য তত্ত্ববোধিনী প্রকাশ দিগের এইমত বটে। কিন্তু গৃহমেধীয় ধর্ম্মে যাহারা নিরন্তর নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গীভূত যম নিয়মাদি সাধন কোনক্রমেই সাধ্য হইয়া উঠেনা। এ কারণ সংসারি ব্যক্তির পক্ষে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবতা চ্চনাদি করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হয়। এইহেতু সর্ব্ব বেদান্তেই অনুশাসন করিয়াছেন; যথা। (ত্রৈবর্ণিকস্য ক্রতুবিচারএব ব্রহ্মজ্ঞানং পরমহংসস্যৈব ধর্ম্ম ইতি।) ত্রৈবর্ণিকের যজ্ঞ বিচার শুদ্ধ ব্রহ্মবিচার করা পরমহং সের ধর্ম্ম হয়। কেননা গৃহস্থ ব্যক্তির ব্রহ্মবিচারে ব্রহ্ম এবং ধর্ম্ম উভয়ই ভ্রষ্ট হয়। যথা যোগবাশিষ্ঠে।

সংসার বিষয়াসক্ত ব্রহ্মজ্ঞো স্মীতিবা দিনঃ। কর্ম্মব্রহ্মো ভয়ভ্রষ্ট স্তংত্যজে দন্ত্যজং যথা॥

সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদি আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলে, তবে সেইব্যক্তি কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয় বেদবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করেন।

অর্থাৎ সেইব্যক্তি বেদবাহ্য ম্লেচ্ছ যবনাদির ন্যায় ত্যজ্য হয়। তাহাকে কেহই স্পর্শ করেন না। সুতরাং ব্রহ্মবিচার গৃহীব্যক্তির ঔচিত্য নহে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই কহিয়াছেন। তোমাকে আমিআর অধিক কি কহিব; আমি যৎকালে একবার কলিকাতায় গিয়াছিলাম তৎকালে পটোলডাঙ্গায় হিন্দুকালেজ স্থাপনার উদ্যোগ হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে এক সভা হয় তাহাতে অনেকানেক সংভ্রান্ত ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় ভাগ্যবন্ত লোকেরা একত্র উপবেশন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে বালকদিগকে কোন বিদ্যা শিক্ষাকরান যাইবেক তদ্বিষয়ের বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল; কতগুলিন ভদ্রলোকের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে এই মহাবিদ্যালয়ে বালকদিগকে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হয়। তাহাতে অনেকানেক ইংরাজ বিদ্বানেরাও সম্মত হইলেন।

অনন্তর মৃত রামমোহন রায় যিনি আধুনিক বেদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের পূর্ব্বাচার্য্য তিনি ইংলণ্ডীয় ভাষায় ঐ সভায় সর্ব্বজনসন্নিধানে মহাবক্তৃতা করেন; এবং সেইসকল বাক্যকে শ্রেণীপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াপরে ইংরাজীভাষায় একখানিপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন; সেইপুস্তকএখনো অনেকানেক লোকেরঘরেআছে। তাঁহারবক্তৃতার যেঅভিপ্রায় তাহা তোমাকে কহিতেছি।

ঃঃ বেদান্ত আলোচনায় ভবিষ্যৎকালে গৃহীব্যক্তি দিগের কোন উপকার দর্শিবেনা এবং সেইসকল বালক হইতে সংসারের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং বিস্তর অনিষ্টউৎপত্তির সম্ভাবনা আছে। কেননা বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে তাহাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার কোন উপদেশ করেন নাই বরং পুনঃ২ সংসার ত্যাগ করিতেই কহিয়াছেন।

বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনার কালে আদৌ বেদের এই তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে যে জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে কি সম্বন্ধ। এবং জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কিরূপ ভেদ আছে: আর কিরূপেই বা পরমেশ্বরে জীবাত্মা লয় পায়। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সত্ত্বে জীবাত্মার ক্ষমতা কি।

তৃতীয়তঃ বিচার করিতে হইবে যে বেদোপদেশ দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণজ্ঞ হইলে বালকেরা সাংসারিক সমাজেও ধর্ম্মাদিতে এবং বিষয় কর্ম্মাদিতে যোগ্যরূপে গণ্য হইতে পারিবেক কি না যখন বেদান্ত শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ এই শিক্ষা দিতেছেন: যে দৃষ্টজাত বস্তুমাত্রই নশ্বরশুদ্ধ মায়ার কার্য্য। কেবল একমাত্র পরমেশ্বর সত্য। আর পরমপিতা পরমেশ্বর ব্যতীত যে পিতা মাতা মান্যকরা সে সম্বন্ধ মাত্র অর্থাৎ অনিত্য। কেবল মায়াময় জগৎ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় প্রতিভাত মাত্র। তখন কোন ক্রমেই বেদান্ত চর্চ্চা করিলে বালকেরা পিতা মাতাদি আত্মীয় স্বজনাদির প্রতি স্নেহ রসের বিতরণ করিবেক না; এবং

গুরুলঘু সম্বন্ধ বিচারেও আবদ্ধ হইবেকনা। সুতরাং এরূপ স্নেহাদি শূন্য হইলে তাহার দিগের দ্বারা কিরূপে সংসারের কর্ম্ম চলিতে পারিবেক, যেহেতু এই সকল কর্ম্মই সংসারের প্রধান সেতু হইয়াছে, যাহারা পুত্রাদিকে লইয়া সংসার করিতে ইচ্ছা করেন; তাহাঁরদিগের এই উচিত যে বৈরাগ্যোৎপাদক বেদান্ত শাস্ত্রকে ত্যাগকরিয়া অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করাইবার যত্ন করুন; এই বেদান্ত শাস্ত্র কেবল দণ্ডীদিগের অধ্যেতব্য হয়। অর্থাৎ যাহারা বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা সর্ব্বদা করেন তাহাঁরদিগের এই কামনা হয় যে আমরা মায়াময় অনিত্য সংসার হইতে কিসে ঝটিতি পরিত্রাণ পাই।

অরে জ্ঞানাভিমানিন্। যেস্থলে তোমারদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় সংসারি ব্যক্তিকে এরূপে বেদান্ত আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেস্থলে তোমরা কোন্ সাহসে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছাকর। সংসারে থাকিয়া বেদান্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ ইহ পর লোকে বঞ্চিত হইবে এইমাত্র।

বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এইযে যাহারা বেদান্ত আলোচনায় সুনিষ্ণাত হয় তাহারদিগের সংসারে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে; সুতরাং সংসারিদিগের উচিত হয় না যে বালকদিগকে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করেন।

ভা: জ্ঞানীর প্রশ্ন : হে মহাত্মন। আপনি যে আজ্ঞাকরিলেন আর শাস্ত্রসিদ্ধ যে প্রমাণ দর্শাইলেন এবং মৃত রামমোহন রায়ের বক্তৃতার

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

যে দৃষ্টান্তদিলেন; ইহা আমারা অবগত আছি, যেদণ্ডীপরমহংসেরাই বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন সংসারি ব্যক্তির এধর্ম্ম নহে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অনেকানেক সংসারীকেও বেদান্ত আলোচনা করিতে দেখিতেছি কেহই বৈরাগ্যাশ্রয় করেনা বরং সংসারে বিরক্ত নাহইয়া সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহের শোভন রূপে কৌশলজ্ঞ হইয়াছেন। তত্ত্বেবোধিনী পত্রিকায় তাহঁরদিগের নাম সুব্যক্ত আছে; শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনা বৈদান্তিককে বিষয় কার্য্য সাধনে সুচতুর দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তত্ত্ব বোধিনী সভার আয়ব্যয়ের খতাপত্রের লিখিবার ধারার ও আটুনি দেখিলে কোনমতেই সংসারবিষয়ে অনিপুণ বোধ হয়না; যদ্যপি বেদান্ত আলোচনায় সংসারে বিরক্তি জন্মিত তবে বৈদান্তিক হইয়া আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এতাদৃক্ বিষয়ের অনুরাগ থাকিত না। আমরাও এই বিবেচনায় বেদান্ত ধর্ম্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥

উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্। ইহাতে তোমার দোষনাই; যেহেতু যেব্যক্তি যেমন গুরুর উপাসনা করে তাহার শ্রদ্ধা সেইরূপই জন্মিয়া থাকে; ফলিতার্থ তোমাকে আমি সর্ব্বশাস্ত্রের সার উপদেশ করিতেছি। বেদান্ত ধর্ম্মের সহিত সংসার ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধ যেমন ছায়াতপ অর্থাৎ ছায়াতে ও আলোকেতে একত্র থাকেনা সেইরূপ বেদান্ত ধর্ম্মের সহিত সংসার ধর্ম্মের মেলন হয়না, যেব্যক্তি সংসারকে দেখে সেব্যক্তি বেদান্তবেদ্য পরমাত্মার উপাসনার পথকে দেখেনা; সেইরূপ যেব্যক্তিপরমার্থপথে আরূঢ়হইয়াছে সেব্যক্তি সংসারকে অবলোকন করেনা। তুমি যে কয়েকজনা বৈদান্তিকের দৃষ্টান্ত দিলে তাহারদিগকে বৈদান্তিক বলাই বৈদান্তিকের নিন্দাকরাহয়, যেমন সন্ন্যাসীরূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া সীতাহরণ করিয়া রাবণ সন্ন্যাসী

কূলে কলঙ্ক করিয়াছিল; ইহাঁরাও সেইরূপ বৈদান্তিক রূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত ধর্ম্ম বিনাশে চিকীর্ষু হই য়া বেদান্তধর্ম্মের কলঙ্ক করিতেছেন। যথা রামায়ণে।

অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মাচ্ছন্ন ইবানলঃ। যতিরূপ প্রতিচ্ছন্নো জিহির্ষু স্তামনিন্দিতাং॥

ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিরন্যায় অভব্য ব্যক্তি ভব্যরূপে আপ নাকে আচ্ছাদন করে। অভব্য রাবণ ভব্যযতি রূপে আচ্ছাদিত হইয়া অনিন্দিতা সীতা হরণেচ্ছু হয়।

ফলিতার্থ অসৎকর্ম্ম সাধনার্থে রাবণ যতিবেশ ধারণ করিয়াছিল সেইরূপ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের বেদা ন্ত চর্চ্চা করাহয়; যদি ইহাঁরা যথার্থ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন তবে কোনক্রমেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেননা; ইহাঁরদিগের বেদান্ত চ র্চ্চার ফল মৃত রামমোহন রায় কালেজ স্থাপনার কা লে যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেইরূপই ঘটিয়াছে।

আধুনি ব্রহ্মজ্ঞানী গণেরা যেরূপ বৈদান্তিক হইয়াছে ন; তাহাতে কেবল দেশের অনিষ্টই হইতেছে; কেন না ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদির প্রতি এককালে অ নেকেরই অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। এবং ব্রহ্মদলীয় নবীনস ভ্যেরদিগের বেদান্ত আলোচনার ফলে অপরিসীম গু ণেরউদয় হইয়াছে; ইহাতে পিতামাতা গুরুজনেরপ্রতি এককালে স্নেহ ভক্তির অবসাদন হইয়া গিয়াছে; ইহা রা ব্রতনিয়মাদি পরায়ণ পিতা পিতামহাদিকে নির্ব্বো ধ ব্যতীত উক্তিই করেন না। ব্রাহ্মণাদিকে প্রতারক পুরাণাদি শাস্ত্রকে অলীক রচনা ঋষিগণকে প্রবঞ্চক ব

সিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং মৃতরামমোহন রায়কেও ইঁহারদিগের দৌরাত্ম্য দেখিয়া এসময় স্মরণ করিতে হইল অর্থাৎ তিনি যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই প্রতীতি হইতেছে।

যদিও মৃত রামমোহন রায় এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন বটে তথাপি ইহাঁরদিগের মত অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি বেদান্তের মত প্রকাশ করিয়া কহিতেন কিন্তু ভ্রমেও আমি জ্ঞানী কহিতেননা এবং আমার কোনকর্ম্মের প্রয়োজন নাই ইহাও বলেননাই শুদ্ধ এই কহিতেন যে যাহারা বেদান্ত ধর্ম্মের অবলম্বন করিবেন তাহাঁদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করা ইচ্ছাধীন; সুতরাং একথায় সংসারি ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ করার বিধি নহে যথার্থ বেদান্ত ধর্ম্মাবলম্বী দণ্ডীদিগের পক্ষেই বিধি হইয়াউঠিয়াছে। আরউক্তরায় ইহাও কহিতেন যে দেবদেবীর উপাসনা করা ও যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা অযোগ্য নহে শুদ্ধ পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম ব্যক্তির চিত্ত স্থিরের নিমিত্ত এইসকল অনুষ্ঠান করিতে বেদে অনুশাসন করিয়াছেন; অর্থাৎ ভগবদুপাসনায় এই সকলকে গৌনকল্প বলিয়াছেন নতুবা এসকল গগন কুসুমের ন্যায় অলীক বাদনহে। একথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে ঘৃণালজ্জা মানাপমান লাভাপচয় হেয়োপাদেয় জ্ঞান যাহার আছে সেই ব্যক্তি পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানে দুর্ব্বল তাহার পক্ষেই গৌনোপাসনার বিধি। ইহাতে একালে এমনব্যক্তি কে আছে যে তাহাতে সুগতো লক্ষণ ঘৃণালজ্জা মানাপমা

ম লাভাপচয় হেয়োপাদেয়াদি জ্ঞাননাই। যেসকল লোককে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছ তাহারা সর্ব্বদাই এই সর্ব্বত লক্ষণকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন।

অতএব এইসকল অনাত্মবাদী জনগণের সহিত সংসর্গ করাতে তোমার চিত্ত অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে এক্ষণে মলিনচিত্তের মার্জ্জনা করিবার কারণ তোমার হরিসংকীর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃকল্প হয়। নতুবা আর এমত উপায়নাই যে তাহাতে তোমার অপেয়পান অভক্ষ ভক্ষণ অগম্যা গমন জনিত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। অরেবৎস; এখন তুমি সমস্ত প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া হরিঃস্মরণ করহ যথা।

পাপকৃৎ যাতিনরকং প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখঃ। পাপানা মনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি তদ্যথা।

অকৃত প্রায়শ্চিত্ত পাপকৃৎ পুরুষ নরকে গমন করে। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়াছেন। ইত্যর্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে এক প্রায়শ্চিত্তে সকলপাপের বিনাশ হয়না; সুতরাং হরিস্মরণ প্রায়শ্চিত্ত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে গরীয়হয়। যথা।

প্রাতর্নিশি তথাসন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন। নারায়ণ মবাপ্নোতি সদ্যঃপাপ ক্ষয়ংনরঃ।

প্রাতঃকাল রাত্রি সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিকালে হরি স্মরণ করিলে সর্ব্বপাপক্ষয়হয় পাপক্ষয়হইলে দেহাবসানে পরমাত্মা পরাৎপরধামস্বরূপ নারায়ণকে প্রাপ্তহয়।

অতএব হরি স্মরণরূপ প্রায়শ্চিত্তে মনুষ্যের কোন পাপই থাকিতে পারে না; এক্ষণে তোমার দিগের পাপক্ষালনার্থে হরিব্যতীত কোন গতিই নাই। বি

শেষতঃ সর্ব্বলোকের একালে হরিনাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন মুক্তিরও অন্যপথ নাই।

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ আপনি যে আজ্ঞা করিলেন উহা স্বীকার করিলাম কিন্তু হরিতে বিশ্বাস নাকরিলে হরিনামে পবিত্র হইতে পারেনা, আমরা তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষদিগের নিকট যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি তাহাতে হরিকে পরমাত্মা বলিয়া বিশ্বাস হয়না, যেখানে বিশ্বাস নাই সেখানে তাহাতে কিছুই ফল দর্শিতে পারেনা।

পরমহংসোক্তি। অরেজ্ঞানাভিমানিন্। যদ্যপি তোমার হরিতে বিশ্বাস নাথাকে নাথাকুক্ কিন্তু হরিনামের এমন গুণআছে যে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণকীর্ত্তণে মনুষ্য পবিত্র হয়। যথা

হরিং হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেবহি পাবকঃ॥

দুষ্টচিত্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক স্মৃতহইলেও হরি তাহার সকল পাতকে হরণ করেন। যেমন অনিচ্ছা বশতঃ দাহিকা শক্তিমান্ অগ্নিস্পৃষ্ট হইলেও দাহকরিয়া থাকেন।

অতএব রেবৎস হরিস্মরণরূপ কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত পাপের সংশোধন করতঃ নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব সেই গোবিন্দ চন্দ্রকে ভজনা করিয়া এই জন্মযাত্রার সফলতা করহ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়॥

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা.নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বার

সন্দেহ নিরসন।

তাকুজ্ঞানীর প্রশ্ন॥ হে মহাত্মন্ আপনি যে হরিস্মরণের মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে, যেহেতু, যেশাস্ত্রে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে সেশাস্ত্রে তাঁহার মহিমা বর্ত্তন অবশ্যই করিতে পারে, কিন্তু বেদশাস্ত্রে যদি এরূপ শ্রীকৃষ্ণ মহিমার বর্ণন থাকে তবে বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞানীগণে গ্রাহ্যকরিতে পারেন, ফলে বেদ বেদান্তে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন নাই ইহা আমরা জ্ঞাত,

বোধিনী সভার উপাচার্য্য দিগের নিকট বিশেষ অবগত হইয়াছি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যিনি এই ব্রহ্মসভার প্রথমাচার্য্য তিনিও এক নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত কৃষ্ণাদির উপাসনাকে গ্রাহ্য করেন নাই এবং উপাসনা করিতেও অন্যকে উপদেশ করেননাই ॥

পরমহংসের উক্তি॥ অরে, জ্ঞানাভিমানিন্ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ও তদুপাসনার বিষয়ে যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তর নিম্ন লিখিত লিপিদৃষ্টে অনায়াসে অবগতি করিতে পারিবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা হয়েন, তদুপাসনা করিলে যে সকলে ভববন্ধনে পরিমুক্ত হয়, এবং তাঁহার উপাসনা করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী দিগের পুর্ব্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় কৃত বেদান্তের অনুবাদিত ইংরাজী পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলে তদভিপ্রায় জানিতে পারিবে,অর্থাৎ মৃতরামমোহনরায় শ্রীকৃষ্ণ যে নিরীশ্বর ও তদুপাসনা বিফল এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহেননাই আমি ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত নাকরিয়া তাহার স্বরূপার্থ সংকলন পুর্ব্বক সাধুভাষায় তদর্থ জানাইতেছি। যথা

"বেদের স্বরূপ বচন এই যে শ্রীকৃষ্ণ যিনি এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ, তাঁহার ধ্যান মনন স্মরণাদি করা কর্ত্তব্য। এবং আমরা মহাদেব শিবের ও অর্চ্চনা করি, যিনি এই জগতের প্রলয়কর্ত্তা হয়েন। আমরা সূর্য্যের আরাধনা করি, যিনি জগৎ প্রকাশক, পূজনীয় বরুণ যিনি সমুদ্র জলের এবং নদনদীর অধিষ্ঠাতা,তাঁহার পূজাকরি।,, ইত্যাদি

বেদ প্রণীত উপাসনা কাণ্ড প্রকাশ করিয়া লিখিয়া ও আপনার মত রক্ষার্থ বেদবেদান্তের বিপরীত স্বকপোল কল্পিত যুক্তি করিয়াছেন যে। "বেদাদি শাস্ত্রে এইসকল দেবতার উপাসনা করিতে যে বিধি দিয়াছেন, সেসমস্তই দুর্ব্বলাধিকারিদিগের মনস্থিরের নিমিত্তই অনুমান হইতেছে, অর্থাৎ পরব্রহ্মের শ্রবণ মননে অসমর্থ ব্যক্তি এই সকল দেবতার উপাসনা করিয়া জীবন যাপন করিবেক" বেদ বিপরীত মৃত রায়েরএইযুক্তিকে যুক্তপুরুষেরা স্বীকার করিতে পারেননা, কেননা, বেদবেদান্তে শ্রীকৃষ্ণাদির উপাসনা যে দুর্ব্বলদিগের মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে এমত স্পষ্ট প্রমাণ নাই॥

এবং কূটধর্ম্মী মৃত রামমোহন রায় কুতর্কবাদে বক্তৃতা করিয়া ও ধর্ম্মপ্রভাবে আপন লিপিদ্বারা আপনার অভিপ্রায়কে খণ্ডনকরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু ঐ বেদান্তের অনুবাদিত তৎকৃত ইংরাজী পুস্তকের২০পৃষ্ঠায়তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,। যথা তদর্থ সাধুভাষা।

"পরমেশ্বরে যাঁহারদিগের দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারদিগের পক্ষে, বেদোক্ত বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির যে নির্ণয় হইয়াছে সেই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মাদির আচরণ করা ও নাকরা তাহারদিগের স্বেচ্ছাধীন। অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারদিগের বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, আচার ব্যবহাদির অকরণে প্রত্যবায় হয়না। কেননা, তাহারদিগের স্বরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমজ্ঞান জন্মিয়াছে, সুবর্ণে লোষ্ট্রে পঙ্কে চন্দনে বস্তু

নিন্দা প্রভৃতিকে তুল্যরূপে দর্শনকরেন। সুতরাং যাহাঁর দিগের এরূপ পরমাত্ম জ্ঞান না জন্মিয়াছে, তাহাঁর দিগের পক্ষে বেদান্তে উক্ত করেন, যে পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে তজ্জ্ঞানার্থ চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্তে বেদোক্ত বিশেষ বিশেষ বর্ণের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির আচরণ ও দেবাদির উপসনা করা কর্ত্তব্য হয়, অকরণে চিত্ত নির্ম্মল হয়না তাহা নাহই লেও পরমেশ্বরের প্রতি পরমা ভক্তির উদয় হইতে পারেনা যেমন অশ্বদ্বারা অভিলষিত স্থান প্রাপ্তহয়, সেইরূপ যজ্ঞা দিদ্বারা জীবেরা পরমেশ্বরকে প্রাপ্তহইতে পারে। „

বিবেচনা করিয়া দেখ যে মৃত রামমোহন রায় আপনার এই উক্তিতে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকলকে খণ্ডন করিয়াছেন কি না। বস্তুতঃ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মকাণ্ড সাধন জ্ঞানীদি গের ইচ্ছাধীন বটে, কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করণের ও নিষেধ নাই। ফলিতার্থ একালে এরূপ জ্ঞান উৎ পন্ন হইতে কাহারও দেখিনা, সকলেই বিশেষরূপ বিষয় কার্য্যে লিপ্ত আছেন, সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে ভ্রষ্টাচারির মধ্যে গণ্য করাযায়। এই বিষয়ের ও প্রমাণ করিয়া মৃত রায় স্বকৃত ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছেন, তদর্থ এই।

“ যদ্যপি বিধি বোধিত কর্ম্ম কাণ্ড করা যথার্থ জ্ঞানীদি গের স্বেচ্ছাধীন বটে তথাপি কর্ম্ম কাণ্ড ত্যাগ করার অপে ক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহারাদির সমাচরণ করা জ্ঞানীর পক্ষে বেদান্তে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন, কেননা বেদান্ত্রা মতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড স্বরূপ সোপানারোহণ করিলে

জীবকে অনায়াসে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ,, অতএব অতি মন কদর্য্যাচারী ভাক্তজ্ঞানী দিগের উপদেশে নিরর্থ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া তুমি আরকেন নিরয়গর্ত্তে পতিত হও, অনন্তর ধর্ম্মে সাবধান হইলেই ভালহয়॥

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন॥ হে গোস্বামিন্। সংপ্রতি তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা আমুক্তকণ্ঠে সভাদিগকে কহিয়াথাকেন যে তোমারা হিন্দু দিগের প্রাচীন মতকে পরিত্যাগ করিয়া এই আমারদিগের ব্রহ্ম মতের অবলম্বন করহ ইহাতে যথেষ্ট সুখ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন মতকে বিশ্বাস করিয়া কষ্টভাগী হইও না। " যদিও যত কাল পর্যন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাতে বিমুখ দুর্ব্বল ব্যক্তি সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা শান্ত ছিলেন কিন্তু এক্ষণে ক্রিয়াযোগ্য দেশ কাল পাত্রের অভাব প্রযুক্ত তাহাও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে॥,,

পরমহংসের উক্তি। অরে বৎস, যদ্যপি তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা একরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, যে দুর্ব্বল ব্যক্তি সকলের সুসাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডাদির যাজন করা যেকালে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেকালে সর্ব্ববেদ বেদ্য অতি কঠিন সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যেরা কিরূপে সহজে লাভ করিতে পারে। ইহাই চমৎকারের বিষয়, যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এই অসাধ্য তত্ত্বজ্ঞানকে একালে সুসাধ্য করিতে সম্যক্ যত্নবান হইয়াছেন, ইহাহইতে ভ্রান্তির কার্য্য আর কিআছে। হায় কি খেদের বিষয়, ইহারা এইসময়েও আপনার দিগকে সবলাধিকারী বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অভিমান করেন, করুন্ তাহার অনুশোচনা কি, যথা কথিত আছে, (সামগ্রীচেন্নফল বিরহেতি।) সামগ্রী থাকিলে ফলের বিরহ হয় না, অর্থাৎ ভ্রম থাকিলে ভ্রমের কার্য্য অবশ্যই হইয়া থাকে। যে সময় মনুষ্যের চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল

পরধন পরদারা দেববৃত্তি ব্রহ্মবৃত্তি হরণে সাভিলাষ, এবং প্রবঞ্চনা শঠতা ক্রূরতা পিশুনতা মৎসরতা পরদ্রোহিতা ঈর্ষা সৃহা অসদাচারাদি কনচিত্তে নিরন্তর বাস করিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময়েই আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী দিগের চিত্তে উপরি উক্ত গুণ সমুদয়ের সহিত নির্গুণ পরম তত্ত্বের উদয় হইয়াছে, ইহাও কি সাধুদিগের পক্ষে আক্ষেপের বিষয় নহে।

ভাঃ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন॥ হে মহাত্মন আপনি যে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কহিলেন, তাহা একালে সুসিদ্ধ হইতে পারেনা, ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশকেরা শকাব্দা ১৭৬৮ শকের আষাঢ় মাসের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টেই আমরা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ‟ যজন যাজনাধিকারি ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব কালের মত স্বধর্ম্ম রক্ষা করা নাই। অর্থাৎ শূদ্রাদির প্রতিগ্রহ করাতে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদির অননুষ্ঠানে প্রায় পতিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার দিগের দ্বারা যাগ যজ্ঞাদি কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হইতে পারেনা।,,

পরম হংসের উক্তি। অরে বৎস, একথা যাহা ভাষা কহিতেছ, ইহাতে তোমার প্রতি কি তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক দিগের প্রতি দোষদিতে পারিনা, একালে ব্রাহ্মণ দিগের কি অন্যান্য জাতি মাত্রেরই স্বধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য হইয়াছে, কাহাকেই যথার্থ রূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে দেখা যায়না, একথার উত্তর পশ্চাৎ করিব, আদৌ বক্তব্য এই যে তোমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মান্য করনা অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট মনুষ্য মাত্রই একজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি ভেদ নামানিয়া সকল বর্ণকেই একবর্ণ কহিয়া সকলের সহিতই একপাত্রে পান ভোজনাদি করিয়া থাক, বিশেষতঃ এতদ্দেশজাত হাড়ি ডোম বাগদী প্রভৃতিকে ঈশ্বর সৃষ্ট

নামানিয়া কেবল যবন ম্লেচ্ছকেই সমান করিয়া লইয়াছ, অর্থাৎ যবনান্নাদি প্রাপ্তি মাত্রেই অম্লান মুখে ভোজন করিয়া থাক, ভাল যাঁহারা সকল জাতিকেই একজাতি বলেন তাঁহারা কি ব্রাহ্মণদিগের পৃথক ধর্ম্ম মান্য করিতে পারেন, না, তাহাতে তাঁহারদিগের মতের খণ্ডন হয় না, আমরা নিশ্চয় করিয়াছি, যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা শুদ্ধ যবন ম্লেচ্ছ জাতির সহিত পান ভোজন করিবার নিমিত্তই এই উপাদেয় ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিতে বাধিত হইতেছেন নতুবা যথার্থ জ্ঞান সাধনের এরূপ বিধি হইলে বেদাদি শাস্ত্রে যবন ম্লেচ্ছদিগের পাকান্ন গ্রহণের বিধি অবশ্যই করিতেন।

একালে ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষা সম্যক্ প্রকারে হয়না বলিয়া যে ব্রাহ্মণ দিগকে অমান্য করিবে এবং তাঁহার দিগের দ্বারা যাগ যজ্ঞাদি সুসিদ্ধ হয়না এমত নহে, যেকালে যেরূপ অনুষ্ঠান সেকালে সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই যথাকথঞ্চিৎ কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা পরাশর সংহিতার ১০ দশমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। যথা

যুগে যুগেচ যেধর্ম্মা স্তত্র তত্রচ যে দ্বিজাঃ। তেষাং নিন্দা নকর্ত্তব্যা যুগরূপাহিতেদ্বিজাঃ॥ পারাশরং।

যুগে যুগে যেধর্ম্মআর সেই সেই যুগে যেসকল ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন তাঁহারদিগকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা সেইসকল ব্রাহ্মণেরা যুগরূপ ধর্ম্মের যাজন করিয়া থাকেন। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণেরা সম্যক্‌ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিলেও মান্য থাকিবেন, এবং তাহারদিগের দ্বারা সময়ানুরূপ যাগ যজ্ঞা

তিও সুসিদ্ধ হইবেক। সুতরাং পূর্ব্বকালের মত ধর্ম্মরক্ষা হয়না বলিয়া বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণের দোষ দর্শাইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেকনা এমত আজ্ঞা বেদে করেন নাই। যখন যেমন সময় হইবে তখন তদনুসারেই শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে যত সাবধান হইতে পারে ততই যত্ন করিবেক। কাল বশতঃ ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য হইবে ইহা পুরাবৃত্তানু সন্ধায়ি ভবিষ্যৎ বক্তারা কহিয়া গিয়াছেন। যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চত্তুর্বর্ণেরাই স্বাচার ভ্রষ্ট হইবে, প্রায়ই জনচিত্ত হইতে ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধত হইবেন।

কলিযুগের লোক সকল আপনঽ মতকেই প্রাধান্য, করিয়া লোক সংগ্রহ করিবেক। কেহবা, ধর্ম্মকে মান্য করিবে কিন্তু শক্তি হ্রাস প্রযুক্ত সম্যক্ অনুষ্ঠানে অশক্ত হইয়া শক্ত্য স্বরূপ ধর্ম্মকার্য্যেপ্রবৃত্ত থাকিবেক। কেহবা, সম্যক্ প্রকারে ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া শুদ্ধ লোক প্রথার অনুবন্ধন নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক। কেহবা একেকালেই ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া অশিষ্টাচার রূপ কেলী কলাপকে পরিগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে. অপরে ঈশ্বরসত্বাকে মান্যনাকরিয়া স্বভাববাদীরূপে প্রতিষ্ঠিতহইবেক,কেহবা কালবাদী,অর্থাৎসময়কেই সমাদর করিবে, কেহবা স্বধর্ম্ম কলাপকে বিধর্ম্ম বলিয়া বিধর্ম্ম ম্লেচ্ছ ধর্ম্মেরই প্রবৃত্তি করিবেক। অন্যে মৌখিক একমাত্র ঈশ্বর মান্যকরিয়া জ্ঞানী অভিমানমদে মত্তহইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মাদিকে জলসাৎ করিবেক। কেহবা ভগবানের কার্য্য রূপকে মান্য করিবে কিন্তু উপাসনায় পরাংমুখ

হইবেক। অপরে শিষ্টকর্ম্ম সকলকে অশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া অশিষ্ট অপকৃষ্ট কর্ম্মশীল ব্যক্তি সকলকেই শিষ্ট বলিয়া মান্য করিবেক। কেহবা স্বার্থসাধন তৎপর হইয়া পরস্ব হরণেই কুতূহলী হইবেক, এসময়ে যে কেহ যথার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত সেই অশিষ্ট রূপে ঘৃণাধার হইবেক। একালে ম্লেচ্ছ উচ্ছিষ্টান্নভোজী ম্লেচ্ছাচারী যে হইবে সেইমান্য। ফলিতার্থ যে কালে ধর্ম্ম নিন্দক রাজা হইবেক সে কালে বেদোদিত ধর্ম্মের দ্বেষ অবশ্যই জন্মিবে ইহা পুরাবৃত্তে কহিয়াছেন। যথা ভবিষ্যে।

কলৌ পঞ্চ সহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভাঃ। ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শূরা বস্ত্রোপশোভিনঃ। ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌ চৈব বেদনিন্দকাঃ॥

ভবিষ্যৎ বক্তারা লেখেন যে কলির কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চসহস্র বৎসর গত হইলে সর্ব্বাভরণ বর্জ্জিত শুদ্ধ বস্ত্রোপশোভী বলিষ্ঠ বেদনিন্দক শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছ সৈন্যেরা এই পৃথিবীর রাজা হইবেক।

তাহারদিগের সংসর্গে অনেকেই ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া স্বশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠকরতঃ তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি করিবেক। এইসকল যুগধর্ম্মানুষ্ঠান বর্ত্তমান কালে প্রায়ই অনেকেরদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপূজিত মিতি) বর্ত্তমান কলিযুগে ধনই আদরণীয় সাধু স্বভাবের আদর নাই॥

অরে বৎস, এসময়ে যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহাও যুগানুরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র, ও তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, এবং তাহারঅধিকারীও

স্বতন্ত্র হয়॥ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইলে কর্ম্মকাণ্ডের তাদৃক্ প্রয়োজন থাকেনা বটে, তথাপি কর্ম্মকাণ্ডের সমাচরণ করা কর্ত্তব্য, কেননা তৎ সমাচরণে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি থাকে। বিশেষতঃ বেদবেদান্ত বিধির অনুসারে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অতি দুর্ল্লভ, সকাম সাধনার নাম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অবশ্য কর্ত্তব্যতা এতজ্জন্য বেদান্তে সূত্রোদ্ধার করিয়াছেন॥ যথা

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডাদির পরিসমাপ্তি হইলে পরব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছাহয় অর্থাৎ অধিকারী হয়। বেদের এইমত্ যে অসংসারি ব্রহ্মকে সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি জানিতে পারেনা, জানা থাকুক্ জানিতে ইচ্ছাকরিলেও ভ্রষ্ট হয়। যথা (নচৈতদচীর্ণ ব্রতোধীতে) অচীর্ণ ব্রতব্যক্তি এই বেদান্ত অধ্যয়নের অধিকারী নহে। অচীর্ণ ব্রতপদে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি হয়নাই তাহার ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা অসতী।

তবে বেদাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনায় প্রবৃত্তি করে সেই উন্মত্তবৎ ভ্রষ্টাচারী ইহলোকে ও পরলোকে ঘৃণিত হয়। শঙ্করাচার্য্যও কহিয়া গিয়াছেন, যে অসংসারিণী ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া সিদ্ধহয়না, অনিত্য সংসারে সংসৃষ্ট হইলে নিত্য জ্ঞানেরও অনিত্যত্ব হয় যেমন কলহাকর দ্যূতক্রীড়ার সন্নিহিত অবিরোধিব্যক্তিকেও বিরোধে লিপ্ত করে। সুতরাং অপরিসমাপ্ত কর্ম্মী

কদাচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকারী নহে। অশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া যবস গ্রহণকরা হয়না, অতএব বিধিবোধিত কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করিলে বিনাযত্নেই কর্ম্ম রহিত আপনিই হইয়া যায়, নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অত্যন্ত সুলভ হয়। নচেৎ কোটি কল্পেও বলপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানকে লাভকরিতে পারেনা। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষদের ষষ্ঠীবল্লীতে দৃষ্ট হইতেছে। যথা

যদা পঞ্চাব তিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ। বুদ্ধিশ্চ নবিচেষ্টতি তামাহু পরমাং গতিং ॥ ১০ ॥

তাং যোগ মিতিমন্যন্তে স্থিরা মিন্দ্রিয় ধারণাং। অপ্রমত্ত স্তদাভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥

যে কালে স্বস্ববিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকল আত্মাতে অবস্থিতি করিবেক। এবংস্বব্যাপারে বুদ্ধির চেষ্টা নাথাকিবেক। সেইকালের যে গতি সেই গতিকেই পরমা গতি কহেন ॥ ১০ ॥

ঈদৃশী গতিকেই যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া মানিয়াছেন। যখন নিশ্চল ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চলহইবে আর অপ্রমত্ত অর্থাৎ সমস্ত প্রকার প্রমাদ বর্জ্জিত হইবেক, এবং সমাধান হইবে অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডের সাধন সমাপ্ত হইবে তৎকালে জনন মরণবর্জ্জিত যে পরম যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান আপনিই প্রতিভাত হইবেক ॥ ১১ ॥

ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রদায়িনী সাধনা বলে নচেৎ কর্ম্ম নাকরিয়া মুখেরকথায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভহইতে পারেনা, তবে যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক দিগের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে সে জ্ঞানকে যুগাম্বুরূপ ব্রহ্মজ্ঞান কহিতে হয়। অরে বৎস। যদি

ক্রিয়াকাণ্ডে ও দেব বিপ্রাদির নিন্দা পাটব এবং যথেচ্ছাচরণশীল হইয়া সর্ব্ব জাতীয়ান্ন গ্রহণ করিলেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়, তবে স্বজাতীয় শাস্ত্রেতর বিজাতীয় বিদ্যানুসেবী বহুতর বালকেরাও বেদাদি শাস্ত্রানভিজ্ঞ দেব, বিপ্রাদি প্রতি অশ্রদ্ধা এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড প্রতি অবজ্ঞা প্রদশন করিয়া থাকে তাহার দিগকেও পরম তত্ত্বজ্ঞানী না বলার কারণ কি!।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল ও সন ১২৬২ সাল এই নববৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাপত্রের ৯খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৩ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি যোড়াবাগানের ১৮।২৪ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাযন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়॥

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্য নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু-সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পরিচালিকা ও অপরিচালিকা শক্তি হইতে এই বিশ্বকার্য্যের সম্যক্ সম্পাদন হইতেছে। জগন্নাটক জগদীশ্বর গুণ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া শক্তিদ্বয় দ্বারা এই নাট্যলীলায় প্রবৃত্ত

হইয়া আশ্চর্য্য ক্রীড়া করিতেছেন। একারণ তাঁহাকে সূত্রধার বলিয়া শাস্ত্রে উক্তকরিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় নটবর, তাঁহার যে কিনাট্যকি কুহক তাহার পারদশন করিতে কেহই পারেন না।

এই পৃথিবীকে সর্ব্ব রসময়ী সর্ব্ব গুণময়ী সর্ব্ব রূপময়ী করিয়াছেন, যে সকল আশ্চর্য্য কার্য্য দশন করিয়া সকলে বিস্ময়হয়, সেইসকল আশ্চর্য্যকার্য্যের পৃথিবীই আধারভূতা হয়েন। পদার্থতত্ত্বজ্ঞহইয়া যিনিযতক্ষমতা প্রকাশ করুন না কেন কিন্তু পৃথিবীই তাঁহার কারণভূতা। যিনি যত ঐশ্বর্য্যে আবৃত হইয়া ঈশ্বরতা করুননা কেন কিন্তু সমস্ত ঐশ্বর্য্যময়ী পৃথিবীকেই মান্য করিতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বসম্পৎ করী ধরিত্রী ধরণীধরের গুণ ভাণ্ডার স্বরূপা।

নবকোটি নবতিলক্ষ নবতিসহস্র নবনবতি পদার্থের পরমাণু সমষ্টিতে পরিপূর্ণা পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীতে যে পরমাণু নাই সে পরমাণুই নহে। সর্ব্বরসময়ী পৃথিবী সমস্ত রসের অণুতে পরিপূর্ণা, কেবল আধারভেদে কালেং বিতরণ করেন। তিক্তাম্ল মধুর কষায়ক রুক্ষ লবণ, এই ছয় রস পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয়। এক তিক্ত রসকে কত প্রকারে ভেদ করিয়া নিম্ব চিরক পটোললতিকা বিম্বলতিকা হিলমোচিকা অমৃতলতিকা কণ্টকীত্যাদি আধার ভেদে প্রভেদ করিয়া তিক্তরস প্রদান করিয়াছেন রসভেদ প্রযুক্ত তত্তৎ আধারেরও সংজ্ঞাভেদ হইয়াছে। এইরূপ সৈন্ধব সামুদ্র খারী বিট্‌ যবক্ষারাদি বিশেষ বিশেষ আধারে লবণ রসের বিতরণ করিয়াছেন,। এবং তিন্তিড়ী আম্র

আম্রাতক ডহু করঞ্চ প্রভৃতিতে অম্লরসের বিতরণ করিয়াছেন, ইক্ষু খর্জ্জূর তাল লাঙ্গুলী প্রভৃতি আধার ভেদে বিশেষ করিয়া মধুর রসের বণ্টন করিয়াছেন। এবং জম্বূ শাল্মলী বকুল, বাট্যাল প্রভৃতি আধার বিশেষে কষায় রস প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ চতি লঙ্কা, গোলমরীচ প্রভৃতি রুক্ষ রসের প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন। যিনি যতই পদার্থ বিৎ হউন্ না কেন কিন্তু কোন্ আধারে কত পরিমাণে রস আছে তাহার পরিসীমা করিয়া কহিতে পারেন না, তবে এই সকল রুক্ষ রস মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। ফলিতার্থ বিশ্ব বিরচক বিশেষ বিশেষ রসাণু মাত্রকে এক পৃথিবীর রসেই বিস্তার করিয়া পরিচালিকা শক্তি দ্বারা সঞ্চালন করত বিশেষ বিশেষ আধারে আনিতেছেন, এবং অপরিচালিকা শক্তি প্রভাবে স্থিরতর করিয়া রাখিতেছেন।

এইরূপ ইক্ষু খর্জ্জূর প্রভৃতি মিষ্টরস, সৈন্ধব সামুদ্র প্রভৃতি লবণরস, জম্বূ শাল্মলী প্রভৃতি কষায় রস, তিন্তিড়ী ডহু করঞ্জ প্রভৃতি অম্লরসকে এমন প্রভেদ করিয়াছেন, যে তাহার সীমা করিয়া তুল্য দৃষ্টান্ত দিতে কেহই পারিবেন না, এবং এইরূপ, রূপ গন্ধ ধাতু সকলকেও প্রভেদ করিয়াছেন। গোলাপ জাতী যূথী মালতী মাধবী মল্লিকা পদ্ম-পাটল গন্ধরাজ নাগ পুন্নাগ নাগকেশর ভূচম্পক স্বর্ণচম্পক প্রভৃতি কুসুমাবলির আধার ভেদে নানা সুগন্ধের বিতরণ করিয়া, লশুন পলাণ্ডু অমেধ্য দুর্গন্ধাদিকেও প্রভেদ রূপে প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পৃথিবীর এক স্থলেই

মরীচ তিন্তিড়ী ইক্ষু জম্বূ গোলাপ লশুন উৎপন্ন হইতেছে এবং সকল মূলেরই একত্রে সংযোগ আছে, তথাপি তিন্তিড়ীর অম্লরস ইক্ষুতে ইক্ষুর মিষ্টরস তিন্তিড়ীতে মরীচের রস জম্বূতে জম্বূররস মরীচে, গোলাপেরগন্ধ লশুনে ও পলাণ্ডুতে পলাণ্ডু লশুনের গন্ধ গোলাপ চম্পকাদিতে সঞ্চরিত হয় না, সুতরাং রসাদির অণুগ্রহণ করিয়া আধার ভেদে রসাদিকে পরিচালিকা শক্তিই সঞ্চালন করেন স্বীকার করিতে হয়,।

এইরূপ জীবজন্তু মাত্রই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর গুণেই স্বাধিকারিক কার্য্যে নিপুণতা করিয়াথাকে একারণ স্বভাবের মান্যতা হয়। অতএব যাঁহারা স্বভাব বাদী হয়েন তাঁহারা ঐ স্বভাবের কারণ মান্য নাকরিয়া শুদ্ধ শাখাগ্র শায়ী পল্লবগ্রাহী হইয়া স্বভাবকেই মান্য করেন। যদিওস্বভাব সহজবটে কিন্তু অপরিচালিকা শক্তির ক্ষমতাতে তাহারও অন্তর হইয়া থাকে। এনিমিত্ত মনুষ্যাদির সুস্বভাব আর কুস্বভাব ইহার উভয়েরই পরিবর্ত্তন হয়। ঐপৃথিবীর সত্বাংশে উৎপন্ন সাত্বিক মনুষ্য রজোংশে রাজস তমোংশে তামস হয়, যখন রাজস তামসের সহিত সাত্বিক মনুষ্যের সংসর্গ হয় তখনই পরিচালিকা শক্তি রজস্তম অণুকে সঞ্চালন করিয়া সত্ব প্রকৃতিক মনুষ্যকে রজ স্তমগুণে অন্বিত করেন, কিন্তু সত্বাংশ অণু রাজসে কি তামসে কদাচ সংলগ্ন হয়।

প্রমাণ, যেমন স্বভাবত শুক্লবস্ত্র তাহাতে সংসর্গগুণে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের যোগ হয়, কদাপি শুক্লবস্ত্রের সংসর্গ জন্য

রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ হয় না। সেইরূপ সাত্ত্বিকের স্বভাব অনায়াসে দূষিত হয়, কিন্তু দূষিত স্বভাব সহজে সত্ত্বগুণে আপন্ন হয় না॥

ফলিতার্থ পরিচালিকা ও অপরিচালিকা এই ঐশ্বরীশক্তি দ্বয় হইতে জগৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে ঐ উভয় শক্তির কার্য্য প্রতিপন্ন হইতেছে, পরিচালিকা শক্তি পৃথিবীস্থ সমস্ত জলকে বায়ু অগ্নি সূর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া গগনান্তরালে আনয়ন করেন অপরিচালিকা শক্তি তাহার বিদ্যুতীয় অংশকে অন্তর করিয়া ঐ সমস্ত জলকে পুনঃ পৃথিবীতে প্রেরণা করেন,। এইরূপ অহরহ ঐ উভয় শক্তি সঞ্চালন ও সন্ধারণ করিয়া ঈশ্বরীয় কার্য্যের সম্পাদন করিতেছেন॥

অতএব নিশ্চিত রূপে অবধারণা হইতেছে যে পৃথিবীতে নাআছে যে পদার্থ সে পদার্থের উৎপত্তিইনাই, পৃথিবীতে যত রেণু দেখিতেছ সেসমস্ত রেণুই দৃশ্যজাত বস্তুমাত্রের উৎপাদক হয়। পার্থিব উৎপন্ন বস্তু সকল যখন রেণুভুত হইয়া পৃথিবীতলে মিলিত হয় তখন বস্তু সকলের নাশ, যখন ঘনীভুত হইয়া পিণ্ডাকারে দৃশ্যহয় তখন উৎপত্তি বলিয়া থাকে,। কার্য্যকারণ সংঘাত এতদ্বিশ্বের উপয়োগিণী উক্ত শক্তিদ্বয় হইতেই জীবেরা স্বীয়২ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কারণের অনুসন্ধান করিলে কখনই আপন২ পুরুষকারকে মান্য করিতে পারেন না। যদি কেহ এই শক্তিকার্য্যের সম্যক অনুধাবনা করিতে সক্ষম হয় তবেই তাহাকে মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে। ফলে ঐ শক্তি

কার্য্যের যোগাযোগ বিষয়ে যে যত অংশের পরিজ্ঞাতা সে তত অংশে কার্য্যে কুতূহলী হইয়া বুদ্ধিমদ্রূপে জনসমাজে খ্যাতাপন্ন হইয়াছে।

বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী যত বস্তু সকল্ বস্তুতেই মনুষ্য শরীরের যোগআছে ব্রহ্মাণ্ড পদে(পাতালাদ্ব্রহ্মালোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতং।) অর্থাৎ পাতাল অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড। ইহাতে গ্রহ নক্ষত্র বার তিথি রাশি যে কিছু কালাবয়ব দৃষ্টহইতেছে সে সমুদয়ই মনুষ্য শরীরের স্থানে স্থানে অবস্থিত আছে। কালে ২ বাহিরের ফলদৃষ্টে শরীরাভ্যন্তরেরও ফল দর্শন হয়।

পূর্ব্বে গ্রহাদিকে নরশরীরে বর্ণন করা হইয়াছে, প্রসঙ্গত বস্তুগুণ বর্ণনের মধ্যে ঋতু রাশিভেদ বর্ণন প্রস্তাবে মেষাদি দ্বাদশ রাশি বর্ণন করিতে হইল, শরীরমধ্যে যে যে স্থানে যে২ রাশির অবস্থান তাহা বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত আছে তদনুসারে বর্ণন করিতেছি,॥ যথা

শীর্ষে মুখে তথাবাহ্বৌ হৃদয়ে চোদরে ক্রমাৎ। কটৌ বস্তৌচ গুহ্যোরু জানুজঙ্ঘাঙ্ঘ্রিষু স্থিতাঃ॥ মেষাদ্যা রাশয়ো দেহে তেষাং রূপাণ্যতঃশৃণু॥

মস্তকে মুখে বাহুদ্বয়ে বক্ষস্থলে উদরে কটিতটে (১)বস্তিতে গুহ্যদেশে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে,। এই দ্বাদশ স্থানে নাড়ীরূপে মেষাদি দ্বাদশ রাশির অবস্থান॥

অর্থাৎ। ১ মস্তকে মেষরাশির। ২ মুখে বৃষরাশির। ৩

---

(১) বস্তিদেশ পদে বঙ্ক্ষণ অর্থাৎ কুচকী সন্নিহিত স্থান॥

বাহুদ্বয়ে মিথুনরাশির ৪ বক্ষস্থলে কর্কটরাশির। ৫ উদরে সিংহরাশির। ৬ কটিতটে কন্যারাশির। ৭ বস্তিদেশে তুলা রাশির ৮ গুহ্যদেশে বৃশ্চিকরাশির। ৯ উরুদেশে ধনুরাশির। ১০ জানুদ্বয়ে মকররাশির। ১১ জঙ্ঘে কুম্ভরাশির। ১২ পাদদ্বয়ে মীনরাশির স্থান হয়, তাহারদিগের বর্ণ। যথা

অরুণসিত হরিত পাটল পাণ্ডু বিচিত্রাঃ সিতেতর পিশঙ্গৌ। পিঙ্গল কর্ব্বুর বভ্রুক মলিনা রুচয়োর্যথাসংখ্যং ॥

(২) অরুণ সিত হরিত পাটল পাণ্ডু বিচিত্র সিতেতর পিশঙ্গ পিঙ্গল কর্ব্বূর বভ্রু মলিন এই দ্বাদশবর্ণ দ্বাদশরাশির হয়। অর্থাৎ মেষের অরুণবর্ণ। বৃষের শ্বেতবর্ণ। মিথুন হরিত বর্ণ। কর্কট পাটলবর্ণ। সিংহ পাণ্ডুবর্ণ। কন্যা বিচিত্রবর্ণ তুলা কৃষ্ণবর্ণ। বৃশ্চিক পিশঙ্গবর্ণ। ধনু পিঙ্গলবর্ণ। মকর কর্ব্বুরবর্ণ। কুম্ভ বভ্রুবর্ণ মীন মলিনবর্ণ ॥

সপাদ নক্ষত্র দ্বয়ে এক এক রাশির নিরূপণ তদনুসারে শরীরে নক্ষত্র সংস্থাবর্ণিত হইয়াছে,। যথা

মূর্দ্ধ্নি ভ্রুযুগলে চাক্ষ্ণোঃ কর্ণয়োর্নসি গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠয়োর্দন্তপংক্তৌচজিহ্বায়াং

(২) অরুণ রক্ত। সিত শ্বেত। হরিত শ্যামল পাটল শ্বেতরক্ত অর্থাৎ যাহাকে গোলাপীবর্ণ বলে। পাণ্ডু ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত। বিচিত্র নানাবর্ণ মিশ্রিত। সিতেতর কৃষ্ণ। পিশঙ্গ নীলপীত মিশ্র। পিঙ্গল ঈষৎ কৃষ্ণ মিশ্রিত রক্তবর্ণ। কর্ব্বুর কৃষ্ণ পিঙ্গল অর্থাৎ রক্ত কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত। বভ্রু কপিলবর্ণ। পীতবর্ণে মিশ্রিত রক্তবর্ণ। মলিন ধূষর অর্থাৎ ধূম্রবর্ণ ॥

গ্রীবমূলকে। স্তনদ্বন্দ্বে তথাবক্ষঃপার্শ্বয়ো
র্নাভিদেশকে। নিতম্বেচ তথাপৃষ্ঠে
গুহ্যেচ পাদয়োঃ পুনঃ। পাদমেকং
দ্বিনক্ষত্রং রাশীনাং পরিণামকৃৎ॥

বিশ্বসারং।

মস্তকে অশ্বিনী। ভ্রূ যুগলে ভরণী কৃত্তিকা। চক্ষুদ্বয়ে রোহিণী মৃগশিরা। কর্ণদ্বয়ে আদ্রা। পুনর্ব্বসু। নাসিকাদ্বয়ে পুষ্যা অশ্লেষা। গণ্ডদ্বয়ে মঘা পূর্ব্বফল্গুনী। অধরওষ্ঠে উত্তর ফল্গুনী হস্তা। দন্তপংক্তি দ্বয়ে চিত্রা স্বাতী। জিহ্বাতে বিশাখা। গলমূলে অনুরাধা। স্তনদ্বয়ে জ্যেষ্ঠা মূলা। বক্ষ স্থলে পূর্ব্বাষাঢ়া। উভয়পার্শ্বে উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা। নাভি দেশে অভিজিৎ। নিতম্বদ্বয়ে ধনিষ্ঠা শতভিষা। পৃষ্ঠে পূর্ব্ব ভাদ্রপদ। গুহ্যে উত্তরভাদ্রপদ। পাদদ্বয়ে রেবতী। এক পাদ দুই নক্ষত্রে পরিণামে রাশির অবয়ব হইয়াছে। এই রাশির সংজ্ঞাভেদে মাস বলাযায় প্রত্যেক দুই দুই মাসে এক২ ঋতু মানবশরীরে অবস্থিত আছে। মস্তকে এবং পাদ দ্বয়ে বসন্ত। মুখে বাহুদ্বয়ে গ্রীষ্ম। বক্ষস্থলে উদরে বর্ষা। কটিতে ও বস্তিতে শরৎ। গুহ্যে উরুতে হেমন্ত। জানুদ্বয়ে ও জঙ্ঘে শিশির। বক্ষ উদর কটি বস্তি গুহ্য উরু এই ছয় অঙ্গে দক্ষিণায়ণ ইহার অধিষ্ঠাতা চন্দ্র। জানু জঙ্ঘা পাদ মস্তক মুখ বাহু এই ছয় অঙ্গে উত্তরায়ণ ইহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্য। যথা।

তুষারং বর্ষতেচন্দ্রো রবিঃশুষ্যতি সর্ব্বদা।
সংযোগেণ স্থিতঃ প্রাণো বিয়োগে

মরণং ভবেৎ ॥ নির্ব্বাণতন্ত্রে।

চন্দ্র হিমবর্ষণ করেন সূর্য্য সেই হিমকে শোষণ করিয়া জগদ্রক্ষা করেন,। এই চন্দ্র সূর্য্যের সংযোগে প্রাণথাকেন বিচ্ছেদ হইলে মৃত্যুহয়। অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে চন্দ্র সান্নিধ্য প্রযুক্ত যেমন হিম বর্ষণ করিয়া জগৎকে আর্দ্রীভূত করেন সেইরূপ সূর্য্যও উত্তরায়ণে প্রচণ্ড কিরণদ্বারা হিমাপকর্ষণ করতঃ জগৎকে শুষ্ক করেন এই উভয় সংযোগে বায়ু জগৎ রক্ষা করেন সূর্য্যের সংযোগাভাব হইলেই জগত বিনাশ হয়॥

অস্মদাদির দেশজাত কি আঢ্যতর কি মধ্যম গৃহস্থ অথবা দরিদ্র সকলেই রাজপুরুষ দিগের স্বভাব দর্শন করিয়া সশঙ্কিত হইতেছেন, এবং সুপুণ্যস্থান ভারতবর্ষও নিরন্তর বেপমান হইয়াছে। রাজপুরুষেরা এককালীন বৈদিক ধর্ম্ম বিলোপেরই উদ্যম করিয়াছেন,। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এতদ্দেশের সম্ভ্রান্ত ভাগ্যবন্ত জনেরা সম্ভ্রম রাখিতে নিরুদ্যম হইয়া নিরতিশয় চিন্তার্ণবে নিমজ্জমান্ হইতেছেন।

এক্ষণে রাজপুরুষগণে হিন্দু প্রজা গণকে যেরূপ উদ্বেজিত করিতে কৌশলে বল প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে সুধন্য জনগণে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষাকরিতে পারেন এমন উপায় দেখিনা। নিরন্তর অপকৃষ্ট কদর্য্যশীল অসদাচারী জনেরই রাজপুরুষ দিগের নিকট সম্মান লাভ হইতেছে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মশীল দেবপিতৃভক্ত সদাচার পরায়ণ তাঁহারাই অসৎমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। হা, কলিকাল তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য ধন্য ধন্য শতবার ধন্যবাদ

দিই। যথা (ভবিষ্যন্ত্যুত্তমা হীনাহীনা উত্তমতাং গতাইতি) ভবিষ্যৎ বক্তারা কহিয়াছেন যে কলিযুগে উত্তমেরা হীনের ন্যায় অপমানিত হইবেন হীনব্যক্তিরাই উত্তমের ন্যায় মান্য হইবে। এই যে পুরাণ বাক্য তাহা বর্ত্তমান্ কালে সফল হইতেছে। অতএব কালই ধন্য ॥

নত্তবা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহ দিবার কথায় যে সম্মত হয় সেই ব্যক্তিই মহদ্রূপে রাজপুরুষ দিগের নিকট মান্য হইতে পারে? । অর্থাৎ যাঁহারা বিধবা বিবাহ দেওয়ার পক্ষে অনুকূল তাঁহাদিগকেই রাজ পুরুষেরা মহৎ বলিয়া জানাইতেছেন, যাঁহারা বিধবা বিবাহের প্রতিকূল পক্ষ তাঁহারা মান্যবংশ প্রসূত হইলেও তাঁহারদিগকে রাজ পুরুষেরা অমহৎ কহিয়া থাকেন। এমতে এদেশের হাড়ি ডম চণ্ডাল ডুলে মালা তিওর কেওরা বাগদী বিন্দু বড়ুই ভোট গার সাঁওতাল বাউরি কোল ভিল প্রভৃতি সকল জাতিইউত্তমরূপ মহৎএবংরাজপুরুষদিগের দ্বারা মাননীয় হইয়া উঠিল। কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সৎশূদ্র কায়স্থ বৈদ্য বণিক্ প্রভৃতি জাতি মাত্রই বিধবা বিবাহে প্রতিকূল বলিয়া রাজপুরুষেরা অধমের মধ্যে গণ্য করিয়া তুলিলেন, ইহাতে কলিযুগকেই ধন্যকহিতে হয়।

রাজপুরুষেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সদাচারি হিন্দু প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে থাকিতে দিবেন না, ইহাঁরা এমনি অপক্ষপাতী বিচারক হইয়াছেন যে স্বধর্ম্মচ্যুত হিন্দুসন্তান দিগকে দেখিলেই মহা সমাদরকরিয়া বাহ্যে সৌহার্দ্দ্য দর্শন করানকলেমনেমনেযাহাথাকুক তাহা তাঁহারাই জানেন ॥

ইহা আমরা স্ব মনঃ কল্পিত যুক্তি করিয়া কহিনাই রাজ

পুরুষদিগের কৃত আইনের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই কহিতে ছি। কৌন্‌সেলের স্বাক্ষরকারী সাহেবেরা কহেন যে হিন্দু বিধবা বিবাহের অনুকূলে (৫১৯২) জন স্বাক্ষর করিয়া ছেন, প্রতিকূলে, (৫৫৭৪৬) জন স্বাক্ষর করিয়াছেন, করুন্ কিন্তু প্রতিকূল পক্ষাপেক্ষা অনুকূল পক্ষের অল্পসংখ্যা হইলেও আমরা এই পক্ষকেই গ্রহণ করিলাম যেহেতু ইহারা অতি মহৎ ॥

যেখানে এইরূপ রাজপুরুষেরা অন্যায় বিচার করিয়া বৈদিকধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া ছেন সেখানে সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহাশয়দিগের আর জাতি কুল মান ধর্ম্মাদি কিরূপে রক্ষাহইতে পারে?। রাজপুরুষদিগের এরূপ উক্তি ইংলিষ লা, ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, এতদুভয় বিরোধিনী হয়। কেননা, ইংলণ্ডীয়দিগের এই প্রথা চিরপ্রচলিত আছে যে পক্ষে অধিক সেইপক্ষই মান্য উভয় পক্ষ সমান্ হইলে ন্যায্য বিচার করিতে হয়, হিন্দুশাস্ত্রেও এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, ॥ যথা

বিরোধোযত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং।
তুল্য প্রামাণিকত্বেতু ন্যায় এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যেস্থলে বাক্য সমুদয়ের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে যে পক্ষ অধিক তাহাই প্রামাণ্য হয়। যদিস্যাৎ উভয়পক্ষ সমান হয় তবে ন্যায় যুক্তি দ্বারা প্রামাণ্য করিতে হইবে। বিধবা বিবাহ পক্ষে ইহার বিপরীত করিতেছেন, সুতরাং রাজপুরুষদিগের পক্ষে আক্ষেপ করিয়া কহিতে পারাযায় যে অন্যায় বিচার করিয়াছেন, ইহাতে ভাসমান এই হইতেছে যে শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে অবসন্ন করিবার কারণ

রাজ পুরুষেরা সম্যক্ রূপে যত্ন পরায়ণ হইয়াছেন। যে স্থলে এরূপ অবিচার সে স্থলে রাজার নিকট এতদ্বিষয়ের আবেদন করাই অনুচিত। কেননা, যেব্যক্তি প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত উদ্যতাযুধ হয় তাহার গৃহ প্রবেশ করিলে কি রূপে প্রাণরক্ষা হইতে পারে, যদিও কেহকেহ এমত বিবেচনা করিতেছেন, যে এস্থলে অবিচার হইলে স্থানান্তরে রাজসভায় আবেদন করিব, সে আশা আশামাত্র তাহাতে যে কিছু ফলদর্শিবে এমত অনুমান হয়না, যেহেতু সেখানে যে সকল রাজপুরুষেরা আছেন তাঁহারাও অত্রত্য রাজপুরুষদিগের অবাধ্য নহেন। বিশেষতঃ যাঁহারদিগের দেশের প্রচলিত প্রথা বিধবা বিবাহ তুর্য্যরহে, তাঁহারা যে বিধবা বিবাহের প্রতিপক্ষের কথাকে আদর করিবেন এমত অনুভবও হয়না, তবে স্বরূপবাদী যদিকেহ থাকেন তিনি সদসৎ কার্য্যের বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু সে বিচার তাঁহার বিচারস্থলে বক্তৃতাতেই থাকিবেক ফল দর্শিবেনা, যেহেতু আপনারা হীন হইয়া প্রজাকে উত্তম করিয়া রাখিবেন না, এখানকার রাজপুরুষেরা নিতান্তই সংকল্প করিয়াছেন যে যাহাতে হিন্দুজাতির মুলোচ্ছিন্ন হইতেপারে তাহাই করিব॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়॥

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ আষাঢ় শুক্রবার

সন্দেহ নিরসন।

ভাক্তজ্ঞানির প্রশ্ন। "হে গোস্বামিন্। আমারদিগের ব্রহ্মসভার সভ্য মহাশয়েরা নিশ্চয় করিয়াছেন, যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আধুনিক লোক দিগের কল্পিত, বেদ বেদান্তে ইহার বিচার করিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর সৃষ্ট মনুষ্য মাত্রেই একজাতি, নিরর্থ উত্তমাধম জাতি কল্পনা করিয়া অভিমান বৃদ্ধিকরায় পরমার্থ হানিকরা মাত্র হয়।"।

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্। পরমেশ্বরের নিয়ম জ্ঞানের নাম বেদ, সুতরাং ঈশ্বরের নিয়মাজ্ঞা রূপে

বেদকে নিত্যবলিয়া স্বীকারকরা যায়। যেহেতু ঈশ্বর ও ঈশ্বরের আজ্ঞা উভয়ই সমান রূপ মান্য হয়। এই বিশ্ব সংসার যখন অব্যাকৃত রূপে বীজাঙ্কুর বৎ ঈশ্বর শরীরে লীন ছিল, তখন একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন, তিনি অনন্ত অপরিমিত অবাঙ্মনসো-গোচর অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ক্ষয়োদয় রহিত নির্ব্বিকার নিরীহ নিরঞ্জন নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব। যথা

আত্মা বা ইদমগ্রআসীৎ নান্যং কিঞ্চন মিষতইতি। শ্রুতিঃ।

আত্মাই সকলের অগ্রেছিলেন তদ্ভিন্ন কিছুমাত্র ছিলনা। তথাহি স একাকী নরমেত ইতি। শ্রুতিঃ।

সেইআত্মা আপনি একাথাকিতে সুখী না হইবাতে কামনা করিয়াছিলেন। যথা

সোহকাময়ত অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। শ্রুতিঃ।

সেই পরমাত্মা মানস করিলেন যে আমি অনেক রূপ হইয়া জন্মিব॥

সত্য সংকল্প পরমেশ্বর ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত বিশ্বের সহিত বিশ্বাপনীয় পৌরুষরূপে প্রকাশমান হইলেন। সেই শরীরেই সূক্ষ্মরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সন্নিষণ্ণ ছিল। যথা (সিসৃক্ষুরাদৌ ভগবান্ নির্গুণঃ সগুণোভবেৎ।) ইতিস্মৃতিঃ সৃষ্টিলীলা প্রকাশেচ্ছু ভগবান্ নির্গুণ হইয়াও সৃষ্টির আদিতে সগুণ হয়েন। সেই সগুণ রূপ তাঁহার যাদৃশ হয়, তাহা শ্রুতিতে কহিয়াছেন। যথা

সদেব সৌম্যেদ মগ্রআসীৎ স পুরুষ বিধ ইতি। শ্রুতিঃ।

সন্মাত্র আত্মা পুরুষবিধ রূপে অগ্রে ছিলেন, পুরুষাকার বিশিষ্ট আত্মাছিলেন ইহা শঙ্করাচার্য্যও কহিয়াছেন যথা বৃহদারণ্যক শ্রুতি ভাষ্যে। (সচ পুরুষ বিধঃ শিরঃ পাণ্যা দ্যবয়ব বিশিষ্টঃ।) পুরুষ বিধ আত্মা বলাতে যদি কেহ এমত অর্থ করেন্ যে পুরীশায়ী পুরুষ, অর্থাৎ শরীরের নাম পুরী তাহাতে যিনি বাসকরেন তাহার নাম পুরুষ ইত্যর্থে আত্মাকেই পুরুষ বলাগেল। এই শঙ্কার নিরাস করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন যে মস্তক ও হস্ত পাদাদি অবয়ব বিশিষ্ট মনুষ্যাকারে আত্মা ছিলেন। ইহা স্বীকার না করিলে আত্মা পুরুষবিধ বলাতে পৌনরুক্তি দোষ হয়, কেননা আত্মাবলাতেই পুরুষ বুঝাইল, সুতরাং পুনর্ব্বার পুরুষ বলার বৈফল্যহয়, এস্থানে পুরুষ আত্মা বলাতে মনুষ্যাকার আত্মাকে বলা হইয়াছে। সেই আত্মা শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রোৎপাদক হয়েন। তদর্থে বেদান্তে উক্ত করিয়াছেন। সেই অনাদি নিধন পরমপুরুষ সৃষ্টি লীলা প্রকাশের জন্য নিজেচ্ছায় স্ব নাভিকমলে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু সর্ব্বজগতের বিধাতা ব্রহ্মা তৎকালে সৃষ্টি করিতে নিরুপায় হইয়া মূকবৎ থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে ঐ পরমপুরুষ ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যের প্রকাশ হেতুক আত্মনিয়ম জ্ঞান স্বরূপ যে বেদ, তাহা ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করেন। যথা

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ

বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ৷ ইতি
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেন এবং যিনি উৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ সকল প্রদান করেন তিনিই পুরুষ ইত্যর্থে শাস্ত্রযোনি ভগবান্ ব্রহ্মার বিশুদ্ধচিত্তে স্বলক্ষণা বেদস্মৃতি প্রদান করাতে ব্রহ্মা সেই বেদদৃষ্টে ভগবদাজ্ঞানুসারে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধেও কহিয়াছেন, যথা

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিংহৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ সমেঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতাং।

পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থাতে প্রসুপ্ত ব্রহ্মার প্রতি বোধার্থে তাঁহার হৃদয়ে স্বলক্ষণা বেদ স্মৃতিকে যিনি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই সকল ঋষির শ্রেষ্ঠ। সেই বেদবেদ্য পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন্॥

এই ঋষি শব্দে মুনি বিশেষ নহেন যিনি একোগম্য পরমেশ্বর তিনিই ঋষিপদের বাচ্য হয়েন। সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রদান করেন, ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরের নিয়মাজ্ঞানুসারে নিয়মিত সৃষ্টিকার্য্যের প্রকাশ করিয়াছিলেন উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজাদি চত্তুর্বিধা প্রজা সৃষ্টি করতঃ রীতি নীতি ব্যবহারাদি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী পূর্ব্বক জাতি বৃত্তি বর্ণাশ্রম আচারাদি বেদাজ্ঞানুসারে সৃষ্টি

করিয়া সমস্ত প্রজাপেক্ষা মনুষ্য জাতিকেই শ্রেষ্ঠরূপে আত্ম সদৃশজ্ঞান ক্ষমতা প্রদানকরতঃপশ্বাদি সমস্তপ্রজার উপর কর্তৃত্ব করিতে ভারার্পণ করিয়াছেন। ঐ মনুষ্য জাতিকে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রূপে চারিভাগে বিভক্ত করেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি উত্তরোত্তর অপকৃষ্টহয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় অপকৃষ্ট, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য অপ কৃষ্ট, বৈশ্যাপেক্ষা শূদ্র অপকৃষ্ট হয়। এই চারিবর্ণের অন্তঃ পাতি বর্ণসঙ্কর নানা জাতি হইয়াছে। অর্থাৎ এ সকলই ঈশ্বরাজ্ঞা যে বেদ বেদানুসারেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টহয়। ঐ সঙ্করজাতির মধ্যে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র অন্ত্যজ নীচযবন ম্লেচ্ছাদি সমস্ত জাতিই শূদ্রবলিয়া খ্যাত। ইহা বেদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে। যথা

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহবঃ ক্ষত্রিয়
ঊর্ব্বো বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত
ইতি শ্রুতিঃ

“ব্রহ্মার মুখে হইতে ব্রাহ্মণ বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য পদদ্বয় হইতে শূদ্র এই চারিজাতির সৃষ্টি হয়। যদি পরমেশ্বর হইতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রূপে চারি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বেদে প্রমাণ হইল তবে তত্ত্ববো ধিনী প্রকাশকেরা সকল জাতি এক বলিয়া যে বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, সেই যুক্তি বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানু সারিণী নহে। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষাহইতে পারেনা। বেদবাহ্য যবন ম্লেচ্ছাদি জাতিরন্যায় আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী দিগকে এক জ্ঞানীজাতি কহিতে হয়॥

অজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল যদি চারিজাতিই এক ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করাযায়, তবে একের সন্তান হইয়া উত্ত মাধম জাতি কেন হইল। এবং ব্রাহ্মণাদিরই বা বেদে অধিকার হইল শূদ্রাদিরই বা বেদ পাঠাদিতে অধিকার কেন না হইল। আমারদিগের যুক্তিতে যখন শূদ্রজাতিকেও ব্রহ্মার সন্তান বেদে বলেন, তখন বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নেও তদুদিত কর্ম্ম করণে সর্ব্বদাই শূদ্রের অধিকার আছে। এবং এই যুক্তিতেই ব্রহ্মসভায় সকল জাতিমাত্রই সমবেত হইয়া বেদপাঠ করিয়া থাকেন,॥

পরমহংসের উত্তর। সামান্য জ্ঞানবান্‌দিগের এ যুক্তিকে যুক্তবোধ হইতে পারে, কিন্তু বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌দিগের কদাপি গ্রাহ্যহয় না। অচিন্ত্যশক্তিক পরমেশ্বর যখন উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রূপে সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাবশেই উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রূপে জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তাঁহার উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সৃষ্টি করণেরইচ্ছা নাহইত তবে তিনি একরূপে সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিতেন না। অতএব তাঁহার সংকল্পানুসারেই সকল জাতি সৃষ্টি হইয়াছে বিশেষ কৌশলকারী ভগবান্ সৃষ্টিলীলা দর্শনেচ্ছু হইয়া নানাবৃত্তি নানা ব্যবহার নানা আকার নানা ধর্ম্ম নানা প্রথার অনুগামী করিয়া প্রজা সকলকে বিশ্বরাজ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির পৃথক্ ২ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে বেদান্ত মধ্যে শূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে ও ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে বলেন সে অসৎ। তাঁহারদিগের এবিষয়ে যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছে তাহা বেদান্তে দৃষ্টিপাত করিলেই শান্তি হইতে পারে, বেদে কি বেদান্তে কি স্মৃতিতে বা পুরাণাদিতে

কোন শাস্ত্রেই বেদাধ্যয়ন করিতে শূদ্রপ্রতি অনুশাসন করেন নাই, তাহার প্রমাণার্থে বেদান্তসূত্র ও শাঙ্করী ভাষ্যের সহিত প্রকাশ করিয়া কহিতেছি, কিন্তু ইহাতেও এমত আশঙ্কা হয় যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা শারীরিক সূত্র ও শঙ্কর কৃত শারীরিক ভাষ্য দেখিয়াছেন, তথাপি যে বেদান্তমতে স্ত্রী শূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে অধিকার আছে বলেন, সে কোন বেদান্ত ও কোন শাঙ্করীভাষ্যের মত ইহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। যেহেতু জাতিধর্ম্ম উচ্ছেদের বিষয়ে এ বেদান্তে অনুশাসন করেন নাই। যথা

শুগস্য তদনাদর শ্রবণাত্তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতে। ৩৪॥ বেদান্ত ।১অং

যথা মনুষ্যাধিকার নিয়ম নপোদ্য দেবাদীনা মপি বিদ্যা দিকার উক্তঃ। তথৈব দ্বিজাত্যধিকার নিয়মাপ বাদেন শূদ্রস্যাধিকার স্যাদিত্যেতা মাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িত্তু মিদমধিকরণ মারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎ প্রাপ্তং। অর্থিত্ব সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবকৢপ্ত ইতি বৎ শূদ্রো বিদ্যায়া মনবকৢপ্ত ইতি। নিষেধা শ্রবণাৎ ॥৩৪॥ শাঙ্করীভাষ্যং। ৩ পাদঃ

যদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানে দেবতাদিগের অধিকার আছে, এই বেদোক্তিমতে মনুষ্যাদিরাও তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল। যদ্রূপ দ্বিজাতিদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এতদুক্তিমত শূদ্রাদিরও ব্রহ্ম বিদ্যাধিকার হউক্ এমত আশঙ্কার নিবারণ জন্য অধিকার বিষয়ের বিচার করিতে আরম্ভ করিলাম।

যদি এমত বল যে ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়নে যত্নবান্ এবং ব্যুৎপন্ন সংস্কারবান অধ্যয়ন সামর্থ্য যাহার আছে, সেই

শূদ্রের বেদাধ্যয়নাধিকার না হইবার কারণ কি?। উত্তর ব্রহ্মজ্ঞানে দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রাদির বেদাক্ষরা বর্ত্তন সামর্থ্য থাকিলেও অধিকার হয় না। যে হেতু বেদে নিষেধ আছে সুতরাং অনধিকার প্রযুক্ত তজ্জ্ঞানেচ্ছা অসতী এবং তৎ সামর্থ্যও অসৎ হয়। কেননা অক্ষরাবৃত্তি করণ সামর্থ্যকে সামর্থ্য বলেনা অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন স্বংস্কারবান্ হইলেই যে বেদাধ্যয়ন করিবে এমতনহে, ইহাকে লৌকিক সামর্থ্য বলে, ফলিতার্থ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছার প্রতি শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহাকে অধিকারী কহিয়াছেন সেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী হয়,। বলপূর্ব্বক শাস্ত্রাতিক্রম করিয়া অনধিকারী ব্যক্তি যদি অধিকার করে তবে তাহার অনিষ্ট হয়, অধিকার করা থাকুক্ অধিকার করণেচ্ছু হইলেও নরক হয়॥

যদিবল পৌত্রায়ণ বিদুর ধর্ম্মব্যাধাদিরা শূদ্রযোনি প্রভব হইয়াও বিশিষ্টরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে সম্পন্ন ছিলেন। ইহা বেদ প্রমাণে প্রতীয়মান্ হইতেছে। উত্তর। পুত্রায়ণের পুত্র পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় তিনি শূদ্রজাতি ছিলেন না। শুদ্ধ পর মাত্র তত্ত্বজ্ঞানে হীন ছিলেন একারণ শোক করিয়াছিলেন এনিমিত্ত তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করেন ফলে তিনি শূদ্র নহেন। যথা (শুগুৎপেদে সূচ্যতে দ্রবণাৎ শূদ্র ইতি।) (শু) শব্দে শোক (দ্র) শব্দে দ্রবণ অতএব শূদ্র, অর্থাৎ শোকে ধাবমান হইয়াছিলেন একারণ তাঁহার আখ্যামাত্র শূদ্র। যেমন চেদিরাজা (দমঘোষ) ক্ষত্রিয় ঘোষজাতি নহে। আপাততঃ শ্রবণে ঘোষজাতি বুঝায় কিন্তু কারণ দেখিলে ক্ষত্রিয় হইয়াও ঘোষপদের বাচ্য ছিলেন। সেইরূপ

পৌত্রায়ণও ক্ষত্রিয় হইয়া শোক কারণ শূদ্র পদের বাচ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারছিল।

যদি এরূপ কহ যে যজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্যে অনবকৢপ্ত শূদ্র বিদ্যাবিষয়েও যে অনবকৢপ্ত এমত নিষেধ শ্রবণ হয় না। অর্থাৎ যজ্ঞ কর্ম্মের নিষেধে বিদ্যাধ্যয়ন নিষেধ হইতে পারে না। উত্তর। যজ্ঞাদি কর্ম্মে যাহার অনধিকার বিদ্যাধ্যয়নেও তাহার অনধিকার হয় বেদে অনুশাসন করিয়াছেন। বিদুরাদির শূদ্রযোনিত্ব প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিলনা কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীছিলেন। ইহা মহাভারতে প্রমাণ অছে, ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞানোপদেশ করিবার সময় বিদুর কহিয়াছিলেন যে মহারাজ আমি শূদ্রযোনি আমার বেদে অধিকারনাই অতঃপর তোমাকে সঞ্জয় জ্ঞানোপদেশ করিবেন॥

নশূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ ॥

অধীতো বেদোহি বিদিত বেদার্থ বেদেষ্বধিক্রিয়তে নচ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়ন মস্তি ॥৩৫॥ শাঙ্করীভাষ্যং। ৩। পাদঃ।

বেদাধ্যয়নে অনধিকার প্রযুক্ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারেরও নিষেধ হইয়াছে। বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণাদিরই বেদার্থ জ্ঞানে অধিকার হয়। যেহেতু উপনয়ন ব্যতীত বেদে অধিকার হয়না, উপনয়ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বিষয়, সুতরাং উপনয়নাভাব প্রযুক্ত শূদ্রাদির ব্রহ্মজ্ঞানেরও অভাবহয়। ৩৫

সংস্কারপরমর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ।৩৬।

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ যদ্বিদ্যা প্রদেশে ষু পনয়নাদয়ঃ। সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে ॥ ৩৬॥ শাঙ্করীভাষ্যং।৩। পাদঃ

শূদ্রের সংস্কারের অভাব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কেননা সংস্কার না হইলে দ্বিজাতি সংজ্ঞা হয় না। যথা (সংস্কারৈ

র্দ্বিজোচ্যতে।) সুতরাং সংস্কারাভাবে শূদ্রের একজাতি সংজ্ঞাহয়। একারণ শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই এবং বেদোদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অকরণেও পাপনাই। যথা (নশূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কার মর্হতি ইতি স্মৃতিঃ।) শূদ্রের সংস্কারও নাই সংস্কারাভাব প্রযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অকরণেও পাপ নাই শুদ্ধ দ্বিজ সেবাতেই শূদ্রের উত্তমাগতি হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।৩৮।

বেদান্তং

ইতশ্চ নশূদ্রস্যাধিকারঃ যদস্যস্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণ প্রতিষেধো বেদাধ্যয়ন প্রতিষেধ স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্য মিতি। অতএবাধ্যয়ন প্রতিষেধঃ। যস্য হি সমীপে নাধ্যেতব্যস্তবতি সকথং শ্রুতি মধীয়ীত। ভবতি চ উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ ধারণে শরীর ভেদ ইতি। অতএব চার্থাদর্থ জ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি চ নশূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি। দ্বিজাতীনা মধ্যয়ন মিজ্যা দান মিতি ॥ শাঙ্করীভাষ্যং ॥

বেদশ্রবণ বেদাধ্যয়ন বেদার্থধারণা অর্থাৎ জ্ঞান ও অনুষ্ঠান শূদ্রের সর্ব্বদা নিষেধ। সুতরাং যাহার বেদাধ্যয়ন করা নিষেধ হইল তাহার বেদোদিত অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানানুষ্ঠান করিতে অধিকার হয় না। একারণ শূদ্র সমীপে বেদাধ্যয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহার সমীপে বেদাধ্যয়ন নিষেধ হইল সেব্যক্তি স্বয়ং বেদাধ্যয়ন কিরূপে করিতেপারে। বরং (নশূদ্রায় মতিং দদ্যা দিত্যাদি) শূদ্রকে বেদ দিবেনা বলিয়া কঠিনরূপে শাসন করিয়াছেন

বেদোচ্চারণে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ বেদার্থ ধারণা অর্থাৎ জ্ঞানানুষ্ঠান করণে দেহভেদ করিবেক ॥

এই বেদাজ্ঞানুসারে বেদার্থ জ্ঞানানুষ্ঠান করণ প্রযুক্ত সম্বূকনামে শূদ্রকে শ্রীরামচন্দ্র বিনাশ করিয়াছিলেন ইহা রামায়ণের আখ্যায়িকাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং শূদ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান কদাচ দেয় নহে। দ্বিজাতিদিগের বেদাধ্যয়ন যজ্ঞদানাদি প্রসিদ্ধ ॥

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাস পুরাণাগমে চাতুর্বর্ণাধিকার স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণা মিতিস্থিতং।০। যেসাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কার বশাৎ বিদুর ধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি স্তেষাং নশক্যতে ফলপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ ॥ শাঙ্করীভাষ্যং ॥

ইতিহাস পুরাণ আগমাদির শ্রবণে শূদ্রের সর্ব্বদা অধিকার আছে। কিন্তু বেদপূর্ব্বক শাস্ত্রাদিশ্রবণে শূদ্রের অধিকার নাই। যদিবল বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির যে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল তাহার কারণ কি?। উত্তর জ্ঞানের ঐকান্তিক ফল প্রযুক্ত পূর্ব্ব সংস্কারবশে দাসীপুত্র বিদুরের এবং মিথিলাবাসী তুলাধার নামে ধর্ম্মব্যাধের জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল তাহার নিবারণ কে করিতে পারে অর্থাৎ বিদুর বক্ষ্যমাণ দেহে শূদ্র বটেন কিন্তু তিনি পূর্ব্বে প্রজা সংযমন কর্ত্তা যম ছিলেন, শুদ্ধ মাণ্ডব্য মুনির শাঁপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারবশে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল তথাপি বিদ্যমান শূদ্রদেহে বেদার্থ ধারণা বা অধ্যয়ন করেন নাই। তুলাধার ব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন ব্রহ্মশাঁপ কারণে চণ্ডালত্ব হয়, এবং বিদ্যমান শরীরে

পিতৃ মাতৃ ভক্তি প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বের অভ্যস্তবিদ্যার স্মরণ হইয়াছিল॥

অতএব অরেবৎস, ইহা তোমার অবশ্য বিবেচ্য বটে যে বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ জাতি বিচার আচার অধিকারী অনধিকারীর বিচার থাকাতেও যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মান্য নাকরে তাহারদিগেকে উৎশাস্ত্রবর্ত্তী নাস্তিক ব্যতীত আস্তিকপদে গণ্যকরা যাইতেপারে কি না ?। কলিতার্থ বেদাক্ষরের আবৃত্তিতে অধিকার প্রায় অনেকের আছে কিন্তু তাহাতে শুভফল কি অশুভফল হয ইহার বিচার পর কালে হইবেক, যাহারা পরকাল মান্য না করে তাহারা শাস্ত্রবাক্যের অতিক্রম করিয়া চলিতে শঙ্কা কখনই করেনা।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের যে অভিপ্রায় সে অভিপ্রায়ের সহিত শাস্ত্রাভিপ্রায়ের কোন ক্রমেই ঐক্য হয় না। ইহাঁরা শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাশ করিয়া সকলকে ম্লেচ্ছবৎ একবর্ণ করিবার নিমিত্ত নিয়তই যত্ন করিতেছেন। নচেৎ কোন সাহসে এরূপ লিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে "এক্ষণে আমারদিগের এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই। যাহাতে দেশের নিয়ম নাই কালের নিয়ম নাই বর্ণের নিয়ম নাই স্ত্রীপুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই,,। ইত্যাদি বাক্যে কোন্ ধর্ম্মিষ্ঠ তাঁহারদিগকে বেদান্ত ধর্ম্মী বলিয়া গ্রহণ করিবেক?। অর্থাৎ যাঁহারদিগের বেদের প্রতি দৃষ্টিআছে তাঁহারা কোনক্রমেই তত্ত্ববোধিনী প্রকাশদিগকে বৈদিক জাতিরমধ্যে গণ্য করিবেন না।

অদ্যবাসরীয়াসনাপ্ত।।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৬ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩২ আষাঢ় সোমবার

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

চন্দ্রস্থিতি।

মেরুপৃষ্ঠেস্থিতশ্চন্দ্রোদ্বিরষ্টকলয়ান্বিতঃ।
অহর্নিশং তুষারাভাং ধারাং বর্ষত্যধো
মুখঃ। সুধাংশু বিবিধশ্রাবী পীযূষবিন্দু

রেবচ। বিন্দুরত্নস্য মধ্যেন দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ তত্ত্বসারে।

সুমেরুপৃষ্ঠে ষোড়শ কলাতে পরিপূর্ণ চন্দ্রের অবস্থিতি, সেইচন্দ্র অধোমুখে দিবারাত্রি হিমধারা বর্ষণ করেন এবং বিবিধ সুধাশ্রাবী চন্দ্র মধ্যে২ অমৃত বিন্দুরও বর্ষণ করেন, সেই বিন্দুমধ্য হইতে দেহীর দেহসিদ্ধি হয়॥

অর্থাৎ যদ্রূপ বহিঃস্থ চন্দ্র সুমেরুর ঊর্দ্ধভাগে স্থিতিকরিয়া ষোড়শকলায় পূর্ণ দিবারাত্রি নীহার বর্ষণে জগৎকে শীতল করেন এবং তুষারমধ্যে অমৃতশ্রাব করিয়া শস্যোৎপাদন করতঃ দেহীদিগের দেহযাত্রা নিস্পত্তি করিতেছেন অর্থাৎ বিনাশস্যে জীবের জীবনধারণ হয় না। তদ্রূপ মনুষ্যাদির শরীরে মেরুদণ্ডের উপরে মস্তকের মধ্যে (১) ষোড়শ কোষ্ঠ পরিপূর্ণ অমৃত রসান্বিত চন্দ্র শুক্ররূপে অবস্থিতি করিয়া অধোমুখে দিবারাত্রি রসধারা বর্ষণ করতঃ শরীরকে আপ্যায়িত করিতেছেন, এবং সেই রসধারার মধ্যে২ অমৃত বিন্দুরও বর্ষণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অর্থাৎ শুক্র অমৃতবিন্দুশ্রাবী না হইলে দেহ রক্ষাহইতে পারেনা। এবং দেহের উৎপত্তিও হইতেপারে না। এবং বাহ্য পুজাস্থলে পূজকেরা পীঠপূজাকালে স্বশরীরে চন্দ্রকে ষোড়শকলাআবলিয়া পূজাকরিয়া থাকেন। তথাহি।

---

(১)। ষোড়শকোষ্ঠপদে অষ্টকোষ্ঠভাগে দুইপ্রকারে ষোড়শকোষ্ঠ অর্থাৎ শিরস্থিত মস্তিকাধার প্রথম অষ্টভাগে মেদ পরিপূর্ণ। তদন্তরে অপরাষ্ট কোষ্ঠে শুক্রাংশ মেদ পূর্ণথাকে ইত্যর্থে ষোড়শ কোষ্ঠকে শুক্রস্থান কহিয়াছেন।

সূর্য্যাগ্নিস্থিতি।

জবাকুসুম সংকাশো বস্তিদেশে সুশোভনে। শঙ্খিনীমূলং সংব্যাপ্য সূর্য্যস্তিষ্ঠতি দেহিনাং। দ্বাদশ কলয়া সূর্য্যো বহ্নি দশকলাত্মকঃ। সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহে সদা অন্নাদি পাচকঃ। তত্বসারে।

বস্তিদেশে জবাকুসুমেরন্যায় রক্তবর্ণ সুর্য্যের অবস্থান ঐ সুর্য্য স্থিরস্থিত শংখিনী নাড়ীর মূলপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে দ্বাদশ কোষ্ঠগত সুর্য্য একারণ পীঠপুজায় তাঁহাকে দ্বাদশ কলাত্মা বলে। অগ্নিও জীব শরীরে দাড়িমী পুষ্পেরন্যায় রক্তবর্ণ উদরাদি দশস্থানে অবস্থিতি করিয়া অন্নাদি রসের পরিপাক করেন, সুতরাং দশকলাত্মা অগ্নিকে জানিয়া তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা পীঠপুজায় উক্ত করিয়াছেন॥

এই চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ইহাঁরাই দেহীদিগের দেহোৎপত্তির এবং উৎপন্ন দেহের সম্যক্‌প্রকারে রক্ষাকর্ত্তা হয়েন। ইহাঁরা সময়েং সর্ব্বশরীরে ব্যাপিত থাকিয়া বিশ্বকার্য্যের নিষ্পাদক হইয়াছেন। ইত্যর্থে কেবল দেহ নিষ্পাদকনহেন স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থই ইহাঁদিগের হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। যথা

ঊর্দ্ধংযাতি রবেরশ্মি রধশ্চন্দ্রামৃতংসদা। অভ্যাসং কামরূপস্য যোগং যোগ

বিদো বিদুঃ। তত্বসারে।

রবির কিরণ ঊর্দ্ধগামী চন্দ্রের কিরণ অধোগামী হয়, এই উভয় সংযোগে বিশ্বকার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। যাঁহারা যোগবিৎ তাঁহারা অভ্যাসযোগে কামরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ অসাধারণ কার্য্যের সম্পাদন করিতে পারেন। ইহাতে অভ্যাসযোগে যোগীব্যক্তিরা পরমপদ লাভ করিতে পারেন, অযোগী সংসারীগণে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থা জানিয়া পদার্থযোগে অনেক অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষমও হয়েন। অর্থাৎ চন্দ্ররূপ শুক্রজল সূর্য্যরূপ অগ্নি এই অগ্নি জল দ্বারা সকল কার্য্যই হয়, অগ্নির গতি ঊর্দ্ধে জলের গতি অধ, উভয়ের যোগে দেহাদি স্থির থাকে প্রাণায়াম যোগবলে জলকে ঊর্দ্ধে স্থির রাখিলে স্বভাবত অগ্নির ঊর্দ্ধগমন প্রযুক্ত মনুষ্য শরীর শূন্যে ভর করিয়া উঠিয়া যায়। বায়ু যোগে অগ্ন্যংশযুক্ত পদার্থে জলীয়াংশ পদার্থকে যোগদ্বারা যত শোষণ করিবে ততই ঊর্দ্ধগামী হইবে, তাহাতে বায়ুর অংশ যুক্ত পদার্থের যোগ হইলেই শূন্যে গমনাগমন করিতে পারে। উভয় সংযোগে বায়ু পদার্থের যোগ করিলে নিম্নস্থ সমান স্থানে থাকিয়া বেগবান হয়। এই দেহের অবস্থা বুঝিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি বাহিরে যন্ত্রাদির কৌশলের পরিজ্ঞাতা হইতে পারেন। ফলিতার্থ দেহের যোগ জ্ঞাত হইতে পারিলে বাহিরের যোগ সহজবোধ হয়, বায়ু জলাগ্নির সহকারী হয়। দেহস্থ দশবায়ু প্রাণ ও অপানের অনুগামী সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু হইতেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যথা

প্রাণশ্চন্দ্রমসঃ প্রোক্তোঽপানঃ সূর্য্যময়

স্তথা। অনয়োঃ সঙ্গমোমধ্যে বুজো।

যোগস্য সাধনং। তত্বসারে।

চন্দ্রাংশ প্রাণবায়ু অপানবায়ু সূর্য্যাংশ হয়, উভয়ের সঙ্গম মধ্যে অভিলষিত যোগ সাধন করা যায়। অর্থাৎ অগ্নির অংশ অপানবায়ু উর্দ্ধগামী, জলের অংশে প্রাণবায়ু অধো গামী, যখন অগ্নি উর্দ্ধে গমন করেন তখন অপানবায়ুর বেগ মানিতে হইবে। যখন জলেরগতি অধোভাগে হয় তখন প্রাণবায়ুর বেগ ইহা স্বীকারকরিতে হইবে। অতএব অগ্নিজল বায়ু তিনের যোগেই যোগীদিগের যোগসিদ্ধি। বহিঃস্থ অযোগী সংসারিদিগেরও নানাকার্য্যের নিষ্পত্তি হইতেছে। অগ্নি জলের যোগহইলে আগন্তুক বায়ু আপ নিই তাহাতে বেগবান হয়। ইহা অগ্রেই বিচার করিতে হইবে যে পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ আছে সে সকলের মধ্যে কে জলের অংশ কে অগ্নির অংশ সম্ভূত। এই দুই অংশকে নিশ্চয় করিতে পারিলে সমস্ত বাহ্যবস্তুর কৌশল জানিতে পারে॥

মনুষ্য শরীরে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র বর্ণনানন্তর ভারতবর্ষা স্তর্গত নবখণ্ড বর্ণন করিতেছি। যথা।

ইদানীন্তু নবদ্বারে নবখণ্ডানি সংশৃণু।

পায্বাদৌখণ্ডংকৌমারং কাশ্মীরং ত্রিক মণ্ডলং। দ্বিজখণ্ড মেকপাদং খণ্ডং বক্ত্যে মসমণ্ডলং। কৈবর্ত্ত গর্ত্ত গান্ধারং

নবখণ্ড মিতিস্থিতং। তত্ত্বসারে।

শরীরস্থ নবদ্বারে নবখণ্ডকে বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ গুহ্যদেশে ঙ্গমারিকাখণ্ড, লিঙ্গমূলে কাশ্মীরখণ্ড নাভিমূলে ত্রিকমণ্ডলুখণ্ড, স্তনে দ্বিজখণ্ড, নাসিকায় একপাদখণ্ড মুখে সমমণ্ডলখণ্ড; চক্ষুতে কৈবর্ত্তখণ্ড, কর্ণে ত্রিগর্ত্তখণ্ড ব্রহ্মরন্ধ্রে গান্ধারখণ্ড। এই নবখণ্ড, মনুষ্য শরীরে ভারতবর্ষ ব্যাখ্যাবিষয়ে ধৃত করিয়াছেন।

অষ্টকুলাচল।

সুমেরু হিমবান্ বিন্দুর্মলয়ো মন্দরস্তথা।
শ্রীশৈল মৈনাকশ্চেতি কৈলাশাষ্টৌ চ পর্ব্বতাঃ। তত্ত্বসারে।

সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, মন্দর, শ্রীশৈল মৈনাক, কৈলাশ এই অষ্টপর্ব্বত। শরীরের অস্থিসঞ্চয়ে যেস্থানে এই অষ্টকূল পর্ব্বত অষ্টস্থানে অবস্থিত আছে তাহাও বিস্তারকরিয়া কহিয়াছেন।

মেরুদণ্ডে সুমেরুস্তু পীঠমধ্যে হিমালয়ঃ।
বামস্কন্ধে তথাদক্ষে মলয়ো মন্দরাচলঃ।
বিন্ধ্যস্তুদক্ষিণেকর্ণে বামেমৈনাক ঈশ্বরি।
ললাটে মধ্যদেশে তু শ্রীশৈলং পর মেশ্বরি। তথাব্রহ্ম কপাটস্থঃ কৈলাশ

পর্ব্বতোমহান্। অপরে পর্ব্বতাঃসর্ব্বে
অঙ্গুলীমধ্য বাসিনঃ। তত্বসারে।

মেরুদণ্ডে সুমেরু, গ্রীবারঊর্দ্ধ হিমালয়, বামস্কন্ধে মলয়, দক্ষিণস্কন্ধে মন্দর, দক্ষিণকর্ণে বিন্ধ্য, বামকর্ণে মৈনাক, ললাটের মধ্যদেশে শ্রীশৈল, মস্তকের ঊর্দ্ধ অস্থিসঞ্চয়ে কৈলাশপর্ব্বত।

এই মহাপর্ব্বত মহাস্থিকুটে অবস্থিত, তদ্ব্যতীত বর্ষ পর্ব্বত সকল আছে তাহার মধ্যেও হিমালয়কে গণ্যকরিয়া অপর পর্ব্বতের স্থান, অর্থাৎ নীল নিষধ হেমকুট শ্বেত ঋক্ষ পারি পাত্র গন্ধমাদন প্রভৃতি। কণ্ঠাস্থিকুটে নীল, স্বন্ধপার্শ্বের অস্থিকুটে নিষধ, বক্ষণের অস্থিকুটে হেমকুট, বাহুর ঊর্দ্ধা স্থিতে শ্বেত, অধ ঋক্ষ, উরুস্থলে পারিপাত্র, নাসিকারঅস্থি কুটে গন্ধমাদন, । মেরুপার্শ্বে পঞ্জরাস্থিকুটে শিশিরাদি বিংশতিপর্ব্বত, । অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল অঙ্গুল্যাদির অস্থিতে অবস্থিতি করে। এই সকল পর্ব্বতহইতে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ সেই সকল অস্থিতে সংলগ্ন নাড়ীও সার্দ্ধত্রিকোটি হয়। তাহা সকল কিরূপে বর্ণনকরিতে পারাযায়, (দ্বিসপ্ততি সহস্রেষু নদী নদ পরিস্রবঃ ইত্যাদি)দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) নাড়ীতে প্রধান২ নদনদী সকল প্রস্রবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে অতি প্রধান তাহাই বর্ণন করিতেছি। যথা॥

শরীরে নবনাড়ীস্থানর্ম্মদা চ মহেশ্বরি।
ইড়ায়াং যমুনাদেবি পিঙ্গলায়াং সরস্বতী।

সুসুম্নায়াং বহেদ্গঙ্গা চান্যোন্যেষু চ
নাড়ীষু। তত্বসারে।

শরীরে নবনাড়ীতে নর্ম্মদাপ্রভৃতি নদী সকলের প্রবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্না গান্ধারী হস্তিজিহ্বা পূষ্যা যশস্বিনী অলম্বুষা কুহু ইত্যাদি নয়নাড়ী, ঐ নাড়ীতে নবসরিৎ প্রধানা। ইড়াতে যমুনা, পিঙ্গলাতে সরস্বতী, সুসুম্নাতে গঙ্গা, গান্ধারীতে গোদাবরী, হস্তীজিহ্বাতে নর্ম্মদা, পুষ্যাতে কাবেরী, যশস্বিনীতে চন্দ্রভাগা, অলম্বুষাতে বিতস্তা, কুহুতে ইরাবতী, অন্যান্য নাড়ীতে অন্যান্য নদীনদ সকল প্রবাহ বিশিষ্ট হইয়াছে। যথা

গঙ্গা সরস্বতী গোদা নর্ম্মদা যমুনা তথা।
কাবেরী চন্দ্রভাগাচ বিতস্তাচ ইড়াবতী॥

গঙ্গা সরস্বতী গোদাবরী নর্ম্মদা যমুনা কাবেরী চন্দ্রভাগা বিতস্তা ইরাবতী, এই নবনাড়ী অতিপ্রধানা হয়। তন্মধ্যে শিরস্থিতা শংখিনী নাড়ীতে ব্যোমগঙ্গার প্রবাহ বহিতেছে, যাহাকে শিবজটাবাহিনী বলে। চিত্রিণীতে দেবিকা, বজ্রিণীতে সরযূ, অমৃতাতে সিপ্রা, স্নৈ নাড়ীতে বিপাশা, সরস্বতী নাড়ীতে শতদ্রু, ক্ষীরাতে সিন্ধু, ক্ষীরবতীতে গণ্ডকী, গান্ধকীতে তাম্রপর্ণী, রসাতে শ্বেতগঙ্গা, মাতৃকাতে আত্রেয়ী, সঞ্জিবনীতে ভারতী, ধাত্রীতে কৌশিকী, ইত্যাদি বহুতরা নদী বহিতেছে। ইহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতা কার্য্যে নতুবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, অল্প মেধা বিশিষ্ট

জীবের বোধ করাও অতিকঠিন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অমায়া সেই বোধকরিতে পারেন, ফলিতার্থ যে গ্রাহ্যকরিবে তাহারনিমিত্তই যত্নপর হইয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্যকে অর্থাৎ সামান্য বুদ্ধিপ্রত্যক্ষবাদীকে বুঝাইবার নিমিত্ত যত্নকরি না, যেহেতু হেতুবাদ কুতূহল ব্যক্তিরা স্বরূপ তত্ত্বকেও হেতুবাদ প্রসঙ্গে উড়াইয়া দেয়, তাহাতে শাস্ত্রের হানি কি? যে না মান্য করিবে তাহারি হানি। আমারদিগের সংকল্প এই যে কেহ মান্য করুক্ বা নাকরুক্ কিন্তু আমরা ঈশ্বরীয় অলৌকিক কার্য্যসকল অক্ষোভে প্রকাশ করিব, যাঁহারা আস্তিক তাঁহারা তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন, যাহারা নাস্তিক্ তাহারা আমারদিগকে পাগল বলিতেও অপেক্ষা করিবেক না, সে কথায় আমারদিগের চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষোভ জন্মিবে না।।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটয়স্তু নিবসন্তিচ দেবতাঃ।
তথা পীঠানি সর্ব্বাণি দেহমধ্যে স্থিতা নিচ।। তত্ত্বসারে।

সাড়ে তেত্রিশকোটি দেবতা এই মনুষ্য শরীরে অবস্থিতি করেন। এবং সাড়ে তেত্রিশকোটি পীঠও মনুষ্য শরীরে আছে। এবং নাগলোক গন্ধর্ব্বলোক কিন্নরলোক অসুর লোক বিদ্যাধর অপ্সরাদিলোক, এবং অনেকতীর্থ যক্ষ লোকাদি মনুষ্য শরীরে বাস করিতেছেন।।

হৃদয় ব্যোমমধ্যেতু অনন্তাদ্যাস্তু বাসুকিঃ।
উদরে ব্যোমমধ্যেতু পরেনাগা বসন্তিহি।

মেঘস্য মণ্ডলং জ্ঞেয়ং অশ্রুপাতে
তথৈবচ ॥ তত্বসারে।

হৃদয়াকাশ মধ্যে অনন্তাদি বাসুকির অবস্থিতি। উদরাকাশের মধ্যে অপর নাগের বাস হয়। অশ্রুপাতে মেঘ মণ্ডল জানিহ। এই সকল যোগীদিগের যোগগম্য প্রাকৃত লোকের গম্যনহে। ইহার সম্যক্ দর্শন হইলে ফলবোধ হইবেক, ইহার নাম রাজযোগ অর্থাৎ স্বশরীরের অবলোকনে পরমপদ লাভহয়, অচিন্ত্যশক্তিক পরমেশ্বর মনুষ্যকে সর্ব্বময় করিয়াছেন, যতদিবস পর্য্যন্ত মনুষ্য বুদ্ধিতে ইহার প্রত্যক্ষ না হইবে ততদিবস পর্য্যন্তই অন্ধতামিস্রে বাস করিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সমগ্রদর্শনান্মুক্তঃ স্বর্গভোগঞ্চ মৎসূখং।
তদেতচ্চিন্তয়া যাতি রোগ শোক বিব
র্জ্জিতঃ ॥ তত্বসারে।

এই সমস্ত দর্শনেতেই জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তহয়। এবং স্বর্গভোগাদিকে অনায়াসে লাভকরে। অতএব এতৎ চিন্তাদ্বারা মনুষ্য মাত্রই রোগ শোকাদি বর্জ্জিত হইয়া দেববৎ বিচরণ করে॥

যস্য দর্শন মাত্রেণ রোগশোক বিবর্জ্জিতঃ।
পরমানন্দ চিত্তস্যাৎ তপস্বী সৈবকীর্ত্তিতঃ
তত্বসারে।

এই মনুষ্য শরীরের সম্যক্ দর্শন মাত্রেই রোগ শোক বর্জ্জিত পরম আনন্দযুক্ত হয়, তাহাকেই তপস্বী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা

রাজযোগে দৃঢ়েভূতে রোগশোক বিবর্জ্জিতঃ। পরমানন্দ চিত্তঃস্যাৎ তপস্বী সৈবকীর্ত্তিতঃ॥ তত্বসারে।

এই রাজযোগদৃঢ়হইলে রোগশোকাদি বর্জ্জিত পরম আনন্দ চিত্ত হয়। সেই তপস্বী ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন। রাজযোগ পদে স্বশরীরে জগদ্দর্শন অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই দৃঢ়রূপে জানার নাম রাজ যোগ। যথা

সপ্তদ্বীপো ভবেদ্দৃষ্ট স্তত্বজ্ঞানং ততো ভবেৎ। সর্ব্বভাবো বিজানীয়াৎ বজ্র দেহো ভবেত্তথা॥ তত্বসারে।

এই রাজযোগে নিষ্ণাত হইলে স্বশরীরে সপ্তদ্বীপকে দর্শনকরে, স্বশরীরে সপ্তদ্বীপ দর্শনে তত্বজ্ঞান আপনিই জন্মে। তত্বজ্ঞানে সম্পন্ন হইলে জগদুৎপত্তির সমস্ত কারণ জানিতে পারে, এবং ঐ তত্বজ্ঞাতা সাধকের বজ্রতুল্য শরীর হয়॥ যথা

সর্পদষ্টে বিষংনস্যাৎ ক্ষুধানিদ্রা তৃষা তথা। উষ্ণতাশীততা চেতি বাক্সিদ্ধি-

স্যান্নসংশয়ঃ ॥ তত্ত্বসারে।

রাজযোগে স্বশরীরে বিশ্বদর্শন করিলে সাধক সর্পদংশনেও বিষে আক্রান্ত হয় না, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাদি জয় হয়, এবং শীতোষ্ণাদিতে পীড়িত হয় না, অপর বাক্‌সিদ্ধি হয় ইহাতে সংশয় নাই। যথা

বিদ্যুৎপাতেঽপি দেহস্য কুচিদ্ধানির্নজায়তে। ততোঽসৌ বায়ুযোগী স্যাদৃষ্টা পৃথ্বীস্বলান্বিতঃ ॥ তত্ত্বসারে।

বিদ্যুৎপাতেও তাহার দেহের কিছুমাত্র হানিহয় না, যে ব্যক্তি পৃথিব্যাদি সমস্ত পদার্থ স্বশরীরে দর্শন করে। এবং সর্ব্ব পাদার্থবিৎ হইলে বায়ুযোগী হয়।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কুসুরকুমার বাটীহইতে বণ্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ শ্রাবণ মঙ্গলবার

একালে প্রায়ই অনেকে কথায়২ কহিয়াথাকেন যে সকলে শাস্ত্রমতে চলেনা কেবল লৌকিক ব্যবহারই দৃঢ়তর প্রচলিত হইয়াছে, এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রঅসিদ্ধ অনেক গর্হিত ব্যবহারও প্রচলিত আছে, ইহাকে কুসংস্কার বলিতে হয়, এই বিবেচনায় কত কত লোক একালে ধর্ম্মকে জলসাৎ করিবার উপক্রম করিয়াছে, এবং কেহ কেহ আমারদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহেন, যে "এক্ষণে নিত্যধর্ম্মানু রঞ্জিকা সম্পাদক নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রে যে সকল

ধর্ম্মকথার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহারপ্রতি শ্রদ্ধা কে করিয়াছে, আর এদেশের লোকেরা কে বা সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মতে আচার ব্যবহার করে, ইহাঁরা নিরর্থক ধর্ম্ম২ করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ ভাজন হইতেছেন, একালপর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রশংসায় পত্রিকা পূরণ করিয়াই বা কি সুখ সম্পত্তির ভোক্তা হইয়াছেন যৎ সামান্য স্বাক্ষর কারীর অবলম্বন করিয়া সমধিক ক্লেশের সহিত কাল যাপনা করিয়া থাকেন এইমাত্র, এখন কি হিন্দুধর্ম্মের এমন বল আছে যে তাহাতে নির্ভর করিয়া ধার্ম্মিকেরা সম্পাদকের সমুন্নতী করিয়া দিবেন, যদিস্যাৎ উক্ত সম্পাদক কালানুযায়ী ধর্ম্মের প্রশংসা ও তদনুরূপ আচার ব্যবহার রীতি নীতির কথায় পত্রিকাকে অলঙ্কৃতা করিতেন তবে তাহাঁর দিগের সম্মান লাভের কি অপেক্ষা থাকিত, চতুর্দ্দিক্ হইতে যে কতকত লোকে আসিয়া তৎপক্ষকে সমাশ্রয় করিতেন তাহার ইয়ত্তা থাকিত না, সম্পাদকও স্বচ্ছন্দ রূপে বহু ধনের আয় করিয়া পরমসুখে যানবাহনাদি ঐশ্বর্য্যে আবৃত থাকিয়া পরম সুখভোগ করিতে পারিতেন,,।

উত্তর। অস্মদাদির নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা এরূপ অভিপ্রায়ে প্রকাশিতা হয় নাই, যে দেশের অবস্থা দেখিয়া কালানুযায়ী ব্যবহার সিদ্ধ উক্তিকে যুক্তিসিদ্ধ করিয়া লোক রঞ্জনা দ্বারা ধনাগম করতঃ ধর্ম্ম প্রশংসার বিরাম করিব, যদিস্যাৎ সুখসম্পত্তি ভোগেরই আকাংক্ষা থাকে তবে ধর্ম্ম প্রশংসা করিলে কি ধনাগম হয় না? অদৃষ্টায়ত্ত ধন, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখাদির ঘটনা হয় তাহ্নি

মিত্ত পরাৎপর পরম বন্ধু ধর্ম্মের নিন্দাকরা যাইতে পারে না, আমরা ঐশ্বর্য্য ভোগেচ্ছাকে দূরীকৃত করিয়া ধর্ম্ম লাভেচ্ছাকেই বলবতী করিয়া সত্যধর্ম্মের শরণ লইয়াছি ইহাতে আমারদিগের প্রতি যাঁহারা বিরক্ত হন হইবেন, তন্নিমিত্ত আমরা আপাতপর্য্যন্ত ধর্ম্ম কথার উল্লেখ ব্যতীত সময়াচারকে মান্য করিয়া লিখিব না, স্বচ্ছন্দরূপে ভক্তাচ্ছাদন পাইলেই আমারদিগের পরমাতুষ্টির উদয় হইবে।

আমরা কেবল দেশের কদর্য্যাচার কি ঙ্গব্যবহারের নিবারণ করিব এমত অভিপ্রায়ও করিনাই, যেহেতু আমারদিগের রাজবল নাই অসজ্জনেরা আমারদিগের কেবল কথামাত্র শুনিবে কেন, যদিও দেশাচার ব্যবহারাদির সংস্থাপনে মনোযোগ আছে তথাপি তাহাতে সাহসচ্যুত হইয়া শুদ্ধ সজ্জনদিগের রঞ্জনার্থে উক্তপত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা আমারদিগের ভিক্ষার পাত্র নহে, ইহাতে শাস্ত্রসিদ্ধ শুদ্ধ সত্যধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া লিখিব এইমাত্র সংকল্প, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের চিত্তরঞ্জন হউক্ বা নাহউক্ তাহার অন্বেষণা করিনা, কেহবা পুরস্কার দিবেন নাহয় কেহ বা তিরস্কারই করিবেন, তজ্জন্য কোভিত নহি।

ফলিতার্থ, সর্ব্বদেশেই প্রচার আছে যে শাস্ত্রের সহিত কোনং লোকাচারের ঐক্যতা হয়না আর কোন আচারের ঐক্যও আছে, তন্নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি দোষস্পর্শ হয় না। তবে শাস্ত্রাতিরিক্ত কর্ম্ম করা অসঙ্গত এই মাত্র বলাযাইতে পারে। কালবশতঃ তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করাও

নিরর্থক হয়, সাধুচরিত্র জনেরা শাস্ত্রদৃষ্টে অপকৃষ্ট কর্ম্মে যত সাবধান হইতে পারেন ততই ভাল।

আমারদিগের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশের এই অভিপ্রায়, যে যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম কি, আর কিরূপ আচার করিলেই বা হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতি বিচার আচার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞ দোল দুর্গোৎসব ব্রত নিয়মাদির উচ্ছেদ করতঃ একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন বলিয়া মদ্যমাংস ভোজন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার করিলেই কি বৈদিকধর্ম্ম রক্ষাকরা হয়? না, এসকল দোষের পরিবর্জ্জন পুরঃসর যথাশাস্ত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিচার ও যাগ যজ্ঞাদি ব্রত নিয়ম দৈব পৈত্র কর্ম্মকে বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেই বৈদিকধর্ম্ম রক্ষাপায়? এই ব্যবস্থা বিচক্ষণ তত্ত্ব বোধিনী সভা সম্পাদক দিগকে এবং সুবিচক্ষণ অভিনব হিন্দু অভিমানী জনগণকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই পত্রিকা প্রচার করা গিয়াছে, এবং পরব্রহ্ম যদ্যপিও নিরাকার বটেন তথাপি তাঁহার সাকার হইবার ক্ষমতা আছে কি না?। আর যেমন সর্ব্ববেদ প্রসিদ্ধ নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সেইরূপ বেদসিদ্ধ সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি বটে কি না?। যদি বলেন তিনি সাকার হইতে পারেন না, তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা কোনক্রমেই হয় না, যেহেতু তাঁহার এ শক্তির অভাব হইয়াছে। যদ্যপি বলেন সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি প্রামাণ্য নহে, তবে নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিই যে প্রামাণ্য তাহারই বা প্রমাণ কি?।

এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে আধুনিক ব্রাহ্মেরা এমন মনে না করেন যে আমরা তাঁহাদিগের প্রতিকুল হইয়া শুষ্ক বাগ্বিতণ্ডা করিবার কারণ এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি, যিনি যাহা ভাবুন কিন্তু আমরা একধর্ম্ম ব্যতীত কাহাকেও লক্ষ করি না, এই নিত্যধর্ম্মানু রঞ্জিকা অসদগঞ্জিকা, শুদ্ধ লোকরঞ্জিকা নহেন, ইহাকে সর্ব্ব সন্দেহ ভঞ্জিকা বলিয়া সুধার্ম্মিক হিন্দু মহানুভাবেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন, নাস্তিক জনের এবং অন্তঃশাক্ত বহিঃ শৈব ন্যায় অন্তর নাস্তিক বাহিরে আস্তিক এমত হিন্দু দিগেরও এই পত্রিকা মনোনুরঞ্জিকা নহেন।

সন্দেহহরিরসন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হেমহাত্মন্ আমারদিগের তত্ত্ববোধিনী সভায় অনেক বিচার হইয়াছিল এই যে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন রূপধারী হরিহরাদিকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা নিরর্থক অর্থাৎ তাহাতে কোনফল দর্শিতে পারেনা, প্রপঞ্চ দেবতাদিগের উপাসনায় নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হওয়া জ্ঞানীদিগের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। ব্রহ্ম কদাপি সরূপ নহেন,,॥

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ের বিচার করিয়া সাকার মাত্রেরই উচ্ছেদ করতঃ দেবতাদিগকে নিন্দাকরেন বিশেষ হরিহরাদির প্রতি যে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন সে তাঁহার দিগের অত্যন্ত ভ্রান্তি, কেন না সর্ব্ব বেদান্তেই দেবার্চ্চনা দিকে ব্রহ্মোপাসনার সোপানভূত মানিয়াছেন, এবং যে শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা নিরাকার বাদী বলেন তিনিও পর

ব্রহ্মকে সাকার মানিয়া গিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া কহিব সংপ্রতি ব্রহ্মসভার একজন প্রধান উপাচার্য্য ছিলেন যে মৃত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যাঁহাকে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিয়া মান্যকরিতেন, এবং যাঁহার বাক্যকে ব্রাহ্মেরা মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, সেই মৃতভট্টাচার্য্য এককালে এই দেশহইতে সাকার ব্রহ্মের উপাসনার উচ্ছেদের নিমিত্ত শুদ্ধ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সংস্থাপনজন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, এবং দেবতাদিগের অর্চ্চনা রহিত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার যত্নকরিয়া ও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যেহেতু শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই সাকার ব্রহ্ম হরিহরাদিকে মান্য করিয়াছেন উক্ত ভট্টাচার্য্য মৃত রামমোহন রায়ের মত রক্ষার্থ ব্রহ্মসভায় নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু শাস্ত্র প্রমাণে সাকারের ব্রহ্মতা দৃষ্টে ভীতহইয়া মনেমনে সাকার ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করিয়া ছিলেন কেবল বাক্যেই নির্গুণতা জানাইয়া রায়মহাশয়ের মনোরক্ষা করিতেন, তদবধি তাঁহার মনের সহিত বাক্যের ঐক্য ছিলনা বেদাদি শাস্ত্রদৃষ্টে বিশেষ বিশ্বাসের সহিত দেবাদির অর্চ্চনাও করিতেন, কেবল অনাত্ম বাদী পাপাশয় উৎপথগামীদিগের সন্তুষ্টি জন্মাইবার জন্য ব্রহ্মসভায় বক্তৃতা মাত্র করিতেন, কিন্তু দেব পূজকদিগের প্রতি বিদ্বেষ করেন নাই। কেবল আধুনিক ব্রাহ্মদিগকে পরিতুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত গৌণোপাসকরূপে জানাইয়া ছিলেন,।

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ভগবন্ মৃতরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে একপ

চক্রবর্ত্তা করিয়াছিলেন ইহা আমারদিগের বিশ্বাসের যোগ্য হয় না এবং তিনি বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন কখনই সাকার প্রতিপাদক শ্রুতির গৌরব করিতেন না গৌরব করা থাকুক আদৌ নামরূপ বিশিষ্ট হরিহরাদিকে জীবিতবান দেবতা বলিয়াও মান্য করেন ন্যাই,,।

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস, মৃতরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে সাকার প্রতিপাদক শ্রুতির মান্যতা পুনঃপুনঃ করিয়া ছিলেন তাহা তৎকৃত নিরাকার প্রতিপাদক গ্রন্থ যাহা প্রজ্ঞাযন্ত্রে শকাব্দা (১৭৫৮) শকে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সেইগ্রন্থে আধুনিক ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক দ্বাদশ প্রকার বিধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

"যস্মিন্‌লোকা নিহিতা লোকিন শ্চেত্যাদি। মুণ্ডকশ্রুতিঃ,,॥

"যে পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি লোক সকল এবং মনুষ্যাদি জীব সমূহ স্থিতি করেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের সত্তারদ্বারা এ সকলের সত্তা হয়। যেমন লৌকিক উদাহরণে জীবের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া শরীরের সর্ব্বাবয়বের স্থিতি হয়। ও যেমন আকাশের অবলম্বনে অন্য তাবৎ পদার্থ স্থিতি করে। "এবং যঃসর্ব্বভুতেষু পশ্যত্যাত্মান মাত্মনা সসর্ব্ব সমতা মেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদং ॥ মনুঃ॥,, এই প্রকার যেব্যক্তি সকল বস্তুকে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করেন তিনিই এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাখ্য পরমপদকে প্রাপ্ত হন। এইসকল দেদীপ্যমান প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মুর্ত্তি বিশেষকে উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে বৃক্ষকে বৃক্ষবোধে নদীকে নদীবোধে মুর্ত্তি বিশেষকে কেবল মুর্ত্তিবোধে উপাসনা করেন না কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাব স্থানবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাতেই তাহারদিগের উপাসনা সিদ্ধহয়। অত

এব তাহারদিগের প্রতি দ্বেষ করা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। যদ্যপিও তাহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন তথাপি সে উপাসনা সর্ব্বথা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে এমত কহা যায় না এবং শ্রুতিতেও স্পষ্ট দেখিতেছি। যথা “তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি।” কাঠকে। তপস্যাদি কর্ম্মসকল যে কোন প্রকারে হউক্ পরমেশ্বরের প্রাপ্ত্যর্থ হইয়া থাকে।,,।

উত্তর। এই উক্তিতেই সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি হইতে পারিবে যে মৃত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাকার শ্রুতিকে খণ্ডন করিতে নাপারিয়া অবশেষে সাকার উপাসনাকে গৌণত্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ফলিতার্থ সাকার নিরাকার রূপে এক পরমেশ্বর, যে যেরূপের উপাসনা করুক্ সকল উপাসনাতেই তাঁহার উপাসনা সিদ্ধহয়। তবে অধুনাতন তত্ত্ব বোধিনী সভার সভ্যেরা যে দেবদেবী মিথ্যা বলেন এবং রামকৃষ্ণাদিকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করেন না সে তাঁহারদিগের বিষম ভ্রান্তি, বস্তুতঃ সাকার মান্য না করিলে নিরাকারও মান্য হইতে পারে না, শাস্ত্র দেখিয়া যুক্তি করিতে হইলে পরমেশ্বরকে সাকারই মান্য করিতে হয় নতুবা সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিরাকারের অপগমতা হইয়া উঠে। সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বে পরমেশ্বরকে বেদে সাকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তং। দ্বিতি। ভা।

তদ্গুণ সারত্বাধিকারেণৈবাপরোপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে। কর্ত্তা চায়ং জীবস্যাৎ। কস্মাৎ শাস্ত্রবত্ত্বাৎ। তদ্বিকর্ত্তৃঃ সতঃকর্ত্তব্য

বিশেষ মুপদিশতি। নত্যাসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যতে।॥এষহিদ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি॥ ৩৩॥

শাঙ্করীভাষ্যং॥

পরমেশ্বরের অপরা মূর্ত্তিজীব তদ্গুণ সারতা প্রযুক্ত পরমেশ্বরানুরূপ জীবেরও কর্ত্তৃত্বাদি হয়। যদিবল ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সত্বে জীবের কর্ত্তৃত্বাদি অঙ্গীকারেরপ্রতি কারণ কি? উত্তর শাস্ত্রার্থবত্ত্ব প্রযুক্ত জীবের কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ শাস্ত্রে জীবকে কর্ত্তাবলিয়া মান্য করিয়াছেন, যে জীব সেই এই পরমাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কারুণ পুরুষের মায়াবচ্ছিন্নত্ব প্রযুক্ত জীবসংজ্ঞা হয়।

অতএব কর্ত্তা পরমেশ্বর, যখন তিনি নিরাকার তখন তাহার অবিদ্যমানতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্যতার বিশেষ উপদেশ সম্ভাবিত হইতে পারেনা, যে হেতু বিদ্যমান কর্ত্তার পক্ষেই কর্ত্তব্যতার বিশেষ উপদেশ সম্ভাবিত হয়। একারণ শাস্ত্রে কদাচিৎ জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও বটে যে পরমেশ্বর যদ্যপি নিরাকার হন্ তবে তাঁহার কোন মতেই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হয় না।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল, আপনার বিচারে জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে শাস্ত্রার্থে অনেক দোষ আপতিত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের এককর্ত্তা বলিয়া পরমেশ্বরকে মান্য করিয়াছেন জীবকে কর্ত্তা বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে মান্য করেন নাই, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরকে সর্ব্ববেদ বেদান্তে অনুশাসন করিয়াছেন॥

পরমহংসের উত্তর। ইহাতোমার এক আপত্তি বটে, কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে সে আপত্তি কোন কার্য্যকারক হইতে পারে না, অর্থাৎ যাঁহারা নিরাকার শুদ্ধ

নির্গুণ বলিয়া পরমেশ্বরকে মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া মান্য করিতে পারেন না, তাহা করিলে তাঁহার সগুণত্ব পুরস্কার করা হয়। যথা শতদূষণ্যাং।

কর্ত্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীর সিদ্ধিঃ স্বতএবজাতা। ঘটস্যকর্ত্তা খলুকুম্ভকার কর্ত্তাশরীরী নচ নাশরীরী॥

সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বসিদ্ধি হইলে সহজে আপনিই তাঁহার শরীরীত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকার শরীরী সে কদাপি অশরীরী নহে।

এবং সাকার মান্য না করিলেও কোন শাস্ত্রের মীমাংসা হইতে পারেনা, বিশেষতঃ পরম পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকেও অগ্রাহ্য করা হয়,। যথা (নাপ্রামাণ্যং সাকার প্রতিপাদক শ্রুতীনাং।) অর্থাৎ সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সকল অপ্রামাণ্য নহে। এবং যমদগ্নি সংহিতায়ও দোষ পড়ে। যথা

> অব্যয়স্যাপ্রেমেয়স্যনিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং
> কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

যিনি অখণ্ড নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ মায়াশূন্য অব্যয় অপ্রেমেয় ব্রহ্ম, তিনি উপাসকদিগের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত আপনিই আপনার রূপের কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তদনুরূপ প্রতিমাদি কল্পনা করিয়া জ্ঞানবান্ সাধকেরা অর্চ্চনা করিয়া পরিমুক্ত হইবেক॥

যদ্যপি পরমেশ্বর আপনাকে সরূপ করিতে না পারিতেন

তবে রূপকল্পনার কথা সংহিতাকার ধৃত করিতেন না।
যদি এরূপ বল যে তিনি সর্ব্বতোভাবে অদৃশ্য রূপাদি বর্জ্জিত কেবল সাধকেরা আপনং মনস্থিরের নিমিত্ত আপনারাই রূপের কল্পনা করিবেক, পরমেশ্বর কদাপি আত্মরূপের কল্পনা করেন না, উত্তর, যদ্যপি এই বাক্যই স্বরূপ হয় তবে সংহিতাকারেরা প্রবঞ্চনা করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবেক। এবং শাঙ্করীভাষ্য ও বেদান্তবাক্য এক কালেই অগ্রাহ্য হয়। যথা

যত্তূক্তং হিরণ্য শ্মশ্রু রিত্যাদি রূপশ্রবণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যত ইতি ব্রূমঃ। স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছা বশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানু গ্রহার্থং॥ শাঙ্করীভাষ্যং॥

হিরণ্যবর্ণ হিরণশ্মশ্রু আপ্রণখ ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের বিশেষরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে এই বক্তব্য যে সর্ব্বরূপ শূন্য পরমেশ্বরের রূপ স্বীকার করিতে পারি না, এমত আশঙ্কার নিরাস জন্য বেদে উক্তকরিয়াছেন যে সাধকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান স্বীয় যোগ মায়া দ্বারা মায়াময় স্বীয়রূপের প্রকাশক হয়েন। তথাহি শাঙ্করীভাষ্যে।

সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুষি চোপাস্যত্বেন শ্রয়তে কিম্বা নিত্য সিদ্ধঃ পরমেশ্বর ইতি॥

এইসকল প্রমাণদ্বারা স্বয়ংরূপী পরমেশ্বর সূর্য্যমণ্ডলে এবং চক্ষুতে হিরণ্যবর্ণ পুরুষ উপাস্যত্বে মায়াময় রূপ, কিম্বা নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরঃ। এতৎ সন্দেহের কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই সুতরাং নিত্যরূপী বলিয়া মানিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ ইহাতেই দৃঢ়তর উপলব্ধি হইতেছে

যে সাকার ব্যতীত কোনমতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে পারেনা নিরাকারের উপাসনাই নাই। এতৎ প্রমাণে দুর্ব্বল সবলাধিকারীরও মীমাংসা হইল অর্থাৎ উভয় অধিকারেই সাকার উপাসনা করা কর্ত্তব্য নিরাকার বাদ ভগবৎ প্রশংসামাত্র ইহা বেদান্তে পুনর্বিচার করিয়াছেন। তাহা সংখ্যান্তরে কহিব॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫সাল ও সন১২৫৬সাল ও সন১২৫৭সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল ও সন ১২৬২ সাল এই নববৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৯খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মুল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার ১২ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

৮ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩১ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

সন্দেহ নিরশন।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ। ২৬।

বেদান্তং। দ্বি। দ্বি। ভা।

অদৃশ্যতা প্রযুক্ত বিদ্যমান পদার্থকেও অবিদ্যমান বলিয়া উক্তকরা যায়। অর্থাৎ অবিদ্যমানকে অভাব, বিদ্যমানকে ভাবপদার্থ বলা যায়। পরমেশ্বরের রূপাদি অদৃষ্টজন্য যে রূপাদি নাই এমত উক্তি শাস্ত্রে করেন নাই। যদিও অবিদ্য

মানের অস্তিত্ব বর্ণন শাস্ত্রে করিয়াছেন তথাপি তাঁহার বিদ্যমানত্ব সর্ব্বদাই আছে তবে লোকচক্ষুর গোচর হউক্ বা নাহউক্। সুতরাং ঈশ্বর সরূপী মান্য করিতে হইবেক, তিনি অভাব পদার্থ নহেন, তবে যে কোনভাবে থাকুন্ তাহা বলিবার ক্ষমতা কি?। নতুবা তিনি অভাব পদার্থ অর্থাৎ অরূপ পদার্থ হইলে তাঁহাহইতে ভাবপদার্থ অর্থাৎ রূপবৎ জগতের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে। যথা

নাভাব উপলব্ধে। ২৮।

বেদান্তং। দ্বি। দ্বি। ভা।

অভাব পদার্থের উপলব্ধি কোনমতেই হইবার সম্ভব নহে। অতএব সর্ব্বতোভাবে অভাব যে নিরাকার, তাঁহার উপলব্ধিদ্বারা উপাসনা করা কোনমতেই সঙ্গত হয় না। তবে তিনি অব্যক্তরূপী এইমাত্র অনুমান সিদ্ধ করা ও বাক্যেও স্থিরকরা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন চিত্তকে অভি নিবিষ্ট করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে না, এতন্নিমি ত্তেই, (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ইত্যাদি) বচনের প্রামাণ্য হইয়াছে, অব্যক্তরূপী অর্থাৎ নিরাকার রূপের ভাবনা করা যায় না, যে হেতু অভাবের ভাবনা করা বিড়ম্বনার নিমিত্ত হয়। ২৮।

নাপ্যভাব কস্যচিদুৎপত্তি হেতুঃস্যাৎ। অভাবত্বাদেব শশ বিষাণবৎ। সর্ব্বস্য বস্তুনঃ স্বেন২ রূপেণ ভাবাত্ম নৈবোপলভ্য মানত্বাৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ বভাবান্বিতমেব সর্ব্বং কার্য্যংস্যাদ্মৈবং দৃশ্যতে। ইতি। ২৮॥ শাঙ্করীভাষ্যং।

অভাব পদার্থ কদাচিৎ কোন ভাবপদার্থের উৎপত্তির

কারণ হইতে পারে না। শশকশৃঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ শশক শৃঙ্গ সর্ব্বথা অসম্ভব, সুতরাং তাহার অভাবতা প্রযুক্ত কোন রুচকাদি তাহাতে হয় নাই, অর্থাৎ শশকশৃঙ্গের কোন গঠনাদি কারুকর্ত্তৃক হইয়াছে ইহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এইহেতু দর্শনদ্বারা শশবিষাণ শব্দ মাত্র উক্তকরিয়াছেন। সেইরূপ নিরাকার শব্দমাত্র। যথা (যঃসদাস্তীতি কেবলমিতি।) যিনি আছেন এইমাত্র শব্দ শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তাঁহাহইতে কোন সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয় নাই এবং তাঁহার উপাসনাও তাদৃশরূপে হইতে পারেনা। সুতরাং নিরাকার শব্দে সর্ব্বতোভাবে অভাব, অভাবের কার্য্যেরও অভাব। সকল বস্তুরই স্বীয়২ রূপে ভাবাত্ম উলভ্য হয় অর্থাৎ ভাবকারণ ব্যতীত ভাবকার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যথা

> বীজাদ্যবয়বানা মঙ্কুরাদি কারণ ভাবাভ্যুপগমাৎ। যথা স্থিরস্বভাবানা মেব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদি কারণ ভাবদর্শনাৎ॥ শাঙ্করীভাষ্যং॥

যেমন বীজাদিতে বিদ্যমানবৃক্ষের কারণভাব থাকা প্রযুক্ত অঙ্কুরাদি হয়, অর্থাৎ বীজমধ্যে ভাবপদার্থ বৃক্ষের অঙ্কুরের অবয়ব না থাকিলে কখনই বৃক্ষোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ সাবয়ব সংসারোৎপত্তির সাবয়ব কারণ নাহইলে এতৎ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদ্রূপ স্থিরস্বভাব প্রযুক্ত সাবয়ব সুবর্ণ হইতে নানাপ্রকার অবয়বের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ সুবর্ণ পদার্থের অবয়ব আছে বলিয়াই তাহাতে হার কেয়ূর অঙ্গুলাদি নানা গঠন হইয়া থাকে, সুতরাং স্থির স্বভাব সুবর্ণ হইতে যেমন নানা অলঙ্কারের নির্ম্মাণ হয়, সেইরূপ স্থিরস্বভাব অর্থাৎ নিত্যরূপীপরমেশ্বর হইতে

নানাপ্রকার অবয়ব বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হইতেছে, যত্তপি তাঁহারে রূপাদির অভাব হইত তবে কোনক্রমেই রূপবদ্বিশ্বের উৎপত্তি হইতে পারিত না। যথা

পূর্ব্বাবস্থোত্তরাবস্থয়াঃ কারণ মভ্যুপগমাৎ। তস্মাদসদ্ভ্যঃ শশ বিষাণাদিভ্যঃ সমুৎপত্ত্য দর্শনাৎ। সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সমুৎ পত্তি দর্শনাৎ। অনুপপন্নোয় মভাবাভাবোৎপত্ত্য ভ্যুপগমঃ॥

শাঙ্করীভাষ্যং॥

সর্ব্ববেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে এই মীমাংসা স্থির করিয়াছেন, যে পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থার কারণ হয়, অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বা বস্থা অরূপ, তাহার উত্তরাবস্থা সরূপ হয় না। এতন্নিমিত্ত ভগবান শঙ্করাচার্য্য লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যে শশ কের শৃঙ্গ অভাব পদার্থ প্রযুক্ত তাহাতে কোন গঠনাদি হয় না, ভাবপদার্থ সুবর্ণ তৎপ্রযুক্ত তাহাতে নানাপ্রকার অলঙ্কার কার্য্যের দর্শনহয়। ফলিতার্থ অভাবহইতে ভাবোৎ পত্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জগৎপিতা কারণ পুরুষের অবয়ব অঙ্গীকার না করিলে সাবয়ব জগতের উৎপত্তি সম্ভব কদাচ হয় না। বিশেষতঃ কঠশ্রুতিতে দোষপড়ে। যথা

আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ান পরিধাবতি। ইত্যাদি কাঠকে।

যিনি উপবেশন করিয়াও দূরেযান এবং শয়ন করিয়াও পর্য্যটন করেন। এই শ্রুতি প্রমাণে পরমেশ্বর কে সাবয়ব নামান্য করিলে শয়ন ও উপবেশন নিরাকারের কিরূপ সম্ভব হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে প্রতীয়মান হইতে যে তিনি এই শ্রুতিরবিষয় বটেন, যেহেতু একস্থানে ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাস করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভার হরণার্থ অবতার হইয়াছেন এবং শেষপর্য্যঙ্কে নিদ্রিত থাকিয়াও পৃথিব্যাদি নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন।

অতএব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির ঐক্যতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম তাহাতে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে না। এবং উপাসনাভাবেও সিদ্ধহইতে পারে না অর্থাৎ অভাব পদার্থেরভাবনা হয় না।। যথা

উদাসীনানা মপিচৈবং সিদ্ধিঃ।। ২৭।।
বেদান্তং। দ্বি। দ্বি। ভা।।

যদি অভাব পদার্থে ভাববস্তুর উৎপত্তি সঙ্গত হয়, তবে উদাসীন অনীহমান অর্থাৎ সর্ব্বচেষ্টাশূন্য জনদিগেরও অভিমত কার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারে। অভাবের সুলভতা প্রযুক্ত কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না ও কৃষকদিগের ক্ষেত্রে বীজ বপন কেদার কর্ম্মের অভাবেও শস্য নিষ্পত্তি হইতে পারে? কুম্ভকার দিগের চক্রদণ্ড সূত্র মৃত্তিকাসংস্কারাদির অভাবে ঘট শরাবাদির উৎপত্তি হইতে পারিবেক এবং তন্তুবায় দিগেরও তন্ত্র সূত্রাদির অভাবেও বস্ত্র নিষ্পন্ন হয়? অর্থাৎ অভাবে ভাবের উদ্ভব নাই, এইরূপ রূপাভাব প্রযুক্ত অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সরূপ সাকার সৃষ্টির নিষ্পত্তি হইতে পারে না, এবং সাধনাদির অভাবে সাধ্য ফলের লাভও হয় না।। অর্থাৎ সাধনাভাবে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ কদাপি হয় না। যে হেতু অভাবে ভাবোৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। ভাবব্যতীত অভাবপদার্থে উৎপত্তি নাই।

ভাবের অবিদ্যমানতাতে অভাব বলাযায়, নচেৎ অভাব কোন পদার্থ বিশেষ নহে সংজ্ঞামাত্র, যেমন তেজ ও অন্ধকার শব্দদ্বয় বস্তুভাবে প্রতীত কিন্তু অন্ধকার কোনপদার্থ নহে শুদ্ধ তেজোভাগের অভাবকেই অন্ধকার বলাযায়,

সেইরূপ সাকার নিরাকার শব্দ, বিশেষ বিবেচ্য হইলে নিরাকার সাকার বস্তুর নির্ণয় করা যায়।

জ্ঞান অজ্ঞান বিদ্যা অবিদ্যা শুভ অশুভ পবিত্র অপবিত্র ধীর অধীর উদক নিরুদক ধন অধন ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুণ্য অপুণ্য ইত্যাদি। বস্তুতঃ বস্তুসংজ্ঞায় জ্ঞান বিদ্যা শুভ পবিত্র ধীর সোদক ধন ধর্ম্ম পুণ্য ইত্যাদির বস্তু সংজ্ঞা ইহাদিগের অভাবেই অজ্ঞান অবিদ্যা অশুভ অপবিত্র অধীর নিরুদক অধন অধর্ম্ম অপুণ্যাদি বলিয়া গণ্যকরা যায়, কিন্তু বস্তু বিচারে গণ্যকরা যায় না।

সুতরাং নিরাকার শব্দকে ভগবদাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় নত্তবা এককালীন তাঁহার আকার নাই এমত তাৎপর্য্য নহে, তবে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে পরিগণিত করিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেননা উপাসনাকাণ্ডে অনুপযোগী অব্যক্তরূপ, ব্যক্তরূপ উপযোগী হয়। যথাহ ভগবান্। (ক্লেশোঽধিকতর স্তেষা মব্যক্তাসক্ত চেতসা মিতি গীতা) ব্যক্তরূপের পরিত্যাগী অব্যক্ত রূপের উপাসনায় আসক্ত ব্যক্তির অধিকতর ক্লেশ মাত্র লাভ হয়। তথাহি (অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে ইতি গীতা।) দেহধারীদিগের অব্যক্ত রূপের উপাসনায় সমধিক দুঃখ মাত্রই লাভ হয়। তথাহি ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন। যথা (নান্যং যথা স্থূলতুষাবঘাতিনা মিতি) যেমন নিস্তণ্ডুল তুষে আঘাত যাহারা করে তাহারদিগের অন্নলাভ হয় না, সেইরূপ হে ভগবন্ তোমার সুব্যক্ত কমনীয় রূপের উপাসনায় বিমুখ হইয়া অব্যক্ত রূপের উপাসনায় রত যে তাহারদিগের পরি

শ্রম মাত্র লাভ, ফল লাভ হয় না। হে জ্ঞানাভিমানিন্! নিরর্থ নিরাকারোপাসক বলিয়া অপার্থে সমস্ত জীবন পরিক্ষয় কেন করিতেছ হরি ভজনা করহ, হরিসংকীর্ত্তন করহ এই দুরন্ত কথায় কলিকালে পাতকীদিগের পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই॥

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেবহি পাবকঃ॥

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

রাজযোগে দৃঢ়তর হইলে সাধকের ইচ্ছামাত্র সম্যক সিদ্ধি হয়, সুতরাং এই রাজযোগাদি সাধন মনের সাধ্য ইহাতে কোন দ্রব্যযোগের আবশ্যক করে না কেবল চিন্তা মাত্রেই সম্যক্ সম্পন্নকারী হয়। বায়ুযোগের সঞ্চালন জন্য অন্য অনেক বাহ্যোপকরণের আবশ্যক করে, তাহাতে পদার্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার গুণ গ্রহণ করিতে পারিলে লৌকিক অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে, এবং প্রাকৃত জনসমাজে দেবতার ন্যায় মান্যও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা শিবোক্ত যোগশাস্ত্র দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা তাহাতে চমৎকৃত হয়েন না। উপরিউক্ত রাজযোগ কেবল মনন মাত্র, একালে তাহার সাধক অনেক বিরল হইয়াছে বিরল কেন, প্রায় নাই বলিলেই হয়। শাস্ত্র দেখিয়া যদি কাহার নিকট কদাচিৎ যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই সে ব্যক্তি তাহাতে অবিশ্বাস করে, কেবল রাজযোগের কথাও নহে যোগ মাত্রেরই প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন

করিয়া থাকে, এবং পদার্থ যোগে যে সকল কৌশল আছে যাহাতে নানাবিধ কর্ম্ম সাধনা করিতে পারাযায় অর্থাৎ অভাবনীয় যন্ত্রাদি কৌশলের সর্জ্জন করিতে পারাযায়, হিন্দুশাস্ত্রের মতে এসকল আছে বলিলেই প্রায় বক্তাকে উপহাস করে, কালে কালে বৈদিক জাতির এই অবস্থার ঘটনা হইয়া উঠিল।

যাহাহউক্ এ বিষয়ে লক্ষ না করিয়া আমরা যথাশাস্ত্র যোগ প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম, তাহাতে কেহ সন্তুষ্ট নাহন নাহইবেন, তন্নিমিত্ত সঙ্কুচিত্ত হইব না, অভ্যসিত এক বাক্যে হিন্দুশাস্ত্র কিছু নয়, হিন্দুজাতি অসভ্য হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি অলীক বলিয়া বক্তৃতা করিয়া ইতর সভায় সভ্য হইতে কদাচ পারিব না।

এই সকল শাস্ত্রোদিত যোগ সাধন, একালে কেহই করেন না, অথচ মিথ্যা বলেন, যে সকল অনুষ্ঠান যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে তাহার যথাবিহিত অনুষ্ঠান না করিলে কিরূপে ফলবোধ হইবে ইহার বিচার না করিয়া সমস্ত সাধনাদি কেই বিফল বলেন। সুতরাং একালে বশিষ্ঠ অগস্ত্য বামদেব কাশ্যপ জাবালি ভৃগু মাণ্ডব্য মাণ্ডুক্য কঠ শাকলায়ন নারদ ব্যাসাদি ঋষিগণের কথা আর কি কহিব স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান ভূতভাবন শিব ও ব্রহ্মা ইহারাও মূর্খতম মিথ্যাবাদীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে ঋষিবাক্য কি বেদবাক্য ও শিব বাক্য কদাপি বিফল নহে কেবল কালবশে অকৃতাত্ম ব্যক্তিরাই বিড়ম্বনাজালে আপতিত হইতেছে, অল্পবিষয় লাভাকাঙ্ক্ষায় যাহারা পরম ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতেছে

তাহারদিগের প্রভূতার্থ প্রদ যোগের প্রতি বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভবই নহে। যেহেতু যোগবলে এই দেহে দেবতার ন্যায় বিচরণকরিতে পারাযায় এবং ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে লাভ করা যায়। যথা

অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিঃ স্যান্মহাপদ্মাদয়স্তথা।
আগচ্ছন্তি সমীপেচ নিধয়োনাত্রসংশয়ঃ।

তত্ত্বসারে।

রাজযোগাদি প্রভাবে অনিমা লঘিবা ঈশিত্ব বশীত্ব প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি হয়। এবং মহাপদ্মাদি অষ্টনিধি অর্থাৎ সম্যক্প্রকার ধনসম্পত্তি তাহার নিকটে আগমন করে ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

যত্রেচ্ছাগমনং তত্রস্বর্গে মর্ত্ত্যেরসাতলে।
স্ফুরত্যাজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বত্র সমীপে পরমেশ্বরঃ।

তত্ত্বসারে।

যোগ সাধক ব্যক্তির স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে বা রসাতলে যেখানে ইচ্ছা হইবে সেইখানেই গমন করিতে শক্তি হয়। এবং আজ্ঞাখ্য চক্রে অর্থাৎ মনঃস্থানে সমস্ত পদার্থই স্ফুর্ত্তিহয়, বিশেষতঃ সর্ব্বদা তাহার মনের সমীপে পরমেশ্বর স্বীয়রূপে অধিবাস করেন।

পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চা।
ত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।নতস্য রোগো।

নজরা নমৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নি ময়ং শরীরং। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ।

পৃথিবী অগ্নি বায়ু আকাশ, এই পঞ্চাত্মক দেহ ইহাহইতে চিত্তকে উঠাইয়া যোগ প্রবৃত্ত সাধকের যোগরূপ অগ্নিময় শরীর হয়, সেই যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত সাধকের এই দেহে যোগ প্রভাবে রোগ হয় না জরা হয় না মৃত্যু হয় না। তাঁহার ইচ্ছাধীনসমস্ত কর্ম্ম. যেহেতু ব্রহ্মভাবনশীল ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়। যথা

আত্মমধ্যে মনোনিত্যং নির্জ্জনে নিবসেৎ সুধীঃ। কৃত্বাত্ম মনসো রৈক্যং প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥ তত্বসারে।

শরীরমধ্যে নিত্য মনের অবস্থিতি হয় একারণ সাধক নির্জ্জনস্থানে উপবিষ্ট হইয়া আত্মার সহিত মনের ঐক্য করিয়া যোগ করিলে পরমপদকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

এই আত্মমনের ঐক্য হওয়ার প্রতি প্রাণ সংযমকেই কহিয়াছেন, অর্থাৎ প্রাণায়াম ব্যতীত কোনক্রমেই চিত্ত স্থিরহইতে পারে না। যথা

চন্দ্রঃসূর্য্যঃ স্থিরোযাবৎ তাবদ্দেহ স্থিতি স্তথা। তাবদেকং সমাভাষ্য প্রপ্নোতিচ সমাগতি॥ তত্বসারে।

যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য্য স্থির থাকেন তাবৎ দেহের স্থিতি হয়।

যাবৎ দেহ স্থিতি তাবৎ যোগের অভ্যাস করিলে শরীরের এক সমান অবস্থাকে লাভ করিতে পারে।

ইত্যর্থে এই বলাহইল যে চন্দ্রপদে ঈড়ানাম্নী নাড়ী, সূর্য্য পদে পিঙ্গলা, যাবৎ ঈড়াপিঙ্গলা হইতে পুরক রেচক কর্ম্মের অন্তর হইয়া উভয় নাড়ী স্থির হইবে অর্থাৎ কেবল কুম্ভক দ্বারা সুসুম্না নাড়ীতে প্রাণ বায়ুর স্থিতি হইবে তাবৎ যোগীব্যক্তির এক সমান অবস্থা থাকিবেক অর্থাৎ যোগারম্ভকালের যে অবস্থা সেই অবস্থাতেই সময় পরিক্ষিপ্ত হইবেক।

অন্যদপি। চন্দ্রশব্দে শুক্র, সূর্য্যশব্দে রক্ত, এই শোণিত শুক্রের স্থিরতা যতদিন ততদিনই দেহের স্থিতি, যখন যোগবলে দ্বৈতনিবারণ করিয়া একভাবে আপন্ন হইবে, তখন সাধক আত্মাতে সমাগতি লাভকরিতে পারিবেক। অর্থাৎ শোণিতের অবস্থার অন্তর করিয়া শুক্রাত্মক জলেতেই শরীরকে যখন পুরণ করিতে সক্ষম হইবেক তখন অনায়াসে পাঞ্চভৌতিক শরীরকে ত্যাগ করিয়া পরম কৈবল্য পদকে লাভ করিবেক। এই ভাবকেই যোগশাস্ত্রে ইচ্ছা মৃত্যু বলেন। সেই সাধক পরমাত্ম তত্ত্বকে জানিতেও পারে। যথা

গুরুপাদ প্রসাদেন তদৈক্যং যাতিসিদ্ধি
ভাক্। তত্ত্বসারে।

গুরু পাদপদ্ম প্রসাদে কোন সাধকের এই যোগের সাধনায় চন্দ্রসূর্য্যের ঐক্য সিদ্ধি হয়। নচেৎ বলপূর্ব্বক আমি জ্ঞানী জগৎকে এক ব্রহ্ম দেখি ইহা বলাই বিড়ম্বনার নিমিত্ত

হয়। এই যোগপথের সংক্ষেপে উপদেশ করিয়া অতঃপর বায়ু কৌশল দ্রব্যযোগের ব্যবস্থা লিখিতেছি। অর্থাৎ এতদর্থে শরীরস্থ পঞ্চভূতের গুণ লিখিবার আবশ্যক হইল।

পঞ্চাত্মক শরীর বলাতে কেবল আত্ম দেহই যে পঞ্চভূতাত্মক এমত নহে, এতদ্বিশ্বমাত্রই ভূতাত্মক হয়, পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ, এই পঞ্চভূত হইতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে। চরাচর স্থাবরাস্থাবর বস্তুমাত্রই ভূতের কার্য্য যথা উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ, প্রভৃতি চারিপ্রকার প্রজা অর্থাৎ তৃণগুল্মলতা বল্লী বৃক্ষ বনস্পতি বীরুধ ওষধ্যাদি উদ্ভিজ্জপ্রজা। মষক মক্ষিকা পিপীলিকাদি স্বেদজপ্রজা। মৎস্য ভুজঙ্গ পতঙ্গ প্রভৃতি অণ্ডজপ্রজা। নর জাতি ও পশুজাতি মাত্রই জরায়ুজ প্রজা। আদৌ এই পঞ্চভূতের গুণ সকলের অনুধাবনা করা হইলে তবে বায়ু যোগ ও মনে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা পরিশ্রম মাত্র সার হইবে, ফল দর্শিবে না, অতএব সর্ব্বসাধারণের উদ্বোধন জন্য ভূতাদির পঞ্চ পঞ্চ গুণ ব্যাখ্যা আগামী করা যাইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

শদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২ ৬৩ সাল ১৫ ভাদ্র শুক্রবার

ভগবানসৃষ্টিরআদিতেআপনি স্বয়ং দ্বৈতরূপে আবির্ভাব হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ রূপে প্রকাশমান হইয়া দ্বৈত রূপে এতৎ জগতের সৃষ্টিকরিয়াছেন। প্রথমতঃ দেবাসুরের সৃষ্টি করেন। যথা

দ্বয়াহ দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি। বৃহদারণ্যকং।

সর্গাদৌ প্রকৃতি পুরুষ এই দুই রূপ একরূপ হইতেই হয়। এবং দেবতা ও অসুর এই দুই প্রজার সৃষ্টি করেন। যাঁহারা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আচারশীল তাঁহারাই দেবতা, আর যাঁহারা

শাস্ত্র নিষিদ্ধাচারশীল তাঁহারাই অসুর হইলেন। সুতরাং পরস্পর বিরোধী, এই দেবাসুরদ্বয় হইতেই দ্বৈধবস্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

দেবাংশধর্ম্ম, অসুরাংশ ধর্ম্ম, এইরূপে পুণ্য ও পাপ, সদাচার ও অনাচার, ফল ও বিফল, সত্য ও মিথ্যা, শৌচ ও অশৌচ, দয়া ও নির্দ্দয়া, দান ও অদান, ক্রিয়া ও অক্রিয়া, বিধি ও অবিধি, কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, অদ্রোহ ও দ্রোহ, ধৃতি ও অধৃতি, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, যজ্ঞ ও অযজ্ঞ, আস্তিক্য ও নাস্তিক্য জ্ঞান ও অজ্ঞান, মান ও অমান, অপ্রমত্ত ও প্রমত্ত, আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য, সারল্য ও বক্রতা, নির্মৎসর ও মৎসর, অক্রূরতা ও ক্রূরতা, অপৈশুন্য ও পৈশুন্য, অপ্রবঞ্চনা ও প্রবঞ্চনা, পথ্য ও অপথ্য, তথ্য ও অতথ্য, পাণ্ডিত্য ও অপাণ্ডিত্য, অদম্ভ ও দম্ভ, অকলহ ও কলহ, প্রশংসা ও অপ্রশংসা, স্তুতি ও নিন্দা, বিনয় ও অবিনয়, কৌশল ও অকৌশল, অভ্রান্তি ও ভ্রান্তি, ক্ষান্তি ও অক্ষান্তি, শান্তি ও অশান্তি, অদ্বেষ ও দ্বেষ, অমোহ ও মোহ, অলোভ ও লোভ অক্ষোভ ও ক্ষোভ, বিতৃষ্ণ ও সতৃষ্ণ, অহিংসা ও হিংসা, করুণা ও অকরুণা, সন্তোষ ও অসন্তোষ, ব্রহ্মণ্য ও অব্রহ্মণ্য, যথার্থ ও অযথার্থ, অর্থ ও অনর্থ, দীক্ষা ও অদীক্ষা, পরীক্ষা ও অপরীক্ষা, স্বর্গ ও নরক, লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী, সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি, সুচেষ্টা ও দুশ্চেষ্টা, রোগ ও অরোগ, ইত্যাদি দ্বৈত সৃষ্টি ঐ দেবাসুর হইতে হইয়াছে। ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণেরা উপলব্ধি করিতে পারেন যে ধরণীতলস্থ মানববর্গের মধ্যে কে দৈবভাব কে বা আসুর

ভাবে আপন্ন হইয়াছে, যদ্যপি দৈব বা আসুর ভাবুক মনুষ্যের পরিচয় পান্ তবেই বিরোধ কারণ জানিতে পারেন, যে হেতু এই সকলের পরস্পর বিরোধ আছে। যথা

ধর্ম্মের প্রতি অধর্ম্ম, কর্ম্মেরপ্রতি অকর্ম্ম, পুণ্যেরপ্রতি অপুণ্য, আচারেরপ্রতি অনাচার, আস্তিক্যেরপ্রতি নাস্তিক্য দয়াপ্রতি অদয়া, ধৃতিরপ্রতি অধৃতি, জ্ঞানেরপ্রতি অজ্ঞান, অমত্তেরপ্রতি মত্ত, সকরুণেরপ্রতি নিষ্করুণ, সন্তোষেরপ্রতি অসন্তোষ, অমদপ্রতি মদ, বিনয়েরপ্রতি অবিনয়, অক্রোধেরপ্রতি ক্রোধ, ক্ষমারপ্রতি অক্ষমা, অহিংসারপ্রতি হিংসা, অর্থেরপ্রতি অনর্থ, লক্ষ্মীরপ্রতি অলক্ষ্মী, অলোভেরপ্রতি লোভ, শরলেরপ্রতি বক্র, পণ্ডিতেরপ্রতি মূর্খ, অদ্রোহ প্রতি দ্রোহ, সুখেরপ্রতি দুঃখ, শান্তপ্রতি অশান্ত, অরোগেরপ্রতি রোগ, সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধাকরে, যেরূপ দেবতাদিগের প্রতি অসুরেরা নিত্য স্পর্দ্ধাকরিয়া থাকে, অর্থাৎ অসুরেরা দেবস্থান দেবপান দেবভোগ্যাদি সমস্তই অপহরণ করিতে ইচ্ছুক্ হয়।

দেবপ্রায় সুখীব্যক্তিরগৃহে অসুর প্রায়দুঃখের অবস্থান নাই এইনিমিত্ত সুখের বিনাশকারণ দুঃখ সর্ব্বদাই চেষ্টিত হয়, যে শরীরে অরোগের বাস সে শরীরে রোগ সমুচ্চয়ের ভোগ করিতে নিয়ত বাঞ্ছা, এজন্য কুপথ্যকে সহায় করিয়া পথ্য রুচিকে দূরীকৃত করে, যদ্যপি সুপথ্যের বল থাকে তবে কুপথ্য সহজেই পরাজিত হয়, কুপথ্য পরাজিত হইলে সুতরাং তদ্দেহে রোগের অধিকার হয় না, কদাচিৎ দেবাংশেরা ন্যূনবল হইলে অসুরাংশেরা সবলে তদ্দেহকে

আক্রমণ করে, যদিস্যাৎ দেবসেনাপতি ঔষধাদিরা সময়োচিত পরাক্রমশালী হইয়া সুসংগ্রামে উন্মুখ হন, তখন আসুর সেনানী জ্বরাদি ষষ্টিসহস্র রোগের সৈন্য সমভিব্যাহারে সম্মুখ হইয়া মহাপরাক্রমে রণোন্মাদী হয়। রোগে ও ঔষধে পরস্পর সংগ্রাম জিগীষায় স্বীয় স্বীয় পরাক্রমের প্রকাশ করিতে থাকে, তন্মধ্যে ঔষধ সকল জিতহইলে অসুরাংশ রোগাবলী পুনঃ পাতালাখ্যা মূলাধারের নিম্নদ্ব্যঙ্গুল প্রমাণ মলস্থানে পলায়ণ পরহইয়া অপান বায়ুকে আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িত হয়। তখন জিতকাশী দেবগণেরা স্বস্ব অধিকারের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণেরা ক্রমে বলবান্ হইয়া স্বাভাবিক আপনি আপন কর্ম্মপর হয়।

যদিস্যাৎ অসুরাংশভূত রোগসমুচ্ছয় উপদ্রবাবলীকে সৈন্য করিয়া অর্থাৎ স্বেদ কাশ হিক্কা দাহ তন্দ্রা মূর্চ্ছা প্রলাপাদিকে সৈন্য করিয়া বলবদ্রূপে সংগ্রামভূমে অর্থাৎ জীবশরীরে দেবসৈন্য ঔষধাদিকে পরাজিত করিতে পারে, তবে দেবস্থান সকলকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থান সকলকে ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার করিতে থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে স্বস্থান হইতে নিরাকৃত করিয়া আপনারাই অধীশ্বর হয়, কিন্তু তমোংশ ভুত অসুরাদিরা এককালেই জীবের জীবনকে অধিকার করে, তাহাতে স্থানভ্রষ্টহইয়া সহপরিবারে পলায়ণ করিতে আরক্ষণ কালও বিলম্ব করেন না।

অতএব সর্ব্বসাধারণেই বিবেচনা করিবেন যে শাস্ত্রনিষিদ্ধাচারশীল অসুর বংশেরা রোগরূপে জীবশরীরে প্রবিষ্ট

হইবা মাত্রেই জীবকে অশিষ্টাচারে প্রবৃত্ত করে, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহাকে পথ্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তাহাতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাইয়া ব্যাধিবর্দ্ধন কুপথ্য রুচিতাকে অনায়াসেই জন্মায়, যাহাতে জীব হটাৎ অবসন্নতাকে প্রাপ্ত হয়। ঔষধ ও বৈদ্যাদিরপ্রতি দ্বেষ জন্মে এবং হিতেচ্ছু বান্ধব দিগের বাক্যকে তৃণতুল্য উল্লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ যাহাতে আশু প্রাণ নষ্টকরে তাহাতেই রুচির দৃঢ়তা হয়।

এইরূপ যুগেরও বিচার অর্থাৎ দেবাংশ সত্য ত্রেতা, অসুরাংশ দ্বাপরও কলি, সুতরাং সত্যোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি কলিযুগের লোকদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ। কিন্তু ঐ কলিযুগ জীবের পক্ষে যে অত্যন্ত অনিষ্টকারী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, লক্ষের মধ্যে কদাচিৎ কোন ধার্ম্মিকের উপলব্ধি হয়। কলির যে ধর্ম্ম সেই অধর্ম্ম, তদাচরণে কোনক্রমেই কল্যাণ হয় না, যেখানে অধর্ম্মের বলবত্তা সেখানে সহজেই ধর্ম্মের মলিনতা হইতে পারে। দ্বাপর যুগে অসুরাংশ ও দেবাংশভূত মনুষ্য সম রূপে জন্মিত, বর্ত্তমান কলিযুগে সম্পূর্ণ অসুরাংশভূত মনুষ্য, কদাচিৎ দেবাংশভূত মনুষ্যও জন্মে, তাঁহারদিগের দ্বারাই যে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। অসুরাংশ মনুষ্যেরা কদাচ শাস্ত্র মান্য করে না, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহাকেই প্রসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, কেবল কলিবংশীয় ম্লেচ্ছ বাক্যেই তাহারদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এই অবস্থা দেখিয়া একালে কে অসুরাংশ কে দেবাংশ মনুষ্য তাহার অনুসন্ধান করুন।

প্রায় মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মনিন্দায় প্রবৃত্তহইয়া বিবিধ কদর্য্য কার্য্যের সমাচরণ করিতেছে, কেহই প্রায় ধর্ম্মেরপ্রতি ভয় রাখেনা, কেবল বাক্যেই ধর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতা করে, বিশেষতঃ ইতরসংসর্গে এতদ্দেশজাত মনুষ্যবর্গের এমত এক কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে হিন্দুশাস্ত্রের কি দেবদেবীর কি কর্ম্মকাণ্ডের নাম শুনিলেই প্রজ্জলিত হইয়া উঠেন, এবং ধর্ম্মনিন্দা দেবনিন্দা বিপ্রনিন্দা সদাচারনিন্দা বেদনিন্দা শাস্ত্রনিন্দা পুরাণনিন্দা ব্যবহারনিন্দা করিতে সহস্রানন হয়েন। কেহ কেহ তাহাতে এরূপ আনন্দিত হয়েন, যে হিন্দুদিগের নিন্দা করিতে করিতে আনন্দ পাথোধি সলিলে ভাসিয়া যান,। কেবল তাহাও নহে, বরং যাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এদেশ হইতে উঠিয়া যায় সেই উপায় সৃষ্টি করিবার কারণ মহাব্যগ্র হইয়া কতপ্রকার হেতু দর্শাইয়া রাজার নিকট জানাইয়া থাকেন, যেরূপ অসুরেরা পূর্ব্বে দেবতা ব্রাহ্মণ বেদ শাস্ত্রাদির প্রতি স্পর্দ্ধা করিত ইহারাও সেইরূপ সকল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে,।

অর্থাৎ দৈত্য দানবেরা আপনারদিগের ভূতিইচ্ছায় দেবতাদিগকে হীন করিবার নিমিত্ত তপোবনে তপোবনে ভ্রমণ করিয়া যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞধ্বংশ করিত, ও দেবালয়ে দেবালয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেবপূজায় বিঘ্নাচরণ করিত এবং দেবপ্রতিমাদিকে এককালে ভগ্নকরিয়া ফেলিত, কেহ কেহ যজ্ঞভূমির অন্তরীক্ষস্থ হইয়া জ্বলদগ্নির উপর পূয শোণিত অস্থি অঙ্গার পুরীষাদি বর্ষণ করিত, কেহ বা ব্রাহ্মণ সমাজে সমাগত হইয়া স্বাধ্যায় বিঘ্নকরিত। অপরে দেশে২

তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করতঃ সর্ব্বলোকের চিত্তহইতে ধর্ম্ম শ্রদ্ধা যাহাতে অন্তর হয় এমত কৌশলে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ করিত, অরে নির্ব্বোধ অসভ্য ভারতবর্ষীয়েরা নিরর্থ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কেন অকৃতার্থে সমস্ত জীবন ক্ষেপ করিতেছ, ধর্ম্ম মানায় তোমরদিগের কোন ফল দর্শিবেনা, যে সকল অলীক কর্ম্মকাণ্ডকে বেদোদিত ধর্ম্ম বলিয়া মান্য করিতেছ সে সমস্তই প্রবঞ্চকদিগের প্রবঞ্চনা বাক্য, এক্ষণে আমারদিগের নিকট উপদিষ্ট হইয়া জ্ঞানাবলোকন করতঃ সনাতন সত্যধর্ম্মের সমাশ্রয় করহ, যাহাতে অনায়াসে পরমসুখে জীবনযাত্রা সমাপন করিতে পারিবে। আমরা পাতালতল হইতে সমাগত হইয়া আপনারদিগের প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল তোমারদিগের হিতেচ্ছু হইয়াছি, এখন বেদধান্ধা হইতে পরিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল চিত্তে স্বচ্ছন্দাচারে প্রবর্ত্ত হও। এইরূপ দেবনিন্দা ও বেদ নিন্দাদি করা এক্ষণকার মনুষ্যবর্গের স্বভাবদৃষ্টে অসুরাংশ বলিয়া কে না অঙ্গীকার করিবে, রাজা প্রজায় একবাক্যতায় প্রায় ধর্ম্মবিনাশ করিয়া তুলিল।

সন্দেহ নিরসন।

গতবারেরশেষঃ।

তাত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ভগবন্ আপনি যে মৃত রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশের কৃত পুস্তকের প্রমাণ দর্শাইতেছেন, তাহাতেও আমারদিগের সন্দেহ নিরাস হইতে পরিতেছে না, যে কেন্ত সেইপুস্তক যে তৎকৃত এমতবোধ হয়না। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার মর্ম্ম আমরা বিলক্ষণ জানিতাম, তিনি কদাপি হরিহরাদি রূপবন্দেবতাকে মান্য করিতেন না, এবং তীর্থাদিতেও বিশ্বাস ছিল না, ॥

পরমহংসের উত্তর। ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন শ্রবণে ঈষৎ স্মেরা নন হইয়া তীর্থস্বামী কহিতেছেন, অরে অবোধ বালক্ তোমার বাক্যে আমার পরিহাস উপস্থিত হইল, যখন তুমি এই অল্পদিনের কৃত পুস্তকের লিপি মান্য করিতেছ না, তখন বহুকালীয় বেদাদি শাস্ত্র ও পুরাণেতিহাসাদির লিপি প্রমাণ কদাপিও করিবে না, সুতরাং তোমাকে প্রবোধদিবার নিমিত্ত এমত বলবৎ কারণ আরকিছুই দেখিতে পাই না, তোমারদিগের এরূপ স্বভাব দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া কে মান্য করিবে ?। ইহাকে নাস্তিক বলাই সঙ্গত হয়।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহর্ষে, আমারপ্রতি প্রকোপিত হইবেন না আমি লিপিপ্রতি বিতণ্ডা মাত্র করিলাম নতুবা যে বেদাদি শাস্ত্র লিপিকে মান্য করিনা এমত নহে। আধুনিক লিপিতে অনেকপ্রকার গোল আছে তন্নিমিত্তই জিজ্ঞাসা করিতেছি ৺মৃত বিদ্যাবাগীশের দেবাদিরপ্রতি মান্যতার কারণ বিশেষ কিছু প্রমাণ আছে কি না?।

পরমহংসের উত্তর। বাপু রে আরও প্রমাণ আছে, আমি একবার শ্রীশ্রী৺গঙ্গাসাগর দর্শনের কামনা করিয়া যখন বঙ্গভূমে গমন করি, তৎকালে মুরসিদাবাদের কিঞ্চিৎ দূর পশ্চিমে মগধদেশের সীমার মধ্যে উক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি ৺ভাগীরথীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিতে ছিলাম তিনিও সেই ঘাটে নৌকা লাগাইয়াছিলেন, ঐ নৌকারমধ্যে থাকিয়া দৃষ্টিসঞ্চালন দ্বারা ইতস্তত তীরাবলোকন করিতে২ আমার প্রতি দৃষ্টিপাৎ হইল, তৎক্ষণাৎ বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বালাপবশে পরিচিত হইয়া নমস্কার করতঃ (ভো ভগবন্নত্রা

গচ্ছেতি) সম্বোধন বাক্যে আমাকে কহিলেন, তবে কোথায় গমন হইবে আমার কি ভাগ্যোদয় যে ভগবান্ অত্র সাধুসন্দর্শন করাইলেন, আমিও তাঁহার প্রণয়ের বশ হইয়া গোদোহকাল মাত্র তাঁহার নৌকায় বসিয়া মিষ্টা লাপ দ্বারা তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, উক্ত ভট্টাচার্য্য কহিলেন যে আমার চরমাবস্থা, বিশেষ রোগে বিব্যস্ত, এবং অপকৃষ্ট কর্ম্মকরণেরও অপেক্ষা করিনাই, অত্র এব একণে এই মানসকরিয়াছি যে বিশ্বেশ্বর নগরীতে যদ্যপি দেহ সমর্পণ করিতে পারি তবেই নিস্তার হইতে পারিব নচেৎ আর অন্যগতি নাই. (যেষাংক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারানশী গতীতি।) এই বাক্য কহিয়া আমাকে কাশী মৃত্যুর ফল প্রদর্শনার্থ যাবাল শ্রুতিও পাঠ করিলেন। যথা

অত্রৈব প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্মব্যাচষ্টে। যেনাসা বমৃতীভূত্বা মোক্ষী ভবতি ॥

এই বারানশীক্ষেত্রে প্রাণ সকলের উৎক্রমকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর মুমুর্ষু ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করেন, যে মন্ত্র প্রভাবে ঐ জীব অমরণধর্ম্ম যে মোক্ষ তাহার অধিকারী হয়।

অতএব, আমার মুমূর্ষাবস্থা, এই বিবেচনায় অবিমুক্ত ক্ষেত্র দর্শনেচ্ছু হইয়াছি, এতৎশ্রবণে উক্ত বিদ্যাবাগীশকে আমি জিজ্ঞাসাকরিলাম, যে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী রামমোহন

রায়ের প্রধান সহকারী, তুমি যে কাশীক্ষেত্র মান্য করিয়াছ ইহা সামান্য চমৎকারের বিষয় নহে, যাহারা নামরূপ বিশিষ্ট দেবতা ও তীর্থাদিকে কোনক্রমেই মান্যকরে না, এতদ্বাক্যের উত্তরে ভট্টাচার্য্য কহিয়াছিলেন যে হে ভগবন্ আমার প্রথমাবস্থায় যখন অপক্ব বুদ্ধিছিল তখন এসকলকে অমান্য করিতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে বুদ্ধির পরিপাকে নানাশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছি যে নামরূপাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর মূর্ত্তির উপাসনা ব্যতীত নির্লক্ষ নিরঞ্জন পরমাত্মার উপাসনাই হইতে পারে না, সুতরাং চরমাবস্থায় উপাসনার আর কালনাই এক্ষণে কাশী ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প হয়। কলিকাতা হইতে আসিবার কালে ব্রাহ্মদিগের নিকট আমার মনের কথা অস্ফুট আছে, যাহা তোমারনিকট কহিলাম তাহা আর কেহই জানেন না, শুদ্ধ আরোগ্যার্থে বায়ুসেবন করিতে আসিয়াছি এইমাত্র ঘোষণা করা হইয়াছে, এক্ষণে আপনি পরমবন্ধু আশীর্ব্বাদ করুন্ যাহাতে বিশ্বেশ্বর কৃপাকরিয়া এ অভাজনকে স্থান প্রদান করেন।

অতএব রে জ্ঞানাভিমানিন্ মৃতরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আপনি স্বয়ং স্বমুখে কহিয়াছিলেন তাহাতেই আমি তাঁহার মনের ভাব জানিয়াছিলাম, যে তাঁহার দেবতার প্রতি শেষাবস্থায় বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছিল।

আত্মজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। " হে মহাত্মন্, এক্ষণকার ন্যায় দেবতাদির উপাসনা প্রথম সত্যাদি কালে প্রচার ছিলনা, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির প্রসঙ্গ যদিও বেদের কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়

কিন্তু তদ্দারা কোন জীবিতবান দেবতা প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কার্য্যের কারণ গুণস্বরূপ ব্রহ্মাদিশব্দে কল্পিত হইয়াছে, বক্তৃতাদ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার উপাচার্য্যেরা ও তৎ সভাধ্যক্ষ্যেরা আমারদিগকে নিয়ত এই উপ দেশ করিয়া থাকেন। ,,

পরমহংসের উত্তর। দেবতাদির উপাসনা প্রথমকালে প্রচারিত ছিলনা, ইহা তত্ত্ববোধিনীসভা ও তৎপত্রিকা প্রকাশকেরা কোন্ বেদ ও কোন্ পুরাণ ও কোন্ সংহিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারি না, আমরা সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে দেবতাদিগের উপাসনা না করিলে জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করা যাইতে পারে না। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা কেবল স্বকপোল কল্পিত যুক্তিদ্বারাই বক্তৃতা এবং লিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইসকল কুযুক্তি ইহা কেবল অজ্ঞদিগের গ্রাহ্য বিজ্ঞজনের গ্রাহ্যহইতেপারে না। হা, শুদ্ধ মৌখিক বক্তৃতায় শাস্ত্রপ্রমাণকে উচ্ছেদ করিতে চাহিলে সংপূর্ণ রূপে নাস্তিকতাই প্রকাশ পায়,।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা, সদ্গুরুর উপাসনার বলে এক বিশিষ্ট কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন, এই যে বেদ পুরাণাদির যে স্থলে নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতি বা বচন প্রাপ্ত হয়েন তাহাকেই যত্ন পুর্ব্বক গ্রহণ করেন, যে স্থলে শ্রুতি কি বচনদ্বারা সাকার প্রতিপন্ন করিয়া ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি লিখিয়াছেন, তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করেন না, বরং সেই সকল শ্রুতি ও বচনকে কল্পিতাপবাদে ভূষিত করিয়া

থাকেন, ইহাঁরদিগের গুণের কথা স্মরণ করিতে হইলে সাধুদিগের করুণারসে চিত্ত আর্দ্রীভূত হয়। এবং যে সকল শাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ ধৃত করেন তাহার সমন্বয়ের প্রতি অপাঙ্গপাৎ না করিয়া পূর্ব্বভাগ ও পরভাগকে ত্যাগ করতঃ শুদ্ধ আপনারদিগের অভিমতানুসারিক যে প্রমাণ হয় তাহাই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

এবং যে সকল উপনিষদকে মান্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সকল উপনিষদের কোনস্থানে সাকার প্রতি পন্ন হয় এমত শ্রুতি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কল্পিত বলি বার সাবকাশ নাপাইয়া স্বমত রক্ষার্থ যুক্তি করিয়া অব শেষে তাহাকে রূপক আখ্যায়িকা কহিয়াথাকেন। আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা সংকল্প করিয়াছেন, যে যদিও শাস্ত্রে সাকার ব্রহ্ম স্বীকার করিয়া থাকেন থাকুন্ কিন্তু ধর্ম্মনাশ হয় হউক্ চন্দ্রসূর্য্য ভূতলে পড়ে পড়ুক্ দেশবিপ্লব হয় হউক্ তথাপি আমরা প্রাণান্তেও সাকার ব্রহ্ম বলিব না, ইহারদিগের আপত্তি বালকের আব্দারের ন্যায়, বাক্যের প্রণালীও তদ্রূপ সিদ্ধ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মাসেক্ ছয়মাস কি বৎসর মধ্যে যে সকল বাক্য লিপিদ্বারা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পুন র্ব্বার তদ্বিপরীত বাক্য ঐ পত্রিকাতে অক্লোভে লিখিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু কি কুহক নির্ব্বোধ অভিনব ব্রহ্মধর্ম্মী রা তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান নাকরিয়া তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা লেখক ভাল বলিয়া এককালে প্রেমসিন্ধু সলিলে ডুবিয়া যান্।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

১০ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩১ ভাদ্র রবিবার

ইদানীং অভিনব ব্রাহ্মদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কতকগুলিন্ কাল্পনিক বাক্যকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রচনা প্রণালীর কৌশলে তাদৃশ অজ্ঞ অসজ্জনদিগের চিত্ত-রঞ্জনার নিমিত্ত যেরূপ লিপি প্রকটন করিয়া থাকেন, এবং বক্তৃতাও তত্ত্ববোধিনী সভায় সেইরূপই করেন, যদিও কদাচিৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতার নিমিত্তে বেদাদি শাস্ত্রের যে যে প্রমাণধৃত করেন, তাহাতেও তাঁহারদিগের মত পোষণ হয় না, তদ্ভিন্ন বেদ বহির্ভূতার্থ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের প্রমাণ যাহা

অত্যন্ত অযুক্তিসিদ্ধ তাহাই আপনারদিগের বুদ্ধিবলে যুক্তিসিদ্ধ করিয়া নিরর্থ বাচালতা প্রকাশ মাত্র করেন, সে সকল বাক্যকে জ্ঞান দুর্ব্বল বিজাতীয় শাস্ত্রধ্যায়ি অভিনব যুবকদিগেরই যথার্থ বলিয়া বোধ জন্মে।

ফলিতার্থ সাধারণ প্রণালীর অনুগামী হইয়া সাধারণ ব্যবহারে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকরা হইতে পারে না, ধর্ম্ম রক্ষাকরা সাধারণ কর্ম্মও নহে। এতদ্বিষয়ে বহুবিধ নিয়মের প্রতিপালনের দ্বারা বহু আয়াসেপ্রয়াস পাইতে হয়। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে রূপ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার উপায় করিতেছেন, তাহাতে বিশেষ নিয়ম প্রতিপালনের অপেক্ষা করে না, শৌচাশৌচের আবশ্যক নাই, বিধিনিষেধের বিচার নাই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কোনদোষনাই, জাতীয়বিচারের প্রয়োজন করে না, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্মের নিয়ম নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম কালাকাল গম্যাগম্য পবিত্রাপবিত্র শুভাশুভ শুদ্ধাশুদ্ধ মেধ্যামেধ্য বিচার নাই, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার রহিত ম্লেচ্ছাদির সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও মদ্যাদি পান করিতে কোন বাধা নাই, আর সাবকাশ কালব্যতীত ঈশ্বরকে মানিতে হয় না, একজন ঈশ্বর আছেন ইহা মুখে মান্যকরা ব্যতীত বিশেষ উপাসনা করিতে হয় না, ও বেদমন্ত্র সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতির উচ্চারণ করায় স্ত্রী শূদ্রাদির কোন নিষেধ নাই। এবংদেব দেবী পূজার আবশ্যক করে না, এরূপ অনিয়মে যদি ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং প্রকৃতরূপে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকরা হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে নিয়মগ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্য লোকে

এত ক্লেশ স্বীকার কেন করিবেক। শ্রুতি সুখতা প্রযুক্তে অবশ্যই মনের প্রবৃত্তি হয়, অজ্ঞজনে শাস্ত্রেপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রে অসিদ্ধ এমত বিচার কদাচ করে না, তাহারা স্থূল বিবেচনা এই করে, যে ইচ্ছামত আচার করিলে যে মতে আমার দিগের ধর্ম্ম রক্ষা হয় আমারদের সেই মতকেই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, মিথ্যা ঙ্গটীনাটী ঢেঁকির কচকচী শাস্ত্রমত ধর্ম্মমানার আবশ্যক নাই, এই সুযোগ বুঝিয়া কালানু যায়ী ধর্ম্ম রক্ষার উপায় সর্জ্জন করতঃ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা দলবদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছেন, ফলেও কালানুসারে যথেষ্টাচারীদিগের ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য প্রযুক্ত অনেকেই কৃষ্টান্ না হইয়া হিন্দুঅভিমান রক্ষার নিমিত্ত এই ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। অর্থাৎ ইংল ণ্ডীয়দিগের সহিত আহার ব্যবহার চলিবে অথচ হিন্দু থাকিব।

একালে এরূপ স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রবোধ দিয়া যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, তবে তাহারা যখন আপন২ চিত্তে বিশিষ্ট বিবে চনা করিতে সক্ষম হইবে তখনই আপনারদিগের সৎ কার্য্যের করণীয়তার প্রবোধ জন্মিবে। ফলিতার্থ যথার্থ বেদের বাক্যপ্রতি বিশ্বাস জন্মিলে যাগযজ্ঞাদিও অগ্নিকর্ম্মা দিকে অবশ্য করণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কেন না কর্ম্ম কাণ্ডের নিরাস করিতে কোন শাস্ত্রেই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, যেহেতু সংসারিব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হইবেক।

বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধনে সাকার ব্যতীত নিরাকারের অর্চনা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ইহা সর্ব্বসাধারণেরই বোধ গম্য হইতে পারিবেক। যে যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা পুরুষ বিষ্ণু, একারণ তাঁহাকে যজ্ঞেশ্বর বলেন, সেই বিষ্ণু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র বিশ্বেদেব অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য ভাগার্হ দেবতা দিগের আবাহন সংস্থাপন ধ্যান পূজাদি ব্যতীত কদাপি যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

কর্ম্মকাণ্ডই জ্ঞান সাধনার প্রধানাঙ্গ হয়, ইহা সর্ব্ব বেদ বেদান্তে পুনঃপুনঃ অনুশাসন করিয়াছেন। সুতরাং বেদাজ্ঞা মতে সৃষ্টির প্রথমাবধি একাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদাবচ্ছেদে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি প্রচলিত আছে। এই বর্ত্তমান কলি যুগের প্রথমাবস্থায় যুধিষ্ঠিরাদির বংশাবসানের পর কত কত নাস্তিক জন্মিয়াছিল এবং গৌতমবংশীয় রাজারা চির কাল নাস্তিকতা করিয়াছিল, কিন্তু সমধিক যত্নদ্বারা বেদো দিত কর্ম্মকাণ্ডের বিধি লোপের চেষ্টা করিয়াও কর্ম্মকাণ্ডের উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। ইহাতে আধুনিক জ্ঞানী তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এবং অভিনব রাজ্য শ্রীপ্রাপ্ত ইংলণ্ডীয়েরা অনিত্য চেষ্টা করিয়া বদ্ধমূল ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে কখনই পারিবেন না, তবে ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন দ্বারা কতকগুলা অপাত্র কুলাঙ্গার দিগকে ধর্ম্ম হইতে বহি ষ্কৃত করিয়া দিবেন ইহা অনুমানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে হেতু সুচতুর, ইঙ্গলণ্ডদ্বিপীয় মানবেরা আপনাদিগকে দেশ হিতৈষী রূপে জানাইয়া নানাস্থানে বালকদিগকে বিদ্যা দান করিব বলিয়া যে বিদ্যালয় স্থাপনা করিতেছেন, তাহাই

এদেশের ধর্ম্মনাশের এক প্রধান সূত্রপাত হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে কি হইতে পারিবেক, অপর স্বপক্ষ পোষণের নিমিত্ত যে সকল শাস্ত্র প্রমাণ ধৃত করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে স্বমত পুষ্টি না হইয়া বরং পরপক্ষের দৃঢ়তর প্রমাণ হইতেছে। অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কখন কখন লিখিয়া থাকেন। যথা

"প্রথমকালে একমাত্রবেদ যখন এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল তখন পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এতদ্দেশীয় লোক সকল প্রবৃত্ত ছিল। ০০০০ ॥সত্যযুগে চতুর্বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল ॥"

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এতল্লিপি দ্বারা আপনারাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, যে সৃষ্টির প্রথমাবধি জাতিবিচার আচার যাগযজ্ঞাদির বিচার আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও যে সম্প্রতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদির উচ্ছেদ করিতে যত্ন করেন সে তাঁহারদিগের প্রকৃতির গুণ স্বীকারকরিতে হইবে,। এবং কখন২ এরূপ লিপিও প্রকাশকরিয়া থাকেন,। যথা

"এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মোপাসনার সামর্থ্য লাভের নিমিত্তে কেহ কেহ নিষ্কামকর্ম্মে কেহবা স্বর্গাদি সুখলোভে সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ও দীপ্যমান বস্তু সকলের আরাধনা করিতেন ও তদ্দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহতী শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া এবং বৈদিক নিয়ম পালনদ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া অনেকে জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন ॥"

উত্তর। সকামকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম সৃষ্টির প্রথম কালাবধি চলিয়া আসিতেছে সুতরাং কর্ম্মব্যতীত জ্ঞান জন্মেনা ইহা আধুনিক ব্রাহ্মদিগের স্বীকারকরা হইয়াছে। যদ্যপি বৈদিক নিয়ম পালন ও কর্ম্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রিয় সংযমাদি ব্যতীত জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে কর্ম্মকাণ্ডাদির স্রোত প্রথমেই বিলীন হইত। অতএব জানিয়াও যে এই সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতেছেন ইহা চমৎকারের বিষয়।

এবং বায়ু অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতাদিগেরও প্রথম কালাবধি পূজারবিধি প্রচার থাকায় নিশ্চয় হইল যে তাঁহারা শরীরী জীবিতবান্ দেবতা নচেৎ বেদকর্ত্তাকে মূর্খ কহিতে হয়, কেননা তিনি জড়পাদার্থের অর্চ্চনা করিতে অনুশাসন কেন করেন।বিশেষতঃতত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরাও লিখিয়াছেন, যে ইহাদিগের পূজাকরিয়া জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জড়পদার্থের অর্চ্চনায় কদাপি জ্ঞান লাভহইতে পারে না। অতএব সর্ব্বসাধারণের প্রতি এই নিবেদন যে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, যাহা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত আছে, তাহা সকলই যথার্থ কিছুই অলীক নহে। কেন না মিথ্যা বস্তুর আরাধনা করা কখন সম্ভব হয় না।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক দিগের লিখিবার কি পারিপাট্য একবার যাহাকে সত্য বলেন, আরবার তাহাকে অনায়া

সেই মিথ্যা বলেন, ইহাতে কোন শঙ্কাই করেন না এবং লজ্জাবোধও হয় না। প্রথম লেখেন কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ও দেবতাদিগের অর্চ্চনা দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্তি হয়, পরক্ষণেই বলেন কর্ম্মকাণ্ড মিথ্যা দেবতা মিথ্যা শুদ্ধ রূপক বর্ণনা মাত্র।

ফলিতার্থ মিথ্যা জড়বস্তুর উপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, যদ্যপি মিথ্যাবস্তুর আরাধনায় সত্যপদ প্রাপ্তিহওয়া যায় তবে আকাশের ফল পুষ্পাদিও লাভ হইতে পারে, ও স্বপ্ন লব্ধ বস্তুও সফল হয়, এবং স্বপ্নে স্ত্রী সম্ভোগ করিলেও পুত্র লাভ করিতে পারাযায়।

কি আশ্চর্য্যের বিষয় অতিপূর্ব্ব সত্যকালে জনসকল নিষ্পাপ সম্পূর্ণ জ্ঞানবান ছিল ও ধর্ম্মও চতুষ্পাদ ছিল, ও সর্ব্বদা ঈশ্বরের অনুকম্পা সর্ব্বথা ছিল, এবং মন ও বুদ্ধি কোনপাপে আসক্ত ছিলনা, সেইকালেই যখন এই জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি সম্যকরূপে প্রচারিত ছিল, তখন বর্ত্তমান কষায় কলিকালে লোকসকল পাপাক্রান্তচিত্ত, ঈশ্বর জ্ঞানে সম্যক্ অসমর্থ ঈশ্বরানুকম্পা রহিত, অহরহ বিত্তশাঠ্যাদিতে প্রবৃত্ত, ও পরপ্রতারক এবং মন ও বুদ্ধি নানাবিধ কলুষ মলায় মলিন হইয়াছে এমন্ সময় যে ক্রিয়াকাণ্ডানুষ্ঠান ভিন্ন জ্ঞানভূমিতে জন সকল আরূঢ় হইবে ইহা লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ যুক্তিতে যুক্তকরা যায় না।

মনুষ্যশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে মাহয় এমত কর্ম্মই নাই জগদীশ্বর এই সৃষ্টিলীলা দর্শনেচ্ছু হইয়া প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাতে যে কত কত অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা হয় না, ফলিতার্থ পরমেশ্বর আপনি স্বয়ং সূত্রধার হইয়া নটেরন্যায় রঙ্গভূমে নাট্যলীলা করিতেছেন। সুতরাং তাহাকে নটবর বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে আখ্যাত করেন।

যদিও তিনি নির্গুণ নিরাকার নিরীহ নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব, বিশেষণবর্জ্জিত, তথাপি তিনি সগুণ বিকারী চেষ্টাবান্ বিশেষ্য রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করেন, কেননা তাঁহার সত্তায় জগতআছে, এবং যিনিযত কার্য্যের সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতকর্ম্মা রূপে মান্য করুন না কেন, কিন্তু মূলকর্ত্তা পরমেশ্বরকে মান্য করিতেই হইবে, আর যিনি যত চতুরতা করিয়া পদার্থ যোগ দ্বারা যে যে কল কৌশলাদির স্রষ্টা হইয়াছেন তাহারও মূল কারণ ঈশ্বর, অর্থাৎ দ্রব্য সকলের সেইরূপ গুণ প্রদান না করিলে কেহই কোন কৌশল করিতে নিপুণ হইতে পারিতেন না।

তিনি আনন্দ স্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার জ্যোতিতেই জগতে যত জ্যোতিষ্মান্ বস্তু আছে সেসকলেরই জ্যোতি হইয়াছে, তাঁহার আনন্দ রূপের ভাসাতেই জগতে আনন্দানুভব হইতেছে, তাঁহার চৈতন্য স্বরূপের

ভাসায় জগতে জীবমাত্র চেতন বিশিষ্ট হয়, তাঁহার জ্ঞান স্বরূপের ভাসায় জগতে জ্ঞানানুভব করে, অতএব তিনিই সর্ব্ব কারণ স্বরূপ হয়েন। তিনি এক হইয়াও অনেক রূপে প্রকাশমান্ হইয়াছেন। যথা

পরমাত্মা মহাসূর্য্যঃ সূর্য্যএকপ্রকাশকঃ।
প্রকাশা নন্দয়োরৈক্যং কর্ত্তব্যঞ্চ নির
ন্তরং ॥ তত্বসারে।

আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা মহাসূর্য্য তৎপ্রকাশক ব্যাবহারিক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সূর্য্যহয়েন। অতএব আনন্দও প্রকাশের ঐক্য করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

ইত্যর্থে, আত্মাই সর্ব্বপ্রকাশক, যে হেতু শ্রুতিসংবাদ আছে, (তদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ ইতি।) তাঁহার দীপ্তি তেই জগৎ দীপ্যমান, অর্থাৎ আত্মার সত্তাকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশানুসারে সমস্ত জ্যোতিঃ প্রকাশক এক সুর্য্য হয়েন। সেই সূর্য্যের সহিত পর মাত্মার ঐক্য করিয়া সাধক তৎপদে অধিগমন করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। একারণ সকল সাধকেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মতেজ জানিয়া সূর্য্য ও পরমাত্মায় ঐক্য করি য়া উপাসনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পরমাত্মাই সূর্য্য ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন,। তথাহি।

চিদানন্দময়শ্চিত্তশ্চেতনা চন্দ্রিকান্বিতা।
ইত্যাদি।

চিত্ত চন্দ্ররূপ কিন্তু আত্মার জ্যোতিতেই জ্যোতিষ্মান্ হয়েন। অর্থাৎ জ্ঞানানন্দময় চিত্ত, চেতনা চন্দ্রিকাতে অম্বিত হয়েন।

এই জ্ঞানের সত্তা, এবং চৈতন্যের সত্তা কথিত হইয়াছে, অতঃপর সৃষ্টি বিষয়ে এই তিনের সগুণত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক পুরুষ পরমাত্মা তিনিই নানারূপে প্রকাশ হওয়াতেই সগুণ বলা যায়। সমস্তই তদ্বিভূতি কার্য্যানুরোধে তরতম করিয়া ব্যাখ্যা করে, ফলে একপুরুষ ভিন্ন অন্য নহেন। সত্বভূত, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার মহৎ প্রকৃতি পরমাত্মা, পর পর শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যথা

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ মনসশ্চ পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ। পুরুষান্ন পরাকিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সাপরাগতিঃ। কাঠকে।

ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অর্থ। অর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ মন। মন হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মা আত্মাহইতে মহত্তত্ব। মহত্তত্বহইতে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পুরুষের পর শ্রেষ্ঠনাই। অতএব পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ, তাহারলক্ষণ তত্ত্বসারে আরও বিশেষ করিয়া

কহিয়াছেন, যে ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি অহঙ্কার মহান্ প্রকৃতি হই তে সূক্ষ্ম, শূন্য, শূন্যহইতে শ্রেষ্ঠ পরাৎপর নিরঞ্জন পরব্রহ্ম। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে সগুণ মানিয়াছেন, অর্থাৎ যে পঞ্চ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি করা যায় সেই তাঁহার গুণ, যদি তিনি বিশেষণ বর্জ্জিত হইতেন তবে তাঁহাকে জানিবার কোন উপায়ই থাকিত না, অতএব সর্ব্ববেদ বেদান্তে তাঁহাকে গুণবান বলিয়াছেন, তবে যে নির্গুণবলা সে গুণে লিপ্ত নহেন এই মাত্র, তিনি আনন্দ স্বরূপ সেই আনন্দের যে বিশেষ লক্ষণ সেই তাঁহার গুণ। যথা

এতে পঞ্চগুণোপেতাঃ কথ্যন্তে তজ্জ্ঞগুণং তথা। নির্গুণত্বং নির্ম্মলত্বং পরিপূর্ণত্ব মেবচ। ব্যাপকত্বং কেবলত্বং আনন্দস্য গুণাইতি॥ তত্ত্বসারে।

আনন্দ নিরঞ্জন প্রভৃতি পঞ্চগুণোপেত হয়েন, অতএবতাহা দিগের গুণ ক্রমে কহিতেছেন নির্গুণত্ব, গুণে অলিপ্ততা।১। নির্ম্মলত্ব, অতি স্বচ্ছতা।২। পরিপুর্ণত্ব, অখণ্ডতা।৩। ব্যাপকত্ব, অতি বিস্তারতা।৪। কেবলত্ব, দ্বৈতশূন্য।৫। এই পঞ্চ গুণ আনন্দ রূপের লক্ষণ, ইহার অভাবে আনন্দব্রহ্ম বলাযায় না। অতঃপর নিরঞ্জনাদির গুণ আগামী প্রকাশ করা যাইবেক

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল ও সন ১২৬২ সাল এই নববৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৯ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মুল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার ১২ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা উক্তস্থানে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১[illegible] সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ আশ্বিন মঙ্গলবার

যে ব্যক্তি নিতান্ত লোকানুরাগ প্রিয়, অর্থাৎ লোকে আমাকে সুধী সিদ্ধজ্ঞানী বলিয়া জানুক্। এবং ধর্ম্মে দৃঢ়তাশূন্য, কেবল লোকসংগ্রহ করিয়া দলবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমস্ত যত্নকে সমর্পণ করে, সে ব্যক্তি কখনই সত্যব্রত প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় না। মিথ্যাকথন মিথ্যা ব্যবহার মিথ্যা আচার দম্ভ প্রবঞ্চনা মাৎসর্য্য শাঠ্য ক্রুরতা প্রভৃতি যে সকল অধর্ম্মের পরিবার, সেই সকল দোষ আপনা হইতে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

সেই হতবিজ্ঞান দাম্ভিক লোকানুরাগী পুরুষের স্বতঃস্বভাব এই যে দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এবং প্রায় প্রত্যেক লোকের

ভবনে ভবনে ভ্রমণপর হইয়া আপনার দলপুষ্টির নিমিত্ত লোকসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যাহাতে লোকের মনভুলাইতে পারে সেই ব্যবহারের অনুগত হয়। এরূপ দুর্ব্বলস্বভাব হতবীর্য্য ধর্ম্মবহিষ্কৃত মনুষ্য যখন যে লোকের নিকটে বাস করে কিম্বা যে কোন লোকের নিকটে যায়, তখন তাহারই মনোজ্ঞ কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়৲ অর্থাৎ যে রূপে হউক্ তাহাকে আত্মীয়তা রূপ জালে আবদ্ধ করিতে পারিলে হয়।

এইরূপ অধন্যশীল পুরুষে এক্ষণে ধরণীমণ্ডল প্রায় ব্যাপ্তময় হইয়াছে, সেই সকল কদর্য্য পুরুষ আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার যুক্তিলিপ্ত নিরাকার বাদকে যত্নপূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বোধে কল্পিত ব্রহ্মসভার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অর্থাৎ কালানুযায়ী ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় কোন অপচয় নাই বরং এধর্ম্মে আমার ধর্ম্মের সাহায্য হইতে পারে৲ যে হেতু আমি প্রবঞ্চশীল, তত্ত্ববোধিনী সভাও তদ্রূপ প্রবঞ্চনাস্থলী৲ এখানকার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মও প্রবঞ্চনা মাত্র৲ কেন না তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা সম্পাদকেরা কোন ধর্ম্মই মানেন না অথচ ধর্ম্মকথার বক্তৃতা করিয়া থাকেন৲ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও ধর্ম্মনীতি লিখিয়া প্রকাশ করেন৲ আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী দলেরমধ্যে মদ্যমাংস কদর্য্যান্ন গ্রহণের নিবৃত্তি নাই, কিন্তু মদ্যাদি পান ও মাংসাদি কদর্য্যাহার করা অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া লিপি প্রকাশ করেন ও বক্তৃতাও করেন। পরস্ব হরণ পরদারাভিমর্ষণ মাতা পিতার অপ্রিয় সাধন৲ অযোগ্য পাত্রে ধন বিতরণ করা অত্যন্তরূপে অযোগ্য৲ কিন্তু আধুনিক জ্ঞানীরা পরস্ব হরণ৲ পরদারা গ্রহণ পিতামাতার অপ্রিয় কর্ম্ম করণ অবৈধ প্রতিগ্রহ ভিন্ন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দানাদি কখনই করেন না৲ সুতরাং আমার নিরাকারবাদে প্রবৃত্তি করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদলে গণ্য হওয়া উচিত, সাকারবাদে প্রবৃত্তি করিতে হইলে এ সকল ধর্ম্ম মানিতে হয়, তাহাতে আমার মনেরমত কোনকর্ম্ম সম্পন্ন

হইতে পারেনা, এতদ্বিবেচনায় ঐ কদর্য্যশীল ব্যক্তি আধুনিক নিরা কার বাদী অতত্ত্বে তত্ত্বদর্শীর নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার যুক্তি নিদ্দায় ও আপনার স্বভাবানুসারিক তত্ত্বকথার শ্রবণ করিয়া তদ্ধর্ম গ্রহণে সম্মতি প্রদান করে।

অনন্তর তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের নিকট উপদিষ্ট হইয়া তত্ত্ববো ধিনী সভায় সভ্য শ্রেণীর বৃদ্ধি করিবার আশয়ে এবং আপনার সাধ্য কাঙ্ক্ষায়ও বটে সর্ব্বত্রে লোক সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয়। অর্থাৎ বিশেষ উপায়জ্ঞ হইয়া প্রথমতঃ প্রবেশকালে কোন লোকের অমনো মত ব্যবহার করেনা, যদিস্যাৎ কোন ধার্ম্মিক সাকারবাদী আকার বিশিষ্ট পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, সে স্থানে তাঁহাকে ভুলাইয়া আত্ম প্রবেশোপায়ের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সাকার উপাসনায়ও অস ম্মতি প্রদান করিতে হটাৎ সাহস পায়না, আত্মকার্য্য সাধনের নিমিত্ত কালপ্রতীক্ষা করিয়া তৎকালে সেখানে সাকার ব্রহ্মের মহিমা বর্ণন করিতে সহস্র রসনা ধারণ করে।

যদি কোন দাম্ভিক পরানিষ্টকারী মৎসর লোকের নিকট যায়, সেই খানে পরানিষ্ট করণের উপায় কহিয়া এবং দম্ভাদির গুণ প্রশংসা করি য়াও তাহার সম্যক্ সন্তোষ জন্মায়। যদি কোন পরোপকারী মহান্ পুরুষের সন্নিহিত হয় তবে তৎসন্তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত পরোপকারিত্ব গুণেরই যথাসাধ্য যশোবর্ণন করিতে থাকে।

কোন দানশীলের সন্তোষ জননার্থে তন্নিকটে দাতৃত্ব শক্তির ও দানের যে কি মহিমা তাহার বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিয়া ঐ দাতার সম্যক্ চিত্তকে আকৃষ্ট করে। অনন্তর অদাতা ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণশীল ব্যক্তির যখন সন্তোষ জন্মাইবার প্রয়োজন হয়, তখন কার্পণ্য ধর্ম্মের মহিমা কথনে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মহাশয় বহুআয়াসে উপার্জ্জন করিতে হয় যে অর্থ তাহার ব্যয়করা অজ্ঞানের কার্য্য, নিরর্থ কতকগুলা মাটীমাখা ভণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানীকে টাকাদিয়া ভাণ্ডার শূন্য করা কর্ত্তব্য নহে

ধন থাকিলে সকলকে পাওয়া যায়, বিত্তহীন ব্যক্তিকে কেহ আদর করে না, দোল দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধাদিতে এত ব্যয় করিবার আবশ্যক কি। এইজন্য পৌত্তলিক ধর্ম্মে থাকিতে হইলেই প্রতিপদে অকৃতার্থে ধন ব্যয় হয় বরং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এ সকল কুটীনাটী থাকে না, নিরর্থ ধনব্যয়ও হয় না আপনি ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করুন প্রতারক ব্রাহ্মণজাতির কুহক জাল হইতে পরিমুক্ত হউন শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি উঠাইয়া দেউন যাহাতে ক্লেশার্জ্জিত নিয়ত ধনের নাশ হইতেছে। তাহাতে যদি সেইব্যক্তি সম্মতি না করে এমত বুঝেন তবে তাহাকে একপ কহিয়া তুষ্ট রাখেন যে মহাশয় যদিও আপনার ব্রহ্মধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ না হয়, তবে অমনি যে কোনরূপে শ্রাদ্ধাদি করুন তন্নিমিত্ত এত ধন ব্যয়করিবার আবশ্যক কি? একপ নানাপ্রকার বাক্যে ঐ অদাতা পুরুষের ক্রমে চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

যখন নব্যসম্প্রদায়ী জনগণের মনস্তোষ করিতে ইচ্ছাকরে তখন দেশ প্রচলিত প্রাচীন রীতি সকলকে কুরীতি বলিয়া সমূহ নিন্দা করে, এবং বর্ত্তমানকালের ব্যবহারাদিকে উৎকৃষ্ট জানাইয়া বিদ্যমান ইংরাজ দিগের ব্যবহার রীতি চরিত্র সকল প্রশংসা করিতে থাকে, দেখ আমার দিগের পূর্ব্ব প্রাচীন রাজাদিগের যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহাতে ইংরাজদিগের ন্যায় সুসভ্য বুদ্ধিমান্ কোন রাজাই ছিলেন না, কেবল কতকগুলা প্রতারক ব্রাহ্মণপণ্ডিত লইয়াআবৃত থাকিতেন এবং অলীক ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া যাগযজ্ঞে ব্রত থাকিয়া রাজ শাসনে নিরস্ত হইতেন, কিসে দেশের হিত হয়, কিসে রাজ্য স্ফীত হয়, কিসে প্রজালোকের বিদ্যাবুদ্ধি উৎসাহের বৃদ্ধি হয় ইহার চেষ্টামাত্রও করেন নাই, ইংরাজ জাতীয় রাজারা অতি সুসভ্য কেবল আমারদিগের দেশের হিতের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে সম্যক্ যত্নবান হইয়াছেন, আহা, কিবা কল কৌশলের সৃষ্টি করিতেছেন, যাহাতে প্রজালোকের সুখের সমধি হয় না।

যদি কদাচিৎ ঐ ব্যক্তি প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের সভায় উপস্থিত হইলে তত্রস্থ ব্যক্তিসমূহের সন্তোষ সাধনার্থে বর্ত্তমান কালের রীতি নীতির দোষানুসন্ধান করিতে সুনিপুণ হয়। অর্থাৎ এই পৃথিবীর একণে যে অবস্থা ঘটিয়াছে ইহাতে সাধুদিগের নিরন্তর অপারণীয় ক্লেশের উদয় হইতেছে. পূর্ব্বকালের মত ধার্ম্মিক রাজাদিগের অভাবে ধর্ম্মের হানি দিনদিন ঘটিতেছে, নব্য সম্প্রদায়ী বালকেরা ইংরাজীস্কুলে ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদ্ধর্ম্মরুচিতা প্রযুক্ত চিরপ্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মে পরাঙ্মুখতাচরণ করিতেছে অর্থাৎ চিরকাল অসভ্য ছিল যে ইংরাজজাতীয়েরা তাহারাই তাহারদিগের মতে সুসভ্য হইয়াছে, যাহারদিগের বিদ্যাব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুমাত্র ছিল না কেবল পশুবৎ আহার বিহারে রত ছিল, ইদানীং না না দেশপর্য্যটন করতঃ না না বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া না না প্রকার কৌশলজ্ঞ হইয়াছে। বিশেষতঃ যত কৌশল যতদেশথাকিয়া সংগ্রহণ করুক তাহার অধিকাংশই এই হিন্দুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। একণে তাহা স্বীকার কোনমতেই করে না শুদ্ধ ভাবতস্করতা করিয়াই অধুনাতন সভ্য শ্রেণীমধ্যে গণ্যহইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দেশজাত অভিনব যুবকেরা এমনই অর্ব্বাচীন যে আপনারদিগের সভ্যতাপ্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া ইংরাজদিগকেই সত্য সভ্য কহিয়া আপন২ ধন মান জাতি কুল সকলই বিনাশ করিতে বসিয়াছে, মহাশয়েরা যতদিন ততদিনই এই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম স্থির আছেন, তাহারপর এই দুর্ব্বল স্বভাব নবযুবকেরা যে কি করিবেন তাহা কে কহিতে পারে॥

এইরূপ নবীন ব্রহ্মজ্ঞানীদলে অনেক লোক লোকসংগ্রাহক হইয়াছে, প্রধান প্রধান মহাবংশপ্রসূত ব্যক্তিরাও এই রূপভাবে না না স্থানে ভ্রমণ করিয়া জনচিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছেন। যখন যাহার সহিত আলাপ করেন, যাহারি নিকট উপবেশন করেন যাহার সহিত কার্য্য কর্ম্ম করেন, তখন তাহার সন্তোষ যাহাতে হয় সেইরূপ তাঁহারি মনো

গত কথাকহিতে প্রবৃত্ত হন, যথা ধর্ম্মের প্রবৃত্তি না করিয়া আপন আপন মনেরভাব গোপন রাখিয়া স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া সত্যা সত্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না, তাহার কারণ, পাছে লোকে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কা যার থাকে সে কখন আপনার মনো গত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিতে পারেনা। না পারুক্ কিন্তু বিচ ক্ষণ দিগের নিকট নষ্টের চরিত্র কদাচই গোপন থাকে না, যাহারা সেই রসের রসিক হয় তাহারাই সেইসকল লোকের সহিত সংপ্রীতি করিতে ইচ্ছুক হয়, । যথার্থ ধার্ম্মিকেরা তাহারদিগের সহিত বাক্যেও আলাপ করিতে চাহেন না। এক্ষণে নবযুবকদিগের এমনি দুর্দ্দশার ঘটনা হইয়াছে, যে তাহারা এককালেই তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের কুহকজালে আবৃত হইয়া কিসে হিত কিসে অহিত কিসে ধর্ম্মযায় কিসে ধর্ম্মথাকে ধর্ম্মই বা কি অধর্ম্মই বা কি সত্যই বা কাকে বলে, অসত্যই বা কে হয়, উপাসনাই বা কি নিরুপাসনাই বা কি হয় ইহার কিছুমাত্র উপ লব্ধি করিতে পারিতেছেনা, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসনা করি এই এক কথামাত্রকে অভ্যাস করিয়া থাকেন।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে জনচিত্তকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত একপ কৌশলের সর্জ্জন করিয়া দেশ বিদেশ পর্য্যটনদ্বারা লোকানুরাগী হইয়া স্বদলে লোকসংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে এককালীন দোষদিতে পারাযায় না,এক্ষণে যে কাল উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে কেবল যথার্থ ভাষণ দ্বারা শীলতাগুণ সম্পন্ন হইয়া সকল লোকের মনোরক্ষা করিতে চাহিলে কখনই সক্ষম হইতে পারেনা। ফলিতার্থ সত্যবাদী ব্যক্তিকে এ সময় কেহই মান্য করেনা বরং সত্যধর্ম্মেরও আদর নাই, যাহা অসত্যকে সত্যেরন্যায় জানাইয়া সজ্জাপূর্ব্বক অধর্ম্মের উপদে শকে ধর্ম্মরূপে প্রণালীশুদ্ধ করিয়া উপদেশ দিতেপারে, তাহা রাই সুসভ্য সুভব্য মান্য ধন্য বদান্যরূপে পরিচিত হয় ও সর্ব্বলোকেই তাহাকে সাধু বিচক্ষণ বলিয়া সমাদর করে এবং রাজপুরুষদিগের

নিকটেও এরূপ পুরুষেরাই সম্মান লাভ করে, যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার্থে তৎপর এবং ধর্ম্মপ্রশংসা লইয়া আমোদ করেন, তাঁহারদিগকে রাজপুরুষেরা বিচক্ষণ বলিয়া সমাদর কি করিবেন এক্কালে মনুষ্যপদ বাচ্যেই তাঁহারদিগকে গণ্য করেন না। সুতরাং রাজ ধর্ম্মানুগত ব্যক্তির নিকট এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সকলে কখনই যশোলাভ করিতে সাহস পায়েন না। এই সুযোগেই তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা সম্মান লাভের নিমিত্ত কল্পিত ব্রহ্মসভাকে মিশনরীদিগের অর্চ্চনা গৃহের ন্যায় সজ্জীকৃত করিয়া সাবকাশে সাবকাশে মিশনরীগণের মত সভায় পরব্রহ্মের ভজনা বাক্যেই সম্পন্ন করেন, এবং দৃদৃক্ষু ব্যক্তিদিগকেও উপদেশ করেন। আমরা পরব্রহ্মোপাসক বৈদান্তিক বলিয়া সংপুর্ণ অভিমানও করেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ ব্যতীত অন্য আর কিছুই লিপিবদ্ধ করেন না, ভুগোল খগোল পদার্থ বিদ্যা শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি যাহা কদাচিৎ প্রকটন করেন, সে সমস্তই ইংরাজীমতে বেদাদি শাস্ত্রমতে কিছুই প্রকাশ করেন না, তাহার অভিপ্রায় এই যে আমরা যদ্যপি যথার্থ হিন্দুধর্ম্মকে বিশ্বাস করিয়া তদনুবায়িনী বক্তৃতা বা লিপিপ্রকাশ করিলে রাজপুরুষেরা আমারদিগকে সমাদর করিবেন না আমারদের এই ধর্ম্মই প্রধান যাহাতে রাজপুরুষদিগের মনোরক্ষা করিতে পারি, তাহাতে দশজন প্রধান ইংরাজের নিকট মান্য হইতে পারিলে অনেকপ্রকারে লাভ হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ রাজসংক্রান্ত কালেজ সকলে যদি বালকদিগের উপদেশার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকাবলী গ্রহণ করেন তবে অনায়াসে অনেকার্থ লাভ করিব সেই অর্থ স্বচ্ছন্দরূপে এই তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যও চলিতে পারিবে, এবং রাজমান্যতা প্রযুক্ত ইংলণ্ডাদি বহুদেশে অনুপম যশও বিস্তারিত হইবেক। ইত্যাকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া চিরদিন ইংরাজীতত্ত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অলঙ্কৃতা করিয়া নব যুবকদিগের তত্ত্ববোধ করাইয়া বেদান্তের অন্ত করিয়া চারিবেদের

দক্ষিণাস্ত করিয়াছেন, যে সভায় বেদই উচ্ছন্ন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন, সে সভায় স্মৃতি সংহিতা পুরাণেতিহাসের আর উপবেশন স্থান কই।

অতএব, সর্ব্বসাধারণেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে যে সকল লোকের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মবীর্য্য প্রকাশ পায় নাই যাহারা একপ নিঃসার ও নিস্তেজ এবং যে কোন ব্যক্তির অন্তর্বৈরক্তি ও মুখভার সহিষ্ণুতা করিতে সাধ্য হয় না, তাহারদিগের দ্বারা যত সত্যধর্ম্ম রক্ষা ও যত লোকোপকারার্থ দেশের হিত হয় তাহা কেনা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাহারা স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া সমস্ত দেশের ধর্ম্ম বিপ্লব করিয়াও নিজাভিলাষ পূরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এসকলব্যক্তিদিগেরদ্বারা জাতিকুল ধর্ম্মকর্ম্মসকলিই বিনাশহইতে পারে তাহার প্রমাণ, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা ও কালেজীয় অধ্যাপকেরা স্বার্থসাধন তৎপরতা প্রযুক্ত পতিব্রতা কুলকামিনী গণের পাতিব্রত্য পরমধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত কি না যত্ন করিতেছেন, কেন না রাজারা আমারদিগকে সভ্য বলিয়া মান্য করিবেন, এতদ্বিবেচনায় সম্মানার্থ লাভাকাংক্ষায় রাজপুরুষদিগের অনুরোধে অসদৃশ রূপ স্বধর্ম্মের প্রতি কুলতাচরণ করিতে নিতান্তই ব্যগ্রচিত্ত হইতেছেন॥

যাহারদিগের একাদৃক্ গুণের উদয় হয় তাঁহাদিগের সহজেই বিনয়াব লম্বন দ্বারা তাদৃশ লোকের চিত্তরঞ্জন করাই পরমাভিসন্ধি, এবম্ভূত নিস্তেজ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম প্রতিবাদীদিগকে পরাজয়করিতে কস্মিন্‌কালেও প্রতিজ্ঞা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং প্রকৃতি দোষে তাহাদিগকে সর্ব্বতঃপ্রকার ধর্ম্মবঞ্চিত কাপুরুষ শব্দের বাচ্য হইতে হয়। যাহারা সতত স্বার্থসাধনে তৎপর হয়, এবং তজ্জন্য বিনয় ও শীলতাকে পরম ভূষণ বলিয়া মনেকরে, এবং লোকানুরাগ লাভকেই পুরুষার্থ সিদ্ধি বলিয়া জানকরে, তাহারা জনকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে সদসৎ সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারে। তাহার প্রমাণ আধুনিক সুসভ্যনবযুবকেরা ইংরাজদিগের নিকট অনুরুদ্ধহইয়া কোন অপকর্ম্ম সাধনের অপেক্ষা

করিতেছেন, অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পানাদি অনায়াসেই তাঁহারদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, অন্যাপরে কা কথা রাজপুরুষ দিগের অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া বিনয়শীলেরা আপন আপন বিধবা ভগ্নী ও কন্যা ও মাতুঃস্বসা পিতুঃস্বসা মাতুলানী প্রভৃতির ধর্ম্মবিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বিবাহ দিতে নিয়ত চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহার অপেক্ষা তাঁহারদিগের সৌজন্য প্রকাশ আর কিসে হইতে পারে। এই সকল ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক জ্ঞানী দেশহিতৈষী সজ্জনরূপে মান্যকরা থাকুক্ ইহারদিগের সহিত সংসর্গ কি আলাপকরা ভদ্রলোকের কখনই কর্ত্তব্য নহে। এরূপ আচারশীল দিগের দ্বারা অহিত ব্যতীত স্বদেশের বা স্বজাতির কল্যাণবৃদ্ধি কোনক্রমেই হইবার সম্ভব নহে। বরং তাহারদিগের হইতে অশেষ প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সংপূর্ণ সম্ভাবনা, ফলেও তাহাই হইতেছে, ইহা নব্যসভ্য যুবকদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই বিচক্ষণেরা লক্ষকরিতে পারিবেন। এতাদৃক্ জনগণেরা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান হইলেও প্রকৃতি দোষে তাহারদিগের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়াদিতে কাহারই সাধ্যহয় না। বরঞ্চ তাহাদের প্রতি যথা ধর্ম্মোপদেশ করাতে উপদেষ্টারই বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি স্বার্থসাধন তৎপর হয়, চতুর্দ্দিগ হইতে মহামোহ স্বরূপলোভ সকল আসিয়া সেইব্যক্তির বিবেক শক্তি প্রভৃতি বুদ্ধি বৃত্তিকে এককালীন জড়ীভূত করিয়া রাখে। অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনা করিবার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। যদিও পৃথিবীতলে শীলতা ও বিনয় ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বজনের সন্তোষ জন্মান প্রয়োজনীয় হয় বটে, কিন্তু বিনয়শীল ব্যক্তিরা দৃঢ়ব্রতহইয়া অসৎবিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিবার যত্ন করিলে শীলতা ও বিনয় গুণের ঔজ্জ্বল্য হয়। বিশেষতঃ যাহাদিগের হইতে স্বদেশের ও স্বজাতির হিতসাধন নাহইল তাহারা মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে কি সাহসে বাঞ্ছা করে॥

দেখ পরমেশ্বর যেরূপ শান্তগুণে সম্পন্ন নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন

এবং সর্ব্বলোকের হিত করিবার উদ্দেশে পৃথিবীতলে মানবগণকে যেরূপবিশেষশক্তি প্রদান করিয়াছেন' সেরূপ পশ্বাদি জীবমাত্রকে ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মস্থ হইয়া সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জনার্থ যে রূপ শক্তি দিয়াছেন' সেইরূপ অধর্ম্ম কেলিকলাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তও মনুষ্যমাত্রকে প্রজ্ঞাপ্রদান করিয়াছেন। এইরূপ সমস্ত সৌষ্টবে সৌষ্টবান্বিত হইয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম বৈধাবৈধ কর্ম্মের বিচার না করিয়া নিয়ত স্বদেশের ও স্বজাতির পরিতাপ দায়ক হইয়া মহামদে মত্ত থাকে এবং অশেষ কুকর্ম্মে নিরন্তর আবৃত থাকে' সেই ব্যক্তি ঈশ্বর সেতুভেত্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে ঘোরতর নরক জালে আপতিত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু, দুর্মেধা ব্যক্তি সকল সাধুব্যবহার জানিয়াও করে না, অসাধু ব্যবহারেও ক্ষান্ত থাকে না' বরঞ্চ আপন আপন কুৎসিত ব্যবহারকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিচারস্থলে অকোতে বক্তৃতা করিয়া থাকে, কেন না ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারিলে লোক সংগ্রহণ দ্বারা দলবদ্ধ করা হয় না। একারণ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা লোক সকলকে ধর্ম্মভয় হইতে পরিমুক্ত করিবার কারণ ও অকুতোভয়ে অধর্ম্ম সমাচরণ করণপূর্ব্বক বিচরণ করিবার নিমিত্ত উক্ত পত্রিকায় কখন কখন লিখিয়া থাকেন, "লোকভয়ে ভীত হইয়া কেবল লোকানুরোধের অনুগত যে হয়, তাহার কিছুমাত্র পুরুষার্থ থাকে না এবং সে কখনই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে না।,, এই লেখার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের দৌরাত্ম্যাবগতি হয়' অর্থাৎ অভিনব ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে এই উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন' যে জাতিকুল লোকলজ্জা ভয় এবং অধর্ম্মের প্রতিভয় যে রাখে সে কখন যথেচ্ছাচার করিতে পারে না' যথেচ্ছাচারণশীল না হইলেও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইতে পারে না, অতএব তোমরা সকলে পিতৃপিতামহাদির আচরিত ধর্ম্মের অনুরোধকে ত্যাগ করহ, এবং গুরু পরম্পরা

লোকোপদেশ ও উপদেষ্টা লোকের অনুরোধকেও দূরে নিঃক্ষেপ করহ, যদ্যপি অনায়াসে আপনার ইচ্ছামত এই ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে বাঞ্ছা থাকে, দেখ আত্মীয় স্বজনের পরিত্যাগ করিতে হইবে না স্ত্রী পুত্রাদিকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কেবল তাহারদিগের উপদেশ ও অনুরোধ ত্যাগ করিলেই হইবে॥

বিজ্ঞজনেরা বিবেচনা করিবেন, বিদ্যমান ব্রহ্মজ্ঞানীরাই স্বজাতিদিগের ধর্ম্মাদি বিনাশের মূল কারণ হইয়াছেন, কিন্তু ইহারদিগের এমনি প্রকৃতি দোষ যে তাহা কেহই মার্জ্জন করিতে পারেন না, ইহারা অসাধু পথ ব্যতীত সাধুপথে আপনারাও চলিবেন না অন্যকেও চলিতে দিবেন না এই উপায় চিন্তা নিরন্তই করিতেছেন, বিশেষতঃ ইহারদিগের স্বভাব শোধনকরা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যথা

যদশক্যং নতচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেবতৎ।
নোদকে শকটংযাতি নচনৌগচ্ছতিস্থলে॥

যে অসাধ্য তাহা সাধ্য হয় না, যাহা সাধ্য তাহা সাধ্যই হয়। অর্থাৎ কদাপি শকট জলে চলে না নৌকাও স্থলে গমন করিতে পারে না॥

সেইরূপ আধুনিক নবযুবকদিগের অবারণীয় স্বভাব কদাচ ধর্ম্মপথে ফেরে না, অধর্ম্ম পথ হইতেও নিবৃত্ত হয় না। এবং সজ্জন ও অসজ্জনের পরিচয়ও করিয়াগিয়াছেন, অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সজ্জন, অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অসজ্জন বলে, ধার্ম্মিকের প্রথম কষ্ট, অধার্ম্মিকের পরিণামে কষ্ট হয়, অধার্ম্মিকের আচরিত যে সকল কর্ম্ম তাহাতে প্রথম বড় সুখ বোধ হয়, ধার্ম্মিকের আচরিত কর্ম্ম সকল প্রথম অত্যন্ত ক্লেশকর,॥

নারিকেলসমাকারাদৃশ্যন্তেঽপিহিসজ্জনাঃ।

অন্যে বদরিকা কারা বহিরেব মনোহরাঃ ॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি নারিকেল ফলের তুল্য বাহিরে কঠিন, অধা র্ম্মিক ব্যক্তি বদরীফলের তুল্য বাহিরে মনোহর হয়। অর্থাৎ নারিকেলের বাহির কঠিন অন্তর কোমল, বদরী ফলের বাহিরে সুকোমল অন্তরে বড়কঠিন হয়।

সেইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জানিবেন, অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত লোকের প্রথ মতঃ পান ভোজন পরিচ্ছদাদির নিয়মাভাবপ্রযুক্ত বড় সুখবোধ হয় একা রণ ঐ আচার আপাততঃ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরিণামে যে অতিশয় কঠিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে সুখলুব্ধ হইয়া তাহা অনুভব করিতে পারে না, ফলিতার্থ প্রথম সুখের অনুভব জন্য অধর্ম্ম পথের পান্থ অনেকেই হয়। ধর্ম্মাচরণের প্রথমকালে নিয়মাদির পরিগ্রহ জন্য অত্যন্ত ক্লেশ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি বৈধাবৈধ বিচারাদির নিমিত্ত অতি শয় দুঃখ আছে, কিন্তু পরিণামে সুখের অবধি নাই, কিন্তু প্রথমত যৎ পরোনাস্তি দুঃখ এতন্নিমিত্ত এপথের পথিক হইতে কেহই ইচ্ছা করে না, লক্ষের মধ্যে কদাচিৎ কোনজন ধর্ম্মপথে আরোহণ করেন। এক্ষণে কালের মহিমায় কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্মা চরণ করিতে চাহে না, সুখেচ্ছাই বলবতী হইয়া অধর্ম্মমার্গে জন সক লের চিত্তকে নিরন্তর আকৃষ্ট করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর সময়ে বড় সাব ধানী ব্যক্তিরাই আপন আপন ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিতেছেন॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ৩০ আশ্বিন বুধবার

সন্দেহ নিরসন।

ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ভগবন্ যদিও সত্যাদিযুগে লোক সকল যজ্ঞকালে অগ্নি বায়ু সূর্য্যাদি দেবতার অর্চ্চনা করিত ইহা আমারদিগের তত্ত্ববোধিনীসভায় সভ্যগণেরা ও তৎসভা ধ্যক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞানীরাও কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেবতাদিগের মৃৎশিলা তৃণ দারুময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বকালের লোকেরা যে পূজা করিতেন ইহা মহাত্মা রাম মোহনরায় প্রভৃতি কোনজ্ঞানীই স্বীকার করেন নাই।

পরমহংসের উত্তর। অরে হতপ্রজ্ঞ মৃতরামমোহনরায় কিছু বেদাচার্য্য নহেন, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরাও বেদ প্রণেতা নহেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার উপাচার্য্যেরাও ঋষিগণের তুল্য অভ্রান্ত পুরুষ নহেন। যে তাঁহারা যাহা কহিবেন তাহাতেই ধ্রুবজ্ঞান করিতে হইবে যাঁহারা আপন আপন বাক্য কিঞ্চিৎকালের মধ্যেই বিস্মৃত হয়েন, তাঁহাদিগের সেই অস্থায়ী বাক্যের প্রতি বিশ্বাস কি?। অভিনব জ্ঞানীরা এরূপ ভ্রান্ত যে তাঁহারা অব্যবহিত কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে মৃতরামমোহন রায় (বেদান্ত চন্দ্রিকা) নামে পুস্তকের প্রত্যুত্তরে প্রতিমা পূজা বিষয়ক যাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ " প্রথম কালাবধি দেব প্রতিমাদি পূজার প্রচার ছিল।,, ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশকেরা তত্ত্ববোধিনী পত্রের ১ভাগ ১সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এক্ষণ তাহা মনে নাই যথা (যে একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমাদি পূজার স্বল্পতা ছিল।,,) অতএব রে জ্ঞানাভিমানিন্ যাঁহারা পূর্ব্বকালের লোকেরা প্রতিমাদি পূজা করিত এমত স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা যে আবার এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালে প্রতিমাদি পূজার প্রচার ছিল না কিরূপে ইহা কহিতে সাহসিক হন, তোমার মুখে শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে এরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কিরূপে আমরা জ্ঞানী বলিয়া জন সমাজে স্পর্দ্ধা করে॥

যখন এক্ষণ হইতে প্রথমকালে প্রতিমা পূজার অল্পতা ছিল ইহা অঙ্গীকৃত আছেন তখন বাহুল্য বা স্বল্পতা তন্নিমিত্ত তদ্ধর্ম্মের প্রতিবিরোধ কি আছে। এবং কেহ বা প্রতিমা পূজা করে, কেহ বা করে না তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি। বাহুল্যাপেক্ষা সত্যাদিযুগে অল্পতা ছিল তদ্ভিন্ন ছিল না এমত কদাচ সম্ভব হয় না। চিরকালই শুভকর্ম্ম করণের ন্যূনাতিরেক আছে, অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ্য পাত্রের কি ধনের ভাবাভাব প্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয়। তাহার উদাহরণ এই যে বর্ত্তমান কালে বার্ষিক ক্রিয়া দোল কি দুর্গোৎসব কি পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদিতে কেহ বহুধন ব্যয় করিয়া

সদ্বুদ্ধি পূর্ব্বক সম্পন্ন করে কেহ বা যথাসাধ্যানুসারে করিয়া থাকে, কেহ বা অমনি শুদ্ধ জলেই পূজাকরিয়া নিয়মপ্রতিপালক হয়। যে সকল দুঃখীব্যক্তি ভক্ষ্যাচ্ছাদনে অসমর্থ কিম্বা ব্যয়কুণ্ঠ অদাতা পুরুষেরা ধনব্যয় করিতে পারে না তন্নিমিত্ত তৎকর্ম্মের অকরণীয়তা হয় না॥—

প্রতিমাদি নির্ম্মাণ দ্বারা দেবতাদিগের পূজাকরা পূর্ব্বাবধি চিরকালই প্রচলিত আছে। ইহার প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্র দৃষ্টান্তে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং রূপনাম বিশিষ্ট দেবতাদিগের উপাসনা করা প্রতিকল্পে প্রতি মন্বন্তরে প্রতিযুগে সকলেই করিয়াছেন' ইহা পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী ব্যাসাদি ঋষিগণেরা প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন। আদি সৃষ্টিকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যেরা ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিল। শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুরাদিরা দেবাধি দেব মহাদেব শিবের আরাধনা করে, ইন্দ্রাদি দেবতারা শত্রুক্ষয় করণেচ্ছায় বোধন করতঃ মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। এবং সুরথ সমাধি নর্ম্মদা নদীর তীরে মহীময়ী প্রতিমা করিয়া ও নিজগাত্র শোণিত বলিদিয়া দুর্গার আরাধনা করেন। লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ উগ্রকালিকার অর্চ্চনাকরিয়া সার্ব্বভৌম হইয়া পরে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। তৎপুত্র মহি কাঞ্চনাপুরে অর্থাৎ কুমারিকা উপদ্বীপে ঐ ভদ্রকালীর প্রতিমা নিরন্তর পূজাকরিতেন, পবনপুত্র হনুমানের হস্তে সপুত্র মহি হত হইলে হনুমান্ সেই প্রতিমা তথাহইতে আনিয়া ক্ষীরগ্রামে স্থাপনা করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও তদর্চ্চা ক্ষীরগ্রামে দেদীপ্যমানা আছেন' এবং প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে তাঁহাকে ক্ষীরদীর্ঘিকার জলেহইতে তুলিয়া মহামহোৎসবে সমস্ত লোকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে' এইরূপ শাস্ত্রসম্মত ও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অনেকানেক প্রমাণ থাকাতেও যে আধুনিক ব্রাহ্মদলে দেব প্রতিমাদিকে আধুনিক কল্পিত বলেন' এবং ব্রহ্মাদি দেবতাকে রূপক বলেন, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্য্যদেখিয়া তৎকর্ত্তাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে কল্পনা করিয়াছেন বলেন' ইহাতে মানবদিগের কথা

কি কহিব ইঁহারদিগের খরতরা বিদ্যার প্রভাবে একালে স্বয়ং সরস্বতী সতীই রোরুদ্যমানা হইয়াছেন।

অতিনব তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে সকল নূতন যুক্তি করিতেছেন এবং যে সকল নূতনপ্রমাণ দর্শাইতেছেন। ইহা কোন নূতন বেদ ব্যতীত পুরাতন বেদ সঙ্গতা যুক্তি বোধ হয় না। সাম যজু ঋক্ অথর্ব্ব; এই বেদচতুষ্টয়ের কোনস্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে ব্রহ্মাদি দেবতারা শরীরী জীবিতবান্ দেবতা নহেন; শুদ্ধ রূপক আধ্যাত্মিকা দিয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরাই ব্যাখ্যা করেন; এবং শাস্ত্র সমন্বয় না করিয়াই কেবল মৌখিক রূপক বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রে প্রণালীশুদ্ধ রচনার কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগের যে কতবালিশতা তাহা পণ্ডিত মাত্রেই বিবেচনা করিবেন॥

যদি ব্রহ্মানামে কোনরূপবান পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা না থাকিতেন তবে মুণ্ডকোপনিষদে এরূপ শ্রুতি কদাচ অনুশাসন করিতেন না। যথা

ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃসম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা
ভুবনস্য গোপ্তা। সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা
প্রতিষ্ঠা মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥
ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ।

ব্রহ্মা সর্ব্বদেবতার অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্তা তিনি সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা যে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ বেদ, অথর্ব্বনামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহেন। অর্থাৎ অথর্ব্বশব্দে অগ্নি, সেই অগ্নিকে প্রথমতঃ বেদপ্রদান করেন। ১।

এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও ব্রহ্ম প্রশংসাবাদে অনুশাসন করিয়াছেন যে ব্রহ্মাকেই পরমেশ্বর অগ্রে উৎপন্ন করেন। যথা।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদা শ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহদেব মাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণং মহং প্রপদ্যে। ১।

ইতি শ্বেতাশ্বতরঃ।

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই প্রকাশ স্বরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই, যে হেতু আমি মুক্তি প্রার্থনা করি। ১।

এই সকল বেদের প্রমাণকে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না, যেহেতু তাঁহারা বৈদান্তিক রূপে অভিমানী এসকল শ্রুতি না মানিলে কোনক্রমেই বৈদান্তিক হইতে পারে না। কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেন ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবমাত্রই রূপবান্ তাহা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় সংহিতায় ক্ষুৎপিপাসা সংবাদে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন। যথা

তমশনা পিপাসে অব্রূতা মাবাভ্যা মভি প্রজানীহীতি। তে অব্রবী দ্দেবতা স্বেব বা দেবতা স্বাভজাম্যেতা সুভাগিন্যৌ করিষ্যামীতি। তস্মাদ্যস্যৈ কস্যৈচ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে। ভাগিন্যা বেবাস্যা মশনা পাপিসে ভবতঃ॥ ৫॥ ইতি ঐতরেয়ঃ॥

প্রাপ্তাধিষ্ঠান দেবতা সকলকে দেখিয়া আপনারদিগের নির ধিষ্ঠাম প্রযুক্ত ক্ষুধা ও পিপাসা সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট এই প্রর্থনা করিয়াছিলেন, যে হেভগবন্ আমারদিগের স্থানের বিধান করুন্ আমরা নিরধিষ্ঠানে থাকিতে পারি না। ক্ষুধা পিপাসার প্রার্থনামতে পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা দেবতাদিগের শরীরে অধিষ্ঠান করহ। দেবতারা যজ্ঞে যে ঘৃত ভাগ প্রাপ্তহইবেন তোমরাও সেইভাগে ভাগিনী হইবে ॥৫॥

এই শ্রুতি প্রমাণে দেবতারা জীবিতবান শরীরী ক্ষুধা এবং তৃষ্ণান্বিত যজ্ঞেতে ঘৃতাহুতি ভোজন করেন ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা পত্রিকাতে যে লেখেন, " ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির প্রসঙ্গ যদিও বেদের কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা জীবিত বান শরীরী প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে।,, ইহা অত্যন্ত বেদ বিরুদ্ধ যুক্তি। কেন না এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাকে যথার্থ শরীরী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এবং বিবিধোপনিষৎ সংহিতাতে কহেন যে স্বর্গাধিপতি দেবতারা শরীরী শাস্ত্র বিহিত উপাসনা দ্বারা তাঁহারদিগের পরিতুষ্টি জন্মাইতে পারিলে স্বর্গাদিস্থলে বাস হয়, এবং পরমসুখ ভোক্তা হইয়া পরিণামে ঐ দেবতার কৃপায় পরমপদও লাভ করিতে পারে॥

অরে জ্ঞানাভিমানিন্। এস্থলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যদি সত্ত্বাদি গুণস্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবশব্দ রূপকই হয়, তবে সত্ত্ব রজ তম ইত্যাদি গুণের নাম সুপ্রসিদ্ধ থাকাতে ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির নাম ও অবয়ব বিশিষ্ট ধ্যান করিতে বেদে অনুশাসন করার কি আবশ্যক ছিল॥

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে প্রভো। তত্ত্ববোধিনীসভায় উপাচা

যাঁহারা এই উপদেশ দেন যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে এক পর মাত্মার অবস্থাত্রয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালের সংজ্ঞা ব্রহ্মা, পালন কালের বিষ্ণুসংজ্ঞা, সংহারকালের সংজ্ঞা শিব, এবং বিষ্ণুপুরাণ ও কালীপুরাণীয় প্রমাণেও তাহার পোষকদেন, যে ভগবান্ (এক এব জনার্দ্দন) এক পরমেশ্বর সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের নিমিত্তে ব্রহ্মাদি সংজ্ঞায় অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়েন, অতএব ঐ তিনে ভেদনাই সর্ব্বথা অভেদ, ইহা বচোবিভুতি মাত্র শরীরী বোধহয় না।

পরমহংসের উত্তর। হা, ইহাও কি ব্রাহ্মদিগের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, যে সাকাররূপ ব্যতীত নিরাকার রূপের অবস্থা ভেদের সম্ভাবনা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা সাকার উচ্ছেদকরিবার নিমিত্তে যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে রূপবর্জ্জিত সর্ব্বথা অবস্থা বর্জ্জিত বলিয়া পত্রিকা প্রকাশ কালাবধি ব্যাখ্যাকরিয়া আসিতে ছিলেন, একণে ব্রহ্মাদিকে রূপক কহিবার অনুরোধে সর্ব্বাবস্থা শূন্য যে পরমাত্মা তাঁহার অবস্থাত্রয় লক্ষ করিতে সম্যক্ বাধিত হইয়াছেন, যাহাহউক্ ইহাও সত্যের সত্যতা মান্যকরিতে হইবে, কেননা দেবতা দিকে রূপবর্জ্জিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরমেশ্বরকে স রূপ করিয়া তুলিয়াছেন, যদি পরমাত্মাই রূপবান্ হইলেন তবে দেবাদির রূপ আছে নাআছে তাহা সকলেরই বোধগম্য হইতে পারিবেক তন্নি মিত্ত ব্রাহ্মদিগকে ব্যামোহ পাইতে হইবেক না।

অতএব বাপুরে আপন বুদ্ধিতেই তুমি বিচার করিয়া দেখ, যে পরমে শ্বর আপনার পারমার্থিক একরূপে সংস্থিত হইয়াও যখন সৃষ্টিকার্য্য গৌরবে ভিন্ন২ রূপধারণ করেন, তখন তাহাতে কোন গোল নাই, ব্রহ্ম নানারূপ নহেন, অথচ সকলরূপই তাঁর, সাধকে যে রূপের উপাসনা করুক রূপভেদে এক পরব্রহ্মেরই উপাসনা হয়। ইহা শ্রুতিতে সংবাদ

করিয়াছেন। যথা (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইতিশ্রুতিঃ) ব্রহ্ম অনেক হইলেও অনেক নহেন তিনি একই হয়েন, গীতাতেও প্রমাণ আছে। যথা (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি) যে ব্যক্তি আমার যেরূপের ভজনা করুক আমি সেইরূপেই তাহাকে প্রসন্ন হই, সুতরাং সর্ব্বরূপী পরমাত্মা ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, এসকল শাস্ত্রের প্রমাণ সত্বে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের স্বকপোলকল্পিত যুক্তিতে এবং কেবল কথার বক্তৃতা করাতে দেবতাদিগকে রূপবর্জ্জিত বলাযাইতে পারে না,।

ব্রহ্মা যদ্যপি পরব্রহ্মের রজগুণের সংজ্ঞামাত্র হয়েন রূপবান্ আদিদেব নাহয়েন, তবে নির্গুণ পরমাত্মাকে বলা গেল না, ব্রাহ্মোরদিগের যুক্তিতে তিনি সগুণ হইয়া উঠিলেন, নচেৎ তাঁহার গুণের ব্রহ্মসংজ্ঞা কিরূপে বলিতে পারেন। সে যাহাহউক ব্রহ্মাযদি রূপবৎ আদিদেব না হইলেন, তবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষ কে তাঁহাকে বেদ দৃষ্টান্তে প্রমাণ কর। নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে কি প্রকারেই বা এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কোন্ বেদের কোন্ ভাগেবা কোন্ সংহিতা কোন পুরাণ ইতিহাসাদিতে কহিয়াছেন তাহা বল, নতুবা একপ নিরর্থ বাগাড়ম্বরি করায় কি ফল। বরং সর্ব্বশাস্ত্রে ব্রহ্মকে সগুণ মানিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মাদিরা শরীরী নিত্য বিগ্রহবস্তু তাঁহারদিগের দ্বারাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব স্থিতি ভঙ্গাদি হইতেছে। যথা।

ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়ন্ মুচ্যেত বন্ধনাৎ। রক্তপিতামহংধ্যায়েদ্বিষ্ণুং নীলোৎপল প্রভং। আশ্বেতং ত্র্যম্বকংচৈব সংসারার্ণবতারকং। বৃহস্পতিসংহিতাবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরঞ্চ।

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই পুরুষ ত্রয়ের উপাসনা করিবেক। এবং ইহাঁরদিগের ধ্যানে সংসার বন্ধনে পরিমুক্ত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রক্তবর্ণ ধ্যান করিবে। পালন কর্ত্তা বিষ্ণু নীলোৎপল বর্ণ, শ্বেতবর্ণ সদাশিব কে ধ্যান করিলে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুস্তর সংসার তারণ কারণ প্রধান পুরুশ এই তিনরূপে অবতার, ইহাঁরদিগের ধ্যান ধারণে ও মনন নিদিধ্যা সনে ভববন্ধনে জীবের পরিমুক্তি হয়। যাঁহারা এইসকল শাস্ত্রপ্রমাণ বিদ্যমানেও মান্য না করিয়া ব্রহ্মাদিকে মিথ্যাবলেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের বাচ্য কি হইবেন বরং নাস্তিক শব্দেরই বাচ্য হয়েন॥

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো ভগবন্। আপনি যেরূপ উদাহরণ দিতেছেন, ইহাতে আমারদিগের মনের তুষ্টি জন্মিতেছে না, তত্ত্ববোধিনী সভার উপাচার্য্যেরা আমাদিগকে যে রূপ উপ দেশ করিয়াছেন তাহাতেই স্থির বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ তাঁহারা সাকার উপাসনাতে ফল দর্শেনা শুদ্ধ দুর্ব্বলদিগের মনস্থিরের নিমিত্ত এক এক রূপচিন্তা করিবে এই কল্পিত বাক্য মাত্র, পার মার্থিক নহে, এবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের যে অভিপ্রায় তাহাই তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করাই শঙ্করাচার্য্যের সম্যক্ তাৎপর্য্য ছিল। কিন্তু যাহারদিগকে সেই পরম পুরুষার্থ সাধক ধর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ দেখিলেন তাহা দিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে শিবাদি আকারের উপাসনা করিতে শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন।,,

পরমহংসের উত্তর। বেদাদি শাস্ত্রপ্রণীত হরিহরাদির উপাসনা না থাকিলে যে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যদিগকে স্বয়ং বুদ্ধিবলে শিবাদি আকারের উপাসনা কল্পনা করিয়া উপদেশ করিয়াছেন এমত অশাস্ত্রীয় যুক্তি কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ উভয় বিরুদ্ধ হয় তাহা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কি শিবাদির উপাসনা প্রচার ছিল না? তাহাহইলে উল্লেখিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শঙ্করাচার্য্যের বিচার বিষয়ক প্রস্তাবের অলীকত্ব প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ীদিগের সহিত যে বিরোধ হইয়াছিল তাহা সম্ভাব্য হয় না, কারণ উপাসনার নানাত্ব না থাকিলে বিরোধের সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্যকে এবিধায় মিথ্যাবাদী বলা হয়, কেন না প্রতারণা করিয়া শিষ্যদিগকে মিথ্যা উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। মিথ্যার তুল্য পাপ নাই, আচার্য্যস্বামী পরিব্রাজক হইয়া কি মিথ্যা বাক্যে লোক ভুলাইয়া ছিলেন। ফলিতার্থ তত্ত্ববোধিনী সভাসম্পাদকদিগের যে যুক্তি সে যুক্তিই নহে। যদ্যপি সাকার উপাসনা মিথ্যা হইত তবে শিষ্যদিগকে অধর্ম্ম হইতে নিবারিত করিবার নিমিত্তে সাকার উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া অধর্ম্মজালে নিপাতন করিতেন না এবং আপনিও প্রবঞ্চনারূপ অধর্ম্ম কূপে নিপতিত হইতেন না। সুতরাং পরমধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আচার্য্যস্বামী মিথ্যোপাসনায় জনসমূহকে কখনই প্রবৃত্ত করিতেন না। ইহাতে এই উপলব্ধি হয়, যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কষ্টসাধ্যবিধায় নানাপ্রকার অধর্ম্ম উপস্থিত হইতে পারে দুর্ব্বলাধিকারীদিগের সাকার ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মরক্ষা হইতে পারে না, সুতরাং বেদবিহিত পরব্রহ্মের হরিহরাদি রূপের উপাসনায় শিষ্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অব্যক্ত রূপের উপাসনায় শরীরধারি জীবমাত্রেই অক্ষম যেহেতু তাহাতে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই মহাশঙ্কটে আপন্ন হইয়াছিলেন ইহা শঙ্করাচার্য্যের চরনা রহার ব্যবহার অনুস্মরণ করিলেই সকলের অনুভব হইতে পারে॥

বিজ্ঞাপন।

দেশ বিদেশস্থ সর্ব্ব সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতন্মহারাজ ধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে সর্ব্বজনের হিতসা ধনের নিমিত্ত অনেকানেকজনে স্বরাদি বিবিধিরোগশান্ত্যর্থে প্রয়োজনীয় পাঁচনের দোকান করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে যথার্থ দ্রব্যাদির সম্যক্ ভাগপ্রাপ্ত হওয়া প্রায়ই যায়না এবং অনেক প্রকার দ্রব্যের অপ্রাপ্তি বিধায় বিবিধ কা ল্পনিক দ্রব্যের যোগকরিয়া পুটকবদ্ধ করিয়া রাখেন, যদিও কোন পুটকে সমস্ত উক্তদ্রব্য যোগথাকে তাহা যে এককালে সেসকল সমানবীর্য্যবস্ত ইহা অনুমান সিদ্ধহয়না, বহুকালীয় নি স্তেজ দ্রব্যই তাহাতে অনেক আছে, সে সকল পাঁচনে রোগের প্রতিক্রিয়া আশুহইতে পারেনা, একারণ আমি সমধিক যত্নের সহিত লোকোপকারার্থে পাতরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিটে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের (১৩) নম্বর বাটিতে (সর্ব্বহিতসাধক) নামে এক ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া তথায় যথাশাস্ত্র নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেছি যাহাতে মনুষ্য বর্গের অসাধ্য রোগাদির ঝটিতি শান্তিহইতে পারে, এবং যথা বিহিত পাঁচন সকল যথোক্ত তুলনে তেজস্কর বীর্য্য বন্ত দ্রব্য সকল সংযোগ করিয়া পুটক বদ্ধ করিতেছি, সেই পু টক অতি সুদৃশ্য পুটক কলেবরে যে রোগের যেপাঁচন তাহা স্পষ্টাক্ষরে লেখিত থাকিবেক এবং পুটকাভ্যন্তরে যে পাঁচনে

প্রকার দ্রব্য লাগে তাহার একং দ্রব্যকে সূত্রবদ্ধকরিয়া তদ্গাত্রে সেইদ্রব্যের নাম লেখাথাকিবেক। অনুমান করি ভগবদিচ্ছায় এইপাঁচনের দ্রব্য প্রভাবে অসাধ্য রোগাদির উপশম হইতে পারিবেক মূল্য প্রত্যেক পাঁচন পুটকে (১০) অর্দ্ধআনা পরিমাণে লাগিবেক এই সংবাদ পূর্ব্বেই করিতেছি যে আগত মাঘমাস অবধি উক্ত ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করিতে আরম্ভকরা যাইবেক। সর্ব্ব সাধারণে প্রয়োজন মতে উক্তস্থানে আইলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন। এবং যে যে রোগের যে যে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে তাহাপশ্চাৎ বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সং বাদ করাযাই বেক। শাকাব্দা.১৭৭৮॥ বাং সন১২৬৩। তারিখ ৩১ আশ্বিন

বালিনিবাসী শ্রীরামকমল সেনগুপ্তস্য

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী·নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ১৫ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার

ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী নামে তত্ত্ববোধিনী সভার শাখাসভা যাহা কয়েক বৎসর সংস্থাপিতা হইয়াছে সেই সভাহইতে কতিপয় প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় অধ্যাপক সমাজে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা তৎকালে আমারদিগের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় প্রেরিত হয়নাই। কিন্তু আমরা কোন লোকের নিকট হইতে আনাইয়া দেখিয়া ছিলাম, তাহাতে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে সকল কঠিন প্রশ্ন নহে সহজ হইলেও প্রশ্ন কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়াছি, কেন না এই সময়ে যে পুজ্যতমা ভারতভূমির পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রকাশেচ্ছু হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার দিগকে দেশ হিতেচ্ছু বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

প্রশংসনীয় মান্যবর প্রশ্নকর্ত্তাদিগের প্রদত্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদানার্থ কোন বন্ধু আমারদিগকে কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যে কারণে তদুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া ছিলাম তাহা সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থে লিপিবদ্ধ করিয়া নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রেপ্রকাশ করিতেছি। প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়রা অভিনব ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনশাস্ত্র ও প্রাচীনধর্ম্মাবলম্বিদিগের মত কে প্রামাণ্যজ্ঞান করেননা। সুতরাংপ্রাচীন ধর্ম্ম পথানুগামি দিগের দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রশ্নের উত্তর প্রকটিত হইবে তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিবেন না, কেবল অগ্রাহ্য করিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবেন এমত নহে বরং তদুপলক্ষে অনেকপ্রকার ইঙ্গিতও করিতে পারেন, যে হেতু প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহারা (১০০) এক শত মুদ্রা উত্তরদাতাকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আমরা উত্তর প্রদান করিলে তাঁহারা স্বীয়াভিপ্রায় সাধক কোন ক্রমেই হইতে পারেন না, এ নিমিত্ত উত্তর গ্রাহ্য না করিয়া কহিবেন, যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদকেরা অর্থলোলুপ হইয়া প্রশ্নোত্তর প্রদান করিতেসমুদ্যত হইয়াছেন এ কথা লইয়া কেবল আমোদ করিবেন এইমাত্র ফল হইবে। এতদ্বিবেচনায় বন্ধুবাক্যকে দূরে ত্যাগকরিয়া সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম অর্থাৎ কোন পণ্ডিতহইতে ইহার সদুত্তর বাহির হয় ইহাই দৃদৃক্ষু হইয়াছিলাম।

সংপ্রতি ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভাহইতে পারিতোষিক প্রদানের লিপি বাহির হইয়াছে তাহার একখণ্ড আমারদিগকেও প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই দেখিলাম যে (চুচুড়া) নিবাসি শ্রীযাদব চন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, সেই উত্তর বাক্য কয়েকটীকে সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা মহাআমোদে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণ কে জানাইতেছেন।

আমরা সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা সম্পাদক দিগের প্রতি কটাক্ষমাত্রও করিনাই স্বরূপ কহিতেছি যে শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য যে সকল

উত্তর দিয়াছেন সে সকল উত্তর প্রশ্নকর্ত্তাদিগের প্রশ্নানুযায়ী বটে, যদি তাৎপর্য্য প্রশ্নের যে অভিপ্রায় সেই অভিপ্রায়েই উত্তর হইয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও অভিপ্রায় প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায়ের অনৈক্য নহে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাতে ইংলণ্ডীয় বিদ্বান্‌দিগেরও অভিপ্রায়ের ঐক্য আছে কেবল কতকগুলিন প্রাচীনোপাসক ধার্ম্মিক পণ্ডিতের অভিপ্রায়ের অনৈক্যমাত্র হয়। কেন না তাঁহারা বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র প্রমাণে উত্তর দিবেন তাহা কদাচই নব্য সভ্যদিগের যুক্তিসহ হইবেক না। এতল্লিপিদৃষ্টে জ্ঞানীমহাশয়রা মনে না করেন যে আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়কে কটাক্ষকরিতেছি, তিনি অবশ্যই সুপণ্ডিত হইবেন, পাণ্ডিত্য না থাকিলে কখনই উত্তরদিতে সাহস করিতেন না, তবে হিন্দুদিগের অভিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তর্কবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, না, বিজাতীয় বিদ্বানেরা তাঁহাকে তর্কবাগীশ করিয়া তুলিয়াছেন এইমাত্র আমারদিগের বিবেচ্য হইতেছে। প্রশ্নোত্তর দৃষ্টে অগ্রে ইহাই বিচারিত হইল যে তদ্দ্বারা প্রত্যেক কথাতেই বেদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে, সুতরাং মনেকরি, যে এ উত্তর লিখিবার কালে দত্ত গুপ্ত মিত্র প্রভৃতি অনেক বিদ্বানের যোগ হইয়া থাকিবেক। নচেৎ অভিনব ব্রহ্মসভায় যে রূপ বক্তৃতা হয় অবিকল সেইরূপ উত্তর তর্কবাগীশ মহাশয় কোন্ প্রাচীন শাস্ত্রহইতে প্রাপ্ত হইলেন।

এক্ষণে সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভাধ্যক্ষ্য প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দিগের নিকট সাতিশয় বিনয়দ্বারা এই নিবেদন যে আপনারা আমারদিগের প্রতিপ্রকোপিত না হইয়া পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচারকরিয়াদেখিবেন, আমরা প্রদত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী নহি, তোমারদিগের প্রশ্ন, এবং তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর, আর তাহাতে আমারদিগের যুক্তি লিখিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি অপক্ষপাতে বিচার করিলেই আমারদিগকে যথেষ্ট পারিতোষিক দেওয়া হইবেক। যে সকল বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বরাজ্যের বস্তুবিচার না আছে এমত

নহে বেদদর্শি ঋষিগণেরা না কহিয়াছেন এমত বস্তু অখিলব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও নাই অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুমাত্রের বিচার করিয়াছেন কেবল সৃষ্টিকরিতে পারিতেন না কিন্তু কোন২ ঋষি এমত ক্ষমতাবান ছিলেন যে নুতন সৃষ্টিকর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ঋষির এবং সকল শাস্ত্রেরই মর্য্যাদা ছেদ করিয়া স্থানে স্থানে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যে কথঞ্চিৎ মান্য করিয়াছেন ইহা তেই শাস্ত্রের মান যাহা থাকুক্।

অধুনা সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভাধ্যক্ষ্য মহাশয়দিগের নিকট ইহাই আমারদিগের ব্যক্তব্য যে তাঁহারা কোনমতে মনে মনে এমত বিবেচনা না করেন, যে আমরা তাঁহারদিগের সভারপ্রতি কটাক্ষপাত করিতেছি৹ তাঁহারা পক্ষপাতী না হইয়া যথার্থ বিচার করিয়া দেখিবেন।

যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানকরিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন এবংপ্রশ্নকৃৎ পুরুষেরাও পুস্তকাকারে পত্রিকায় তাঁহার ভুরি প্রশংসা লিখিয়াছেন৹ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া পলাশনগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত নীলমাধব ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার যথাশাস্ত্র সিদ্ধান্তস্থির করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তকে আমরা যুক্তিযুক্ত করিয়া যথার্থ বোধে ক্রমশঃ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় প্রকটন করিতে আরম্ভ করিলাম৹ সর্ব্বাগ্রে স্থূলাক্ষরে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন, তন্নিম্নে ক্ষুদ্রাক্ষরে তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তর, তাহার নিম্নভাগে মধ্যমাক্ষরে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তি প্রকাশ করিতেছি৹ ধন্য মান্য বিচক্ষণাগ্রগণ্য সভাপতিগণেরা মার্জ্জিত বুদ্ধিতে স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যে ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্রীয়বিষয়ে কিরূপ নিপুণতা, তিনি অর্থলোলুপ নহেন শুদ্ধ ধর্ম্মলুব্ধ হইয়া দেশের হিত সাধনার্থেই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই প্রশ্নোত্তর বিষয়ে যথার্থ যুক্তিসংকলন করিয়াছেন।

১৭সভারপ্রশ্ন। পৃথিবীমণ্ডলে ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রকারমত চলিতেছে ফলতঃ ধর্ম্ম নানাপ্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কি না?

তর্কবাগীশের উত্তর। নানা জাতীয় বুদ্ধি-বৈচিত্র বশতঃ ধর্ম্মেরবৈচিত্র হইয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পরম পুরুষের কদাপি ইহা অভিপ্রেত নহে, যে হেতু তাঁহাতে উত্তমাধম ফল সম্পাদকত্ব গুণারোপকরাতেদ্বেষ ও পক্ষপাত দোষারোপ করা হয়, অতএব স্ব স্ব বুদ্ধিবশতঃ ধর্ম্ম নানা হইলেও ধর্ম্ম কদাপি নানা বিধ নহে, ধর্ম্ম সাধারণ একপ্রকারই হন ইহা সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। তর্কবাগীশ মহাশয় কি পরমেশ্বরের সভার সভাস্তার ছিলেন, নতুবা পরমেশ্বরের সম্যক্অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা কিরূপে হইয়াছেন, নানা প্রকার ধর্ম্ম বিষয়ের মত চলিতেছে ইহা যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে তাহা কি তিনি শাস্ত্রবলে কহেন, কিং স্বকপোল কল্পিত যুক্তিতেই কহিয়াছেন। এমন কুত্রাপি শাস্ত্রে কহেন নাই যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভিন্ন নানা প্রকার জাতির বুদ্ধিবৈচিত্র বশতঃ ধর্ম্মের বৈচিত্র হইয়াছে। তবে যে " ধর্ম্ম নানা হইলেও কদাপি নানা বিধ নহে ,, কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য করাবার কেন না ধর্ম্ম শব্দ এক কিন্তু নানা পদার্থকে বুঝায়। সেই সকল ধর্ম্মের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তৎস্রষ্টা পরমেশ্বর। যখন তিনি সৃষ্টিলীলা দিদৃক্ষু হইয়া সৃষ্ট্যারম্ভে আপনিই আপনাকে অনেকধা করিয়াছেন। তখন ধর্ম্মকে যে নানা প্রকার করায় তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধ না হইবার আশঙ্কা কি? যথা শ্রুতি (সোহকাময়ত অহং বহুস্যাংপ্রজায়েয়েতি) (স একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধেত্যাদি) এবং যখন তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মান্যকরিতে হইল, তখন তাঁহাকে

অবশ্যই সগুণ বলিতে হইবে। সগুণ হইলে বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার বৈষম্যাচার মানিতে হয়, উত্তমাধম ফল সম্পাদকত্ব তাঁহাতে গুণা রোপ না করিলে এই বিশ্বের স্রষ্টা তাঁহাকে বলাযায় না, যদ্যপি পর মেশ্বরে সম বৈষম্যাদিগুণের সম্বন্ধ না থাকে তবেএইবিশ্বের সর্জ্জনকর্ত্তা তদ্ভিন্ন অন্যকোন এক পুরুষকে মান্যকরিতে হইবে সুতরাং তাহাহইলে উত্তমাধম ফল সম্পাদকত্ব গুণারোপ ও দ্বেষ এবং পক্ষপাত দোষারোপ পরমেশ্বর হইতে যে অন্য স্রষ্টাপুরুষ তাঁহাতেই বর্ত্তিবে। ইহাও কি তর্কবা গীশ মহাশয় বিচার করিয়া দেখেন নাই যে পরমেশ্বর পাপ পুণ্য স্বর্গ নরকাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর কি পাপ পুণ্যের আচ রণ করিতে কোন ব্যক্তি সর্জ্জন করেন নাই এবং সুখ দুঃখস্বর্গ নরকাদির ভোক্তাপুরুষ কিতৎসৃষ্ট নহে। দেখ এই জগতে জীবমাত্র দুঃখভোগ করিতে কে ইচ্ছা করে, কে বা সুখভোগের বাঞ্ছায় বিরক্ত হয়। কিন্তু ঈশ রেচ্ছা বশতঃ কেহ দুঃখভোগ করিতেছে কেহ বা পরম সুখের ভোক্তা হইয়াছে, ইহাকেও কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে না? এবং ইহাতেও কি তাঁহাতে উত্তমাধম ফল সম্পাদকত্ব গুণারোপ সিদ্ধহয় না? বিশেষতঃ একজন কে দুঃখদিয়া অন্যকে সুখভোগ করিতে দেওয়ায়ও যদি দ্বেষ ও পক্ষপাত নাহয় তবে আর বৈষম্যাচার কাহাকে কহিবেন বুঝিতে পারি না। ফলিতার্থ যাবৎ সৃষ্টিকার্য্যের অবস্থান তাবৎ তাঁহাতে সকল গুণের ভাসআছে, ইহা নামানা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলা যায় না।

যখন তিনি উত্তমাধম যোনিতে চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহা হইতেই জাত্যনুসারিক পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানাপ্রকার ধর্ম্মেরও কল্পনা হইয়াছে কেন না একধর্ম্মাক্রান্ত সকল প্রজা হইলে তাঁহার সৃষ্টি লীলা দর্শনের গৌরব কি থাকিত? পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধর্ম্ম নানাপ্রকার হওয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়ক নহে ইহা কেহই কহিতে পারেন না, অভ্রান্ত সম্যক্ তত্ত্ববিৎ প্রাচীন ঋষিগণেরা বেদবাক্য প্রমাণে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যথা ছান্দোগ্যোপনিষৎ॥

অথ যআত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ।৪।
ছাং।৮।অং।

অথ য আত্মেত্যুক্ত লক্ষণো যঃ সংপ্রসাদ স্তস্য স্বরূপং বক্ষ্য মাণৈ রুক্তৈ রনুক্তৈশ্চ গুণৈঃ পুন স্তূয়তে। ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্বন্ধার্থং। য এষ যথোক্ত লক্ষণ আত্মা স সেতু রিব সেতু র্বিধৃতি বিধরণঃ। অনেনহি সর্ব্বং জগৎ বর্ণাশ্রমাদি ক্রিয়া কারক ফলাদি ভেদ নিয়মৈঃ কর্ত্তুরনুরূপং বিদধাতা বিধৃতিঃ॥

শাঙ্করিভাষ্যং।

আত্মার যথোক্ত লক্ষণ এই যে তিনি এতজ্জগতের সেতু অর্থাৎ (নিয়ম কর্ত্তা) ইহাই তাঁহার বক্ষ্যমাণ প্রসাদরূপের লক্ষণ। এবং বিধৃতি অর্থাৎ ধারাবাহিক ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনের বিধানকর্ত্তা এতদুক্ত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে সেতু ও বিধৃতি কহেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি ক্রিয়াকারক ফলাদি ভেদ নিয়মদ্বারা যিনি এই জগৎকে ধারণ করেণ তিনিই বিধৃতি। অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ম্মানুরূপ নিয়মদ্বারা কর্ত্তার শুভাশুভ ফলের বিধান করেন॥

অতএব ঈশ্বরাভিপ্রায় ভিন্ন ধর্ম্ম যে না না হওয়া তাহাতে সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধিবৈচিত্র বলা যায় না, তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ধর্ম্ম বিষয়ে ঈশ্বরাভিপ্রেত যে স্বীকার করেন নাই তাহাতে তাঁহাকে যাহা কহিতে হয় তাহা প্রশ্নকর্ত্তারাই শ্রুতিবিবেচনা করিয়া কহিবেন॥

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন যে বর্ণাশ্রমাদি ধারা ঈশ্বর কর্ত্তৃকা নহে শুদ্ধ লোকদ্বারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। উত্তর, ইহা কহিতে পার না, তাহা হইলে বিশ্বরক্ষা হয় না। এবং বেদবিরুদ্ধ যুক্তি বিরুদ্ধও হয়। যথা (অভ্রিমাণংহীশ্বরেণেদং বিশ্বংবিনশ্যেৎ। যতস্তস্মাৎস সেতু র্বিধৃতি রিতি।) ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই বিশ্বধৃত না হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম রক্ষা না হইলে জগৎ বিনষ্ট হয় একারণ তাঁহাকে বেদে সেতু ও বিধৃতি

করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং গৃহী বানপ্রস্থ ব্রহ্ম চারী সন্ন্যাসীর পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে মনুষ্য কর্ত্তৃক শ্রেণীবদ্ধ নহে৲ ইহাই ঈশ্বরসেতু সকলেই ঈশ্বর সেতুকে রক্ষা করিবার যত্ন করিবেন৲ সেতু ভেত্তা হইলে ঈশ্বর কর্ত্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয়॥

বিশেষতঃ পরমেশ্বর এক হইয়াও যখন নানারূপ হইয়াছেন এবং নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি মন গতি স্মৃতি শক্তি প্রবৃত্তি রুচি স্বভাব প্রভৃতি নানা প্রকার জীবে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মবিষয়ের নানা প্রকারতায় যে তাঁহার অভিপ্রায় নাই ইহা তর্ক বাগীশ ভট্টাচার্য্য ব্যতীত অন্যে কে কহিতে শক্তিমান হয়॥

ধর্ম্মশব্দ এক বটে কিন্তু তৎপ্রকারতা অনেক৲ দেবতা যম সোমপ বৃষ ধনু যজ্ঞ উপনিষৎ উপমা তন্নিষ্ঠ প্রকারতাদি ন্যায় স্বভাব আচার শুভাদৃষ্ট পুণ্য শ্রেয় সুকৃত অর্হণ সৎসঙ্গ অহিংসা দানাদি সংযম ইত্যাদি এক ধর্ম্ম শব্দে বর্ত্তে, ।১ ধর্ম্মমূর্ত্তিনান দেবতাবিশেষ। ২ যম৲ কিন্তু যম চতুর্দ্দশ প্রকার। ৩। সোমপ পিতৃলোক, ইঁহারাও অনেক সহস্র। ৪। বৃষরূপ ধর্ম্ম, বৃষও নানাপ্রকার হয়। ৫।ধনুশব্দে অনেকপ্রকার। ৬। যজ্ঞের ও বিবিধ প্রকারতা। ৭।উপনিষৎ৲ উপনিষৎ ধর্ম্মও অনেক। ৮। উপমা৲ উপমাও নানাপ্রকার। ৯। তন্নিষ্ঠতাও বিবিধ প্রকার হয়। ১০। ন্যায়৲ ন্যায়ও একপ্রকার নহে।১১। স্বভাব, স্বভাবের প্রকারতা যে কত তাহার সীমা নাই। ১২। আচার,আচারেরও অনেক প্রকারতা। ১৩। শুভাদৃষ্ট, শুভাদৃষ্টও একরূপ নহে।১৪। পুণ্য, পুণ্যও বিবিধ প্রকার হয়। ১৫। শ্রেয়ঃ৲ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণও নানা প্রকার॥ ১৬॥ সুকৃত৲ সুকৃতও বহুবিধ॥ ১৭॥অর্হণ অর্থাৎ পূজারও অনুষ্ঠান নানাপ্রকার ১৮॥ সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গও নানাপ্রকার কেবল জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরসঙ্গ করিলেই যে সৎসঙ্গ করা হয় এমত নহে। ১৯। অহিংসা৲ অহিংসাও বিবিধপ্রকার কেবল প্রাণীহত্যা না করিলেই যে অহিংসা হয় এমত নহে॥২০॥ দান,

দানও নানামত শুদ্ধ ধন ছড়াইলেই দান হয় না, পরের হিতসাধনাদিকেও দানধর্ম্ম বলে ॥২১॥ সংযম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শাসন ইহারও প্রকারতা অনেক হয়। ইত্যাদি ধর্ম্ম নানা প্রকার, যখন পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এইসকল ধর্ম্মের নানা প্রকারতা হইয়াছে, তখন সকলেই যে এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে এমত যুক্তি সিদ্ধ হয় না। দেখ উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্বিধা প্রজা সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর এক ধর্ম্মকে আদৌচারিপ্রকার করেন, উদ্ভিজ্জের একধর্ম্ম, স্বেদজের একধর্ম্ম, অণ্ডজের একধর্ম্ম, জরায়ুজের একধর্ম্ম, এবং এক উদ্ভিৎকে নানা সংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকের এক এক ধর্ম্ম পৃথক্ হইয়াছে, সেইরূপ স্বেদজ অর্থাৎ মশকাদি নানা সংজ্ঞায় বিভক্ত, ধর্ম্মও নানা প্রকার, অণ্ডজও অনেক প্রকার, ধর্ম্মও বিবিধ হয়, জরায়ুজপ্রজা চতুর্দ্দশপ্রকার, ধর্ম্মও তৎসংখ্যানুরূপ হয়। তন্মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ প্রজা হয়, সেই মনুষ্য জাতিকেও পরমেশ্বর নানাদেশে সংস্থাপন করিয়া নানা ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিদ্যা ভাষা আহার পরিচ্ছদাদি বিবিধ প্রকার করিয়া দিয়াছেন, একাকার একাচার একাহার এক ব্যবহার এক রীতি এক নীতি এক বিদ্যা এক ভাষা এক পরিচ্ছদাদি প্রদানকরেন নাই, সকলের সমানাবস্থা হইলে বিশ্বসৃষ্টিতে অনেক গোল উপস্থিত হইত সুতরাং ঈশ্বরাভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে নানা দেশে নানা প্রকার মনুষ্যাদি নানা ধর্ম্মে রত হইয়াছে। তবে ধর্ম্মের তারতম্য বিবেচ্য বটে অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্মের উৎকর্ষ একপ বিবেচনা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে ভগবান্ যে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতমধর্ম্ম তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম অপকৃষ্ট হয়। তত্রাপি নানাধর্ম্ম হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মণাদিরা যে ধর্ম্মের সমাচরণ করেন সেই ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই সকল ধর্ম্ম নানাপ্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সিদ্ধ।

স্বরূপতঃ ধর্ম্মশব্দের মর্ম্মাবগত না হইলেই ধর্ম্মকে নানা প্রকার কহে, প্রাচীন ঋষিদিগের সিদ্ধান্তবাক্যে বৈদিকমতে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ

এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্ম্মশব্দে ধর্ম্ম সাধারণ যদিও হয় তথাপি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতোক্ত যে সকল ধর্ম্ম সে সকল ধর্ম্ম ঐ ধর্ম্মের অন্তর্গত কহিতে হইবে।

বিশেষতঃ বৈদিক মতের সারভূত মহাপুণ্য (১) ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধীঃ বিদ্যা সত্য অক্রোধ। এই দশবিধ সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সিদ্ধ। এই দশপ্রকারের মধ্যে এক ধর্ম্মও যে না রক্ষাকরে সে অবশ্যই অধার্ম্মিক পদের বাচ্য হয়।

> দশলক্ষণকোধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ। দশলক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ। বেদান্তং বিধিবৎশ্রুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাংগতিং। ইতি স্মৃতিঃ।

এই দশপ্রকার লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক সেবিতব্য হয়। সুস মাহিত হইয়া এই দশ লক্ষণক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ বিধিবৎ বেদান্ত শ্রবণ করিলে তৎপদার্থে জ্ঞানোদয় হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়।

যদিও বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য সাধারণধর্ম্মই প্রয়োজনীয় তথাপি বেদে অধিকারি ভেদকরিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্মেরও বিশেষ করিয়া অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যে হেতু এই দশবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দ্বিজাতিমাত্রের অধিকার, সম্যক্ দশলক্ষণক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে শূদ্রাদি অধিকারী নহে। এইহেতু সাধারণ দশপ্রকার ধর্ম্মেরমধ্যে পঞ্চপ্রকার ধর্ম্ম সকল জাতির পক্ষেই অনুষ্ঠানযোগ্য কহিয়াছেন ইহা মনুরও মত বটে। যথা

---

(১) যথাহ মনুঃ। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং। যাজ্ঞবল্ক্যোপি। সত্য মস্তেয় মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধী র্ধৃ তি র্দমঃ। সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতাঃ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণে ব্রবীন্মনুঃ॥

(২) অহিংসা সত্য অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সংক্ষেপতঃ পঞ্চপ্রকার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি সকল জাতির সম্বন্ধেই বিধেয় ইহা মনু কহিয়াছেন। —

মন্বাদি শাস্ত্রে উল্লেখিত দশপ্রকার প্রধান ধর্ম্মকে বেদমূলক জানিয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সিদ্ধ কহিয়াছেন, আধুনিক লোকের যুক্তিতে সকল জাতির এক ধর্ম্ম বলাযায় না যাঁহারা যথার্থ বৈদান্তিক এবং যথা বিহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশের ন্যায় অর্থানুরাগী হইয়া লোকানুরোধের নিমিত্ত সকল জাতিরই সাধারণ এক ধর্ম্ম কহিতে শক্ত কি হইবেন প্রাণান্ত হইলেও সকলের এক ধর্ম্ম কহিতে পারিবেন না। যদি কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদান করাতে ঈশ্বরে পক্ষপাত দোষারোপ করা হইত, তবে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল প্রদাতা কে হইবে বুঝাযায় না। ফলিতার্থ ইহাতে পক্ষপাত বলাযায় না কর্ম্মানুসারে জীবের সুখদুঃখ হইতেছে তাহাতে পরমেশ্বর কেন পক্ষপাতী হইবেন। যেমন সুর্য্যদেব উদয় হইয়া খরতর করবিস্তার করিলে কেহ বা অসহ্য বিধায় ক্লেশ বোধকরে, কেহ বা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক রৌদ্র

---

(২)। অহিংসা পদে পরানিষ্ট না করণ। সত্য, মিথ্যা বাক্যের উপরতি, ইহাতে কেবল সত্যকথা কহিলেই সত্যধর্ম্ম রক্ষা পায় না। সত্যানুরোধে সমস্ত কুকার্য্যকে ত্যাগকরিতে হয়, অর্থাৎ যে কোন মন্দবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে পরে অসত্য কহিতে হইবে এমত অপকৃষ্ট কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে হয়। আর লোক বিরুদ্ধ এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মের অকরণে যথার্থরূপ সত্যধর্ম্মের প্রতিপালন হয়। অস্তেয়, চৌর্য্যাদি নাকরণ অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক পরধনাদি গ্রহণ নাকরণ। শৌচ, বাহ্যাভ্যন্তরসংশুদ্ধি। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয় সংযম করণ।

সেবিহয়ঃ তাহাকে সুখী এবং তদশক্ত ব্যক্তিকে দুঃখি দেখিয়া উক্ত মাধম্ম ফল সম্পাদকত্ব গুণারোপ করিয়া দ্বেষ ও পক্ষপাত দোষারোপ করা কি সূর্য্যেতে সম্ভব হইবে? সেইরূপ সূর্য্যবৎ পরমেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা পক্ষপাতাদি কোন দোষে লিপ্ত নহেন।

দ্বিতীয়প্রশ্ন পশ্চাৎ পত্রান্তরে লেখিত হইবে।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল ও সন ১২৬২ সাল এই নববৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৯ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার ১২ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা উক্তস্থানে শ্রীযুক্তবাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩সাল ৩০ কার্ত্তিক শুক্রবার

সন্দেহ নিরসন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভোভগবন্ আমারদিগের তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা কহিয়াথাকেন যে মহাত্মা রামমোহনরায় সমস্ত বেদদৃষ্টে নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে " এক্ষণে সকলে বেদবহির্গত রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মানবদেহ সকলকে ইষ্টদেবতা রূপে উপাসনা করে বেদেতে যাহারদিগের বাষ্পও নাই „ রায় মহাশয়ের এই বাক্যেই আমার দিগের স্থির বিশ্বাস আছে যে রাম কৃষ্ণাদির নামও বেদে নাই।

পরমহংসের উত্তর। হা, পরমেশ্বরং ইহারা যে কি মুহুস্তর ভ্রান্তি পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছে তাহাতে কিছু বক্তব্য নাই। যে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বেদে নাই বলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রমাণ বেদ বিহিত প্রকাশ করিতেছি যাহা তাঁহারা আপনার দিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এক্ষণে ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া এককালেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন॥ যথা

তদ্ধৈতৎ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায় আক্তোবাচ। অপিপাস এব স বভূব সোঽন্ত বেলায়া মেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত। অক্ষিত মসি অচ্যুত মসি প্রাণ শংসিত মসীতি॥ ১॥ ছান্দোগ্যং।

যঃ আঙ্গিরসোঽপত্যং ঘোরনামা মহর্ষিঃ স তদেতৎ বক্ষ্যমাণ মুবাচেত্যর্থঃ। যত্তদোর্নিত্য সম্বন্ধাৎ স ইতি তৎশব্দেন য ইতি লব্ধত্বাৎ যঃ আঙ্গিরস ইত্যুক্তং এবমেকৈকস্য তচ্ছব্দস্য ফলংদর্শিতং। অস্যাপ্যগ্রে ফলং স্ফুটী ভবিষ্যতি। তথাহি। যঃ কশ্চিৎ পুমান্ অপিপাস এবানিচ্ছিত কামন এব বভূব স পুমানন্তবেলায়া মবসান বেলায়া মক্ষিত মসীত্যাদি এতত্ত্রয়ং দেবকীপুত্রায় কৃষ্ণায়াক্তা প্রতিপদ্যেত। অস্যায়মর্থঃ কৃষ্ণং সাক্ষাৎ কর্ত্তু মেতৎ ত্রয়প্রতিপত্তিমান্ জ্ঞানবান্ ভবেদিতি। যে গত্যর্থা স্তে প্রাপ্ত্যর্থা ইতি নিয়মাদাক্তা প্রাপ্যেত্যর্থঃ। কৃষ্ণায়েতি তুমর্থে কর্ম্মণি চতুর্থী যথা স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্যেত্যাদৌ স্বয়ম্ভুব মনুস্মরিতু মিত্যর্থঃ। তথাচ কৃষ্ণং সাক্ষাৎকর্ত্তুং তমাক্তা প্রাপ্যেতৎ ত্রয় জ্ঞানবান্ ভবে দিত্যর্থঃ। এতদেবো বাচাঙ্গিরস ইতিবোধ্যং। ১।

অঙ্গিরা বংশজাত কোন (১) ঘোরনামা ঋষি অন্তকালে, সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কহিয়াছিলেন যে অবসান বেলাতে অর্থাৎ অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অক্ষিত মসীত্যাদি মন্ত্রত্রয় প্রতিপন্ন হয়, ইহাই ঘোর আঙ্গিরস শ্রীকৃষ্ণো দ্দেশে কহিয়াছিলেন এইমাত্র। ১।

অর্থাৎ (কৃষ্ণায় ইতি কর্ম্মণি চতুর্থী) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে। আক্ষা (অক গতৌ) অর্থাৎ অকধাতু গতিতে বর্ত্তে, এখানে প্রাপ্ত্যর্থে গতিকে বুঝাইয়াছে। অতএব অন্তকালে ঘোর ঋষি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অক্ষিত মসীত্যাদি পুরুষত্রয় যজ্ঞে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে এই শ্রুতির অর্থকে প্রতিপাদন করেন। যৎকালে রাধি কার সহিত শ্রীকৃষ্ণ মলয় পর্ব্বতোপরি বটমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন তৎকালে অষ্টাবক্রনামা ঋষি আপনার অন্তকাল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহাতে আত্ম নিবেদন করিবার কারণ বেদোক্তাস্তুতি করিয়াছিলেন। যথা

গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক। গুণীশ গুণিনাংবীজ গুণাদ্যায় নমোনমঃ। যদক্ষিত স্তৎত্বমসি পরমাত্মা নিরাময়ঃ। অব্যক্ত সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়াত্মা প্রাণসংজ্ঞিতঃ। অচ্যুতা ব্যয় বিশ্বাত্মন্ ত্রাহিমাং ভবশঙ্কটাৎ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডং।

---

(১) ঘোরপদে কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিতাকারকে বুঝায় ইত্যর্থে অষ্টাবক্র ঋষিকে বুঝাইতেছে যে হেতু ব্রহ্ম বৈবর্ত্তাদি পুরাণবাক্যে প্রতীতি হইয়াছে ॥

(২) গুণাতীত অথচ সর্ব্বগুণাধার গুণবীজ স্বরূপ গুণাত্মা স্বরূপ গুণিদিগের বীজস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি ত্রিদেবের কারণ তুমি, পরমাত্মাস্বরূপ তুমি অবিনাশী নিরাময়, সর্ব্বজীবে আত্মা রূপে তোমার অধিষ্ঠান তুমি অব্যক্তরূপী, তুমি সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, তুমি অক্ষিত এবং ক্ষয়রহিত অব্যয়, হে বিশ্বাত্মন্ এই জন্ম শঙ্কট হইতে আমাকে নিস্তার করহ।

ইত্যর্থে (পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব) ইতি। শ্রুতি প্রতিপন্ন পুরুষ যজ্ঞ ত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাতে ভ্রাম্যমাণ জীব নিরন্তর সংসারে যাতায়াত করিতেছেন; আপনার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া অভিমানী হইতেছেন। সেই জীবের অবসান বেলা যাহাতে আর দেহ ধারণের অপেক্ষা থাকে না। তুরীয়াবস্থাতে যে আত্মা তিনিই এই তিন পুরীতে বিহরণ করিতেছেন ইহা জানিয়া যে সাধক মুমূর্ষু অবস্থাতে (অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংসিত মসীত্যাদি) পুরুষ যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিতে পারেন অর্থাৎ আমি সেই পরমাত্মা এরূপ জ্ঞানবান্ হইয়া সত্য জ্যোতি পরমাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিতে পুরত্রয়কে আহুতি দিতে পারেন, সেই সাধকই জন্ম শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান্। সুতরাং অষ্টাবক্র ঋষি তৎকালে পুরুষযজ্ঞ বিদ্যাত্রয় প্রাপ্তে সর্ব্ব বিদ্যায় নিস্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে যোগে দেহত্যাগ করেন, এবং তৎ শরীরস্থিত তেজ শ্রীকৃষ্ণ চরণে লীন হয়। অতএব শ্রুতি পুরাণের ঐক্যস্থলে আর আপত্তি কি?। তোমরা নিরর্থ রামকৃষ্ণাদির প্রতি অসূয়া করিয়া কেবল আপনারদিগের মুক্তিপথে কন্টক দিতেছ এইমাত্র। রামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ করিহ না, যে রাম সেই কৃষ্ণ ইহাতেও প্রভেদ নাই। যথা অগস্ত্যসংহিতা (চৈত্রেনাসি নবম্যান্ত জাতোরামঃ স্বয়ং

(২) গুণাতীত গুণাধার বলাতে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইল অথচ তাঁহাতে গুণাভাস আছে। যথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ। (সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত ইতি॥)

হরি রিতি।) তথা (আবিরাসীৎ স কলয়া কৌশল্যায়াং পরঃপুমা নিতি।) অগস্ত্যঋষি কি বেদদর্শী ছিলেন না। যে হেতু বেদ বহির্গত মানবদেহ রামকে পরমেশ্বর বলিয়া গিয়াছেন। রাম তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রচুররূপে যাঁহার মহিমা বর্ণনকরেন যদৃষ্টে মহর্ষিগণেরা ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করিয়াছেন, ইহাতে মৃতরামমোহন রায়ের লিখনপ্রমাণে অমান্য করা যাইতে পারে না, তবে তোমারদিগের উপাচার্য্য তিনি, তোমরা তাঁহারবাক্য মান্য করিতে পার, তন্নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবী তলস্থ মনুষ্যবর্গের অমান্য শ্রীরামচন্দ্র কিরূপে হইবেন। রামমোহন রায় কি তৎশিষ্যানুশিষ্য তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক প্রভৃতিরা সম্যক্ বেদদ্রষ্টা নহেন সম্যক দেখা থাকুক কোন শাখারও কিয়দংশে যদি দৃষ্টিপাত থাকিত তবে কদাচই এরূপ বক্তৃতা করিতেপারিতেন না যে রামকৃষ্ণ পরমেশ্বর নহেন। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা মুখতঃ বক্তৃতায় বৈদান্তিক হইয়াছেন যথার্থ বেদান্তের আলোচনা করেন না।

আরও চমৎকারের বিষয় এই যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে বিষ্ণুপুরাণীয় প্রমাণে বেদ বিভাগ ও শাখাদির ভেদ লিখিয়া বেদজ্ঞরূপে অভিমান করেন, সেই বিষ্ণুপুরাণের প্রতিপাদ্য সর্ব্ব বেদবেদ্য বিষ্ণুকে মান্য করেন না, আধুনিক তত্ত্ববোধিনী সভায় এরূপ অভিপ্রায়ে বক্তৃতাকরিয়া থাকেন যে আমরাই সর্ব্ববেদ বেদান্তবিৎ হইয়াছি বেদব্যাসাদি প্রাচীন ঋষিরা মন্দবুদ্ধি সম্যক্ বেদার্থ গ্রহণে অনিপুণ ছিলেন। যখন অথর্ব্ববেদীয় শান্তিকল্পে বিষ্ণু ও নৃসিংহ ও কালিকা এবং বালগোপালের উপাসনা করিলে সর্ব্বাপৎশান্তি হয় আর ভোগাপবর্গ লাভ হয় বলিয়া অনুশাসন করিয়াছেন। এবং বেদান্ত দর্শনেও সূত্রিত করিয়াছেন, যথা (লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং।) পরমাত্মা নিরীহ নিরঞ্জন হইয়াও লোকবৎ অর্থাৎ মনুষ্যবৎ লীলাও করেন। অতএব গোপালরূপী পরমেশ্বরের উপাসনা— প্রতি কোন আপত্তি আনয়ন করা যাইতে পারে না, এতদ্বিষয়ে আরো ভূরিভূরি প্রমাণ আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্র মান্য না করিবে

শুদ্ধ পশুবৎ শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে সে ব্যক্তি সকলি কহিতে পারে; সে কথার উত্তর করিতে পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই কোভিত হয়েন। যে হেতু শাস্ত্র মান্য নাকরিলে ধর্ম্মকে আনিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইতে কেহই পারেন না।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বভাব তন্নিমিত্তই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং সাকার উপাসনার উচ্ছেদ করিতে যত্নপর হইতেছেন, ঘোরতর নিরাকারবাদী শঙ্করাচার্য্য অনেক বিতর্ক করিয়াও পরিণামে সাকার উচ্ছেদ করিতে অক্ষম হইয়া পরিহার স্বীকার করিয়াছিলেন।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

যিনি সর্ব্বজীবে আত্মারূপে অবস্থিতি করেন যিনি বাক্যমনের অগোচর যিনি অপরিমিত অব্যয় যিনি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পরম পুরুষ, যাঁহাকে সর্ব্ববেদান্তে নির্গুণ নিরীহ নিরঞ্জন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সেই নিরঞ্জনকে জানিবার যে লক্ষণ সকল সেই তাঁহার গুণ, এবিধায় নিরঞ্জন যে এককালে গুণবর্জ্জিত এমত নহেন তবে প্রাকৃত গুণে লিপ্ত নহেন তন্নিমিত্তই তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়,। অতএব নিরঞ্জনের গুণ বিস্তারিত করিয়া তন্ত্রসারে কহিয়াছেন, এই পঞ্চগুণ তাঁহাতে যদ্যপি নাথাকিত তবে তিনি যে আছেন তাহারই বা প্রমাণ কি হইত, সুতরাং তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করা যয়। যথা

> নিরাকারত্ব নিত্যত্ব নিস্তত্ত্বঞ্চ নিরঞ্জনং। নির্ব্বিকেতনতা চেতি তৎপদস্যেতি তদ্গুণাঃ॥ তন্ত্রসারে।

নিরাকারতা অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ কোন্এক আকার নাই ইত্যর্থে সর্ব্বাকার বিশিষ্ট, তাঁহাকে যে আকারে ভাব তিনি সেইআকার বিশিষ্ট

হয়। নিত্যতা অর্থাৎ তিনিসত্য জগৎ মিথ্যা। নিজত্ব অর্থাৎ অদ্বৈততা তাহার পর দ্বিতীয় বস্তু নাই ইত্যর্থে বিশ্বরূপী আত্মা। নিরঞ্জন নির্নি কেতনতা অর্থাৎ সর্ব্বগত এই তৎপদের পঞ্চগুণ হয়।

এই পঞ্চপ্রকার বিশেষণ এক নিরঞ্জন তৎপদার্থে বর্ত্তে সুতরাং আত্মার জ্যোতি যে আধারে যেমন পড়ে সেই আধারকে ততঅংশে মান্য করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত বিশেষণে এক আত্মা বিশেষ্য হইয়াছেন। এবং সমস্ত জগতে যে যে পদার্থ আছে সেই সেই সকল পদার্থেরই পঞ্চ প্রকার গুণ, তদনুসারে মানবশরীরেও সেই সকলগুণ লক্ষহইতেছে। যথা

শূন্যগুণ॥

লীনতা শীর্ণতা মূর্চ্ছা তোয় মণ্ডলতা ইতি। গুণাঃপঞ্চ
সমাখ্যাতাঃ শূন্যস্য পরমস্যবৈ। তন্ত্রসারে॥

পরম শূন্যের অর্থাৎ পরমাকাশের এই পঞ্চপ্রকার গুণ। লীনতা অর্থাৎ স্বচ্ছতা। শীর্ণতা অর্থাৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। মূর্চ্ছা অপরিমেয়তা। তোয়তা অর্থাৎ জলের আধার। মণ্ডলতা অর্থাৎ অখণ্ড গোলতা বিশিষ্ট। মানবশরীরের মস্তককেই মহাকাশ কহাযায়, অর্থাৎ মনুষ্য কি জীবমাত্রে রই শিরোবর্ত্তি স্থান অতি স্বচ্ছ ছিদ্রবিশিষ্ট, আত্মার অধিষ্ঠানজন্য অপ রিমেয়। এবং গোলতা ও জলের আধারভূত হয়। সুতরাং পরম শূন্য স্থানের সহিত মনুষ্যাদির মস্তকের বিশেষ সম্বন্ধ, শ্রুতিতে পরমব্যোম বলিয়া শিরোভাগের বর্ণনা করিয়াছেন। তোয় মণ্ডলতাপ্রযুক্ত ঐ পর ব্যোমের এক আখ্যা ভীম অর্থাৎ ভীষণ, ভীষণতা প্রযুক্ত ভীমশব্দে মহাদেব, একারণ শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজাকালে ভীমমূর্ত্তিকে আকাশ কহেন, সুতরাং মহাদেবের ব্যোম নাম হয়, তৎপ্রযুক্ত পূজাকালে শিবের তুষ্টির নিমিত্তে গালবাদ্য করিয়া সাধকেরা ব্যোম ব্যোম বলিয়া শিবনামোচ্চারণ করেন।

আনন্দ ও পরমাত্মা একমাত্র, সুতরাং একযোগে পরমেশ্বরকে পরমা নন্দ স্বরূপ বলাযায়। পরব্যোম হইতে প্রবোধ ও প্রকাশশক্তির সমুৎ

পত্তি হয়। যিনি পরমাত্মা তাঁহার আরও বিশেষ পঞ্চগুণ উক্ত করিয়াছেন কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

অবিনাশ্যক্ষয়োঽভেদোঽদাহ্যোঽখাদ্য এবচ। এতেপঞ্চ
গুণাঃপ্রোক্তা অনাদো নাদবৈরিণা। তন্ত্রসারে।

আত্মা অনাদ অর্থাৎ অশব্দে সমস্ত শব্দ সংহারক, অবিনাশী অক্ষয় জগতে অভেদ, অদাহ্য অখাদ্য এই পঞ্চ বিশেষণের বিশেষ্য পুরুষ হয়েন। যথাচ (নিরঞ্জন গুণাঃপঞ্চ এতজ্জ্ঞানী মহেশ্বর ইতি।) এই নিরঞ্জনের পঞ্চ গুণ ইহার বিশেষ অন্যে জানিতে শক্ত নহে ইহার জ্ঞাতা মহেশ্বর। এই মহেশ্বরপদে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কি শিবভিন্ন অন্য নহেন। অথবা এক পরমেশ্বর যিনি তিনিই এতদ্‌গুণজ্ঞ হয়েন।

আত্মার প্রবোধ ও প্রকাশরূপের প্রত্যেক পঞ্চগুণ আছে, এই প্রবোধ শক্তি ও প্রকাশ শক্তিপদে পরমেশ্বরের রূপদ্বয়ের গুণ কহিয়াছেন। এই উভয় শক্তির দশগুণ মানব শরীরে উদয় হইতেছে। যথা

বিচারশ্চ প্রভোল্লাসা বির্ভাবশ্চ লয়স্তথা॥ প্রবোধস্যগুণাঃ
পঞ্চ কীর্ত্ত্যন্তে তেন হেতুনা। তন্ত্রসারে।

বিচার, প্রভা উল্লাস আবির্ভাব লয় এই পঞ্চপ্রকার প্রবোধের গুণ কারণানুসারে কহিয়াছেন। বিচারপদে তর্ক বিতর্কদ্বারা বস্তুনির্ণয়। প্রভাপদে দীপ্তি। উল্লাসপদে হর্ষ। আবির্ভাবপদে মহিমা। লয়পদে সমন্বয়। এই পঞ্চগুণ প্রবোধের জানিবে।

বোধনং সময়ত্বঞ্চ বিস্মৃতিঃ খণ্ডপ্রভতিং। প্রকাশস্য গুণাঃ
পঞ্চ চৈতে জ্ঞানকরাঃ শুভাঃ। তন্ত্রসারেঃ।

বোধন সময়ত্ব বিস্মৃতি খণ্ডতা মহিমা এই পঞ্চগুণ প্রকাশের হয়, এই সকল শুভগুণ আশু জ্ঞানোৎপাদক জানিবে।

বোধনপদে স্বরূপ বোধক, সময়ত্বপদে প্রতিজ্ঞত্ব, বিস্মৃতিপদে আত্মস্বরূপের বিস্মরণ, খণ্ডতাপদে পরিচ্ছিন্নত্ব, মহিমাপদে প্রভাব, এই সকলগুণ মানবশরীরেদীপ্য জ্ঞানদায়ক। যথাহ। (এতজ্জ্ঞানেত্তশ্চেত।

জ্ঞানমুৎপদ্যতে মহান্।" এই সকল গুণ বোধহইলে অনন্তর মহজ্জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মহজ্জ্ঞান পরে পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান। মহত্তত্ত্ব সুক্ষ্ম রূপে সত্ত্ব রজ তমগুণের একত্র মিলনাবস্থাকে মহান কহেন। অহংতত্ত্ব উক্ত গুণত্রয়ের পৃথগবস্থার নাম হয়। রজগুণ ইন্দ্রিয়োৎপাদক সত্ত্বগুণ দেবোৎপাদক, তমগুণ ভুতোৎপাদক হয়েন। তমগুণ এই আকাশ শব্দ তন্মাত্র, শব্দ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র, স্পর্শ হইতে রূপ তন্মাত্র, রূপ হইতে রস তন্মাত্র, রস হইতে গন্ধ তন্মাত্র হয়। এই অপিণ্ডক গুণ সমুচ্চয় হইতে পিণ্ডাত্মক ভুতোৎপত্তি হয়। যথা

আকাশাৎ পবনোবায়ো স্তেজ স্তেজস এবচ। জলং জলা
তথাপৃথ্বী এষাং পঞ্চগুণা স্তথা। তন্ত্রসারে।

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এই মহাপঞ্চভুতের প্রত্যেক ভুতের পাঁচ পাচ গুণ হয়। ইহা আগামী প্রকাশ হইবে।

বর্ত্তমান কলিকালে বৈদিক জাতির মধ্যে অনেকেরি প্রায় কল্কিকলঙ্কাঙ্কিত চিত্ত হইয়াছে, অধর্ম্মরূপ নিবিড় ঘনঘটাচ্ছাদিত হইয়া ধর্ম্ম ভাস্কর দিনদিন ধুষরতাপ্রাপ্তহইতেছেন।একালে যথার্থ ধর্ম্মশরণীতে পাদক্ষেপ করে এমত মনুষ্যই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা স্বরূপ ধর্ম্মপথের পান্থ আছেন, তাঁহারদিগের তাদৃক্ সমাদর নাই যাদৃশ কালানুযায়ি ধর্ম্মপথাবলম্বিগণে সমাদৃত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে কোন কোন ধার্ম্মিক বংশীয় বালকদিগেরও ধর্ম্মপদবী হইতে পাদস্খলন হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমরা বিশেষ বিবেচনা পুর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, যে এতন্নগর নিবাসী আঢ্যতম ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয় ও লৌকিকভয় হইতে পরিমুক্ত হইয়া অকুতোভয়ে অবৈধ মদ্যমাংস ও ম্লেচ্ছ যবনাদির অন্ন ভোজন করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি জন্মাইতেছেন। অপর কোন কোন বৈদিকজাতি আঢ্যতম মহামহাবংশ প্রভৃত ব্যক্তিরাও ধর্ম্মভয়কে মনেমনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন কিন্তু লোকভয়কে জলসাৎ

করিতে পারেন নাই, সেইং ব্যক্তিরাই লোকভয়ের অনুরোধে প্রকাশ্যরূপে অবৈধাহারে পরাঙ্মুখ হইয়া গোপনে গোপনে ইষ্টসাধনের ন্যায় কদর্য্যাহার ক্রিয়াকে সম্পন্ন করেন, লোকের নিকট আমরা হিন্দু বলিয়া সংপূর্ণ অভিমানীও হয়েন, এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ সকলকে বাহিরে সমধিক শ্রদ্ধার সহিত নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, এরূপ সাত্বিকতা প্রকাশ করেন, যে তাঁহারদিগের যথেষ্টাচরণ বিষয়ক বাহ্যে লক্ষ করিতে কাহারই সাধ্য হয় না, কিন্তু তলে তলে গিয়া অতলপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছেন, কলিকাতা নগরীমধ্যে এইরূপ হিন্দু অভিমানিই অনেক হইয়াছে. অন্যান্য দেশীয় আদ্যন্তর ব্যক্তি সকলকে আমরা পরিচিত নহি সুতরাং সাহসকরিয়া কহিতে পারিলাম না, তন্মধ্যে যে সকল যথার্থরূপ ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু এবং নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগেরই নাম অত্রপত্রে প্রকাশ করিতেছি।

মহিষাদলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গবাহাদুর
শ্রীযুক্ত বাবু রামনদাস মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ গোস্বামী
শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র মুস্তফী
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস হালদার

মণিপুরাধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ চন্দ্রকীর্ত্তি মহোদয়
বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মাহাতাবচন্দ্র বাহাদুর
শ্রীযুক্ত বাবু বলরামচন্দ্র বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কুমার বিজয়কেশব বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়মহাশয়
শ্রীযুক্ত রাজা পুর্ণচন্দ্র রায়মহাশয়
শ্রীযুক্ত বাবু রামরতন রায়
শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক
শ্রীযুক্ত বাবু দেবনারায়ণ দে
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত বাবু খিগচ্চন্দ্র ঘোষ
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দত্ত
শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ বসু
শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ বসাক
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বসাক
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ সেঠ
শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসাক
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু লালচাঁদ মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচরণ মল্লিক

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সেন
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ সেন
শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন মল্লিক
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ বসু
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মল্লিক
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সুর
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী
শ্রীযুক্ত বাবু রামসেবক মল্লিক
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমা
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর আঢ্য
শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণপ্রসাদ সেন

ইত্যাদি অনেকানেক মহানুভাব মহাবংশপ্রসূত ব্যক্তিরা ধার্ম্মিকরূপে বিখ্যাত, তদ্ভিন্নও বহুসংখ্যক মধ্যবৃত্ত গৃহস্থব্যক্তিরাও ধর্ম্মপরবীতে সমারূঢ় আছেন, তন্মধ্যে সকলেই প্রায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রিয় হয়েন এবং উক্ত ধর্ম্মপত্রিকাকে উন্নত শ্রীযুক্ত করিয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্টিত, তবে কেহ বা বিশেষ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক কেহ বা ন্যূনসংখ্যায় সাহায্য করিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে ধার্ম্মিক নাবলিব এমত নহে অপর অনেকেও এতৎ পত্র গ্রহণ করেন নাই তজ্জন্য তাঁহারদিগকেও ধর্ম্মরহিত বলিতে পারাযায় না, যদিও পত্রিকা গ্রহণ না করুন্ তথাপি এতৎ পত্রিকানুরাগ করিয়া থাকেন, আগত পত্রে বিশেষানুরাগি মহাশয়দিগের ধার্ম্মিকতার বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লেখ্য হইবেক ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বর্ত্তন হয়

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ॥

১ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩সাল অগ্রহায়ণ

শ্রীরামপুরনিবাসী।

বরেণ্য বন্দ্য বারেন্দ্রকুলাবতংশ শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু গৌরমোহন গোস্বামি মহাশয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মকলাবতার, যিনি নিয়ত ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাকে কোনক্রমেই অধর্ম্মলব স্পর্শকরিতে শক্ত হয় নাই। সেই সুশো ভন যশস্বি মহাপুরুষের ক্ষীরাব্ধিসদৃশ কুলার্ণবে শ্রীরমানাথাখ্য নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উদয় হইয়া সুযশকিরণবিস্তার করতঃ

কারুণ্য পীযূষ বর্ষণে জগতীতলে জনসকলের চিত্তকে শিশিরী কৃত করিতেছেন। এবম্ভূত সুপুত্র হইতে বাবু গৌরমোহন গোস্বামি মহাশয়ের পূর্ব্বকৃত সুপুণ্য ফল সম্যক্‌রূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

এরূপ সুপুত্র প্রসবকারিণী রত্নগর্ব্ভিনী তজ্জননীকেও আমরা কোটি কোটি নমস্কার করি। কেন না এতৎ সংসারে অনেকেই পুত্র প্রসব হয়, কিন্তু রামকৃষ্ণের জননী দৈবকী কৌশল্যাদি ব্যতীত এমত সুপুত্রকে প্রসব আর কে হইয়াছে না হইবে ?। বাবু রমানাথেরগুণে মনে এরূপঅনুমান্ হয়, যে অখিলব্রহ্মাণ্ড পতি জগৎপাতা রমানাথই নিজশক্তির আবেগে রমানাথ নামে এই কলুষিত কলিকালে অবতার বিশেষ হইয়া থাকি বেন। নচেৎ তচ্চিত্তে এরূপ জনকৃপার অবস্থান কেন হইবে বাবু রমানাথের বুদ্ধি নিপুণতার ও ধার্ম্মিকতার এবং দয়ালু তার ও সুশীলতার একালে এ ভারতভূমে দৃষ্টান্ত স্থলের বিরলতা হইয়াছে, এবং ধন্য মান্য বদান্য ঙ্গলাগ্রগণ্য কারু ণ্যার্দ্র হৃদয় নবনীতা পেক্ষাও সুকোমল কহিতে হয়। অর্থাৎ বিনাগ্নিতাপে নবনীত গলিত হয় না, বাবু রমানাথের হৃদয় পরদুঃখ দর্শনেই কারুণ্যরসে গলিতহইয়া যায়, সুতরাং তচ্চিত্ত হইতে নবনীতকে কঠিন বলিয়া সহজেই গণ্যকরিতে হইল। তাঁহার সভ্যতা গুণের যে কিপর্য্যন্ত সীমা তাহারও দৃষ্টান্ত দিবার স্থল নাই, যে হেতু নিরন্তর বালক কালাবধি বিজাতীয় ধর্ম্মিদিগের সংসর্গে বিজাতীয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও স্বধর্ম্ম

পদবী হইতে পাদস্খলন হয় নাই, ইহাতেই অনুভব করিবে যে অব্যুৎপন্ন দেশকাল অপকবুদ্ধি সময়ে স্বধর্ম্মে কিরূপ সাবধান ছিলেন। ইদানীন্তন নবযুবকেরা বিজাতীয় বিদ্যা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই স্বর্গের পঞ্চপদ দর্শন করেন, এবং স্বজাতীয় রীতি নীতি আহার ব্যবহার বিচার আচার-ধর্ম্ম কর্ম্মাদিকে একেকালে অপকৃষ্ট বলিয়াই জ্ঞান করেন। আহা, বাবু রমানাথ গোস্বামী বিজাতীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াও স্বধর্ম্মে বিতৃষ্ণ হয়েন নাই, বরং দেশোপকারার্থ স্বজাতীয়দিগের হিত সাধনার্থ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

আমরা এই নগরে অনেকানেক আঢ্যতম ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়াদেখিয়াছি এরূপধর্ম্মরক্ষার্থে তৎপর কেহই হইতেপারেন না, যদিও ধার্ম্মিকরূপে পরিচিত ধর্ম্মপরায়ণ অনেকে আছেন বটে, সে সকলে আপন২ পরিবারকেই সাবধান করিতে যত্নবান্ কিন্তু দেশেরধর্ম্ম কিসে রক্ষাহয় এমত যত্ন প্রায় করেন না। ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতারকালে মৌখিক কহিতে কেহই কৃপণ হন না অর্থাৎ দেশোপকারার্থ ধর্ম্মবিষয়ের সাহায্যকরা আমারদিগের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম মুখেবলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সে বক্তৃতা তাঁহারদিগের বক্তৃতাতেইথাকে, যেমন দরিদ্রের মনোরথ মনে উত্থিতহইয়া মনেই বিলীনহইয়া যায়। এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রসাদে আমরা প্রায় অনেকেরই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। লিপিদৃষ্টে পত্রিকানুরাগ প্রিয়তা জানাইতে কেহই ত্রুটি করেন না, বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণ

মাত্রেই সর্ব্বস্ব দান করিতে চাহেন, কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক্ সময়ান্তরে ঐ সকল ধার্ম্মিকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাক্যেও আলাপকরিতে সঙ্কুচিত হন। দেশোপকারের নিমিত্ত ধর্ম্মার্থ ব্যয়কে যাঁহারা বিফল জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের দ্বারা যত ধর্ম্মরক্ষা হইবে তাহা বিচক্ষণেরাই বিবেচনা করিবেন।

এরূপ স্বভাব সকলের নহে, কোন কোন মহাত্মার বিশেষ যত্ন আছে কিন্তু আমরা সকলেরনিকট বিশেষরূপ উপকৃত হইনাই যেরূপ বাবুরমানাথের নিকটহইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই তেছি। দেশোপকারার্থে এবং স্বজাতীয় হিতসাধনার্থে তাঁহার সংপূর্ণরূপ যত্ন আছে এরূপ সুপাত্র প্রায় আমারদিগের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। বাবুরমানাথের গুণরাশি বর্ণন করিতে হইলে রসনার বাসনার শেষ হয় না, চিত্তও নিরন্তর আনন্দরসে মগ্নী ভূত হইতে থাকে, লিখিতে হইলে বর্ণসকলসুবর্ণরূপ কে ধারণ করেন, এবং লেখনীও উল্লাসিতা হইয়া বিনালস্যে নিরন্তর প্রত্যেক অক্ষরকে প্রসব করেন, তদ্গুণ কথনে সন্তোষের পর্য্যাপ্তি হয় না, যতই আলোচনা করিতে থাকি ততইআমার দিগের চিত্ত পরমানন্দ সাগরে ভাসমান হইতেথাকে, এক্ষণে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যে বাবু রমানাথগোস্বামী পূর্ণ শত সম্বৎসর জীবিত থাকিয়া সর্ব্বজনের হিতসাধন করুন্ অর্থাৎ কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের কীর্ত্তিলতা ভুবনত্রয়কে বেষ্টন করিয়া পর্ব্বে২ ফলধারণ করুক্ সেইসকল ফল এতৎ ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিকজনের উপকারের নিমিত্ত হউক্। হে পরমেশ্বর অখিল

ব্রহ্মাণ্ড পরিপাতা জগৎপিতা শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ কে নিরন্তর ধনজনে যুক্তকরিয়া নিরাপদে ধর্ম্মপদবীতে সমারূঢ় রাখহ।

প্রকাশিতের শেষ।

গতপত্রে ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা হইতে প্রেরিত কতিপয় প্রশ্নের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক প্রথম প্রশ্নের উত্তর যাহা শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত নীলমাধব ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে যুক্তি সংকলন করেন তাহা প্রকাশকরা গিয়াছে, বর্ত্তমান মাসীয়া নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় অপর প্রশ্নোত্তরের প্রতি ন্যায়রত্ন-কৃতাযুক্তি প্রকাশ করিতেছি। যথা

২ সভার প্রশ্ন। চন্দ্রসূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ সজীব কি নির্জ্জীব? তাঁহাদের আকার কি? এবং কি প্রকারে কোথায় আছেন?।

তর্কবাগীশের উত্তর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ নির্জ্জীব, আত্মা ভিন্ন যাবৎ পদার্থই অচেতন, আর ইহারা মণ্ডলাকৃতি, যে হেতু সকল প্রমাণাপেক্ষা সাক্ষাৎকার অতিবলবান্ এবং ঈশ্বরশক্তি প্রভাবে ঊর্দ্ধ দেশে অবস্থিতি করিতেছে,।

ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের যুক্তি। তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর করিয়াছেন, সে উত্তরে শুদ্ধ প্রশ্নকর্ত্তাদিগেরই তুষ্টিজন্মিয়াথাকিবেক, তদ্দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা থাকে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ নির্জ্জীব পদার্থ ইহা কেবল তর্কবাগীশ

মহাশয়ের যুক্তিতেই সম্ভবিতেছে। নতুবা কোন শাস্ত্রকৃৎ পূর্ব্ব ও ঋষিদিগের যুক্তিসঙ্গত নহে। "আত্মা ভিন্ন যাবৎ পদার্থই অচেতন,, যাহা কহিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি যে আত্মাভিন্ন ইহা তিনি কি দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, আত্মাময় এই জগৎ, আত্মা নহে এমত পদার্থই নাই যথা শ্রুতি। (সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মেতি।) এই ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম। যখন তাঁহাহইতে উৎপত্তি তাঁহাতে লয় স্বীকার করিয়া বেদে কহেন, তখন সকল পদার্থেরই অধিষ্ঠাতা পুরুষকে চৈতন্য বিশিষ্ট মান্য করিতে হইবে, কেননা জড়চৈতন্যে সমবেত হইতে পারে না, যেমন পিতা হইতে উৎপন্ন পুরুষ কি পিতার তুল্য চেতন বিশিষ্ট হইবে না। সেইরূপ আত্মাহইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ যে কোন পদার্থ হউক সকলেরই চৈতন্য সত্তার উৎপত্তি হইয়াছে, আত্মা ভিন্ন জগতে বস্তুস্তরা ভাব। যথা (একমেবাদ্বিতীয়ং।) সেই এক অদ্বিতীয় আত্মা, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পদার্থই নাই।

যেরূপ "চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্র সজীব কি নির্জীব,, সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার সভ্যদিগের সংশয় জন্মিয়াছে এবং যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সেই সংশয় ছেদন করিয়াছেন। এরূপ সংশয়বাক্যে পূর্ব্বতন ঋষিগণেরাও ক্ষুদ্রকালের লোকদিগের উদ্বোধনজন্য বহুশঃ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ঋষিই যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশের ন্যায় অক্লোভে উত্তর করিয়া প্রশ্ন কর্ত্তার সংশয়চ্ছেদ করিতে পারেন নাই। এইরূপ চন্দ্র সূর্য্য

প্রভৃতিকে তাবিমন্দপ্রজ্ঞ লোকেরা অচেতন জড়পদার্থ বলিয়া পাছে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তন্নিমিত্ত সমস্ত সামবেদাচার্য্য জৈমিনিঋষি বেদবিজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞেরন্যায় সামান্য যুক্তিকে অবলম্বন করতঃবেদব্যাসাচার্য্যের নিকট প্রশ্ন করেন, বেদব্যাসও যেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন তাহা বেদান্তমতে প্রকাশকরিয়া কহিতেছি। যথা

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

বেদান্তং। ১ অং।

আদিত্যাদয়ো দেবতা বচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে লোক প্রসিদ্ধে বাক্যশেষ প্রসিদ্ধেশ্চ। নচ জ্যোতির্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়া অর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে। মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতে বাগ্ন্যাদয়ো বিখ্যাতাঃ॥

শাঙ্করিভাষ্যং। ৩ পাদ ॥

আদিত্যাদি দেবতারা লোকপ্রসিদ্ধ বাক্যমাত্রে শব্দিত হইয়াছে, ফলিতার্থ সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল সকল অচেতন মৃত্তিকাদির ন্যায় জড়পদার্থ বোধ হয়। অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলান্তর্গত যে বিগ্রবান্ চেতনবিশিষ্ট কোন পুরুষ আছেন, তদ্দ্বারা জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানে সাধন সম্পন্ন হয় ইহা কোনক্রমেই গম্যকরা যায় না। যে হেতু সূর্য্যশব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল হয় নচেৎ মন্ত্রাদির স্বকীয় অর্থের প্রামাণ্য থাকে না। ফলিতার্থ মণ্ডলাদির চৈতন্য নাই এইরূপ অগ্নিপ্রভৃতি মণ্ডলেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই প্রভৃতিশব্দে চন্দ্র ও নক্ষত্রাদিরও মণ্ডল হয়।

সুতরাং অচৈতন্যের সাধনা কি? কি বুঝিয়া এই সকল জড় পদার্থের উপাসনা করিতে কহেন, কিন্তু বেদে জ্ঞান সাধনার অনুষ্ঠান করিতে চন্দ্র সূর্য্যাদিকে অধিকারী মানিয়াছেন, ইহাতে এই সন্দেহ হয় যে অচেতন জড়পদার্থ সূর্য্যাদি কিরূপে সাধনা করিতে পারেন। জৈমিনির এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত বেদব্যাস প্রশ্নের উত্তর করেন। যথা

ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তিহি। ৩৩ ॥

বেদান্তং। ১।

তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণ স্ত্বাচার্য্যো ভাব মধিকা রস্য দেবাদীনা মপিমন্যতে। .... ॥ জ্যোতিরাদি বিষয়া অপ্যাদিত্যাদয়ো দেবতা বচনাঃ শব্দা শ্চেতনাবন্ত মৈশ্বর্য্যাদ্যু পেতং। তংতং দেবতাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু ব্যবহারাৎ। অস্তিহ্যৈশ্বর্য্য যোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তংতং বিগ্রহং গৃহীতুং সামর্থ্যং ॥

শাঙ্করিভাষ্যং। ৩ পাঃ ॥

পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত সূত্রে তু শব্দ দিয়া জৈমিনির সংশয় দূর করিয়াছেন। দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের সম্ভাবনা আছে ইহা বেদব্যাসাচার্য্য মান্য করিয়া কহিয়াছেন। যদ্যপিও সূর্য্যমণ্ডল অচেতন পদার্থ হয় লোকেও তন্মণ্ডলকে যে সূর্য্য বলে সে ব্যবহার মাত্র। সূর্য্যমণ্ডল মৃত্তিকাদির ন্যায় জড় পদার্থ হইলেও তন্মণ্ডলাধিপতি বিগ্রহবান্ সচেতন দেবতা আছেন তিনিই সূর্য্য, অবিচ্ছিন্ন রূপে মণ্ডলে অবস্থিতি করতঃ ঐশ্বর্য্যযোগে ইচ্ছামত শরীর গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট বিহারাদি

করিবার সামর্থ্য রাখেন, এইরূপ চন্দ্র নক্ষত্রাদিরও সামর্থ্য হয়। যথা শ্রুতিঃ। (আদিত্যঃপুরুষোভূত্বা স্ত্রম্ভীমুপজগাম ইতি।) সূর্য্য মনুষ্য হইয়া স্ত্রম্ভীর নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং সূর্য্যাদি দেবতারা সচেতন ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্ব বেদ বেদান্ত মতে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, এস্থলে যদি এমত কহ যেমন জগতের আত্মা ব্রহ্ম, সেইরূপ সূর্য্যাদি মণ্ডলেরও অন্তরাত্মা সেই ব্রহ্ম হয়েন অর্থাৎ মণ্ডলাধিষ্ঠাতা আত্মা ভিন্ন অন্য পুরুষ নহেন, ইহা কহিতে পার না, যে হেতু বেদবিরুদ্ধ হয়। বেদে আজ্ঞা করিয়াছেন, (ব্রহ্ম বিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিঃ) উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানে যে সাধক সে ব্রহ্মই হয়। এবং যে যে সাধক যে যে দেবতার উপাসনা করেন তিনি পরিণামে সেই সেই দেবরূপ হন। এবিদ্যাকে মধুতুল্য জানিয়া সর্ব্ববেদ বেদান্তে মধু সংজ্ঞায় উক্ত করিয়া থাকেন, সুতরাং সূর্য্যের সূর্য্যোপাসনা বসুর বস্বুপাসনা করা অসম্ভব, জৈমিনির এই মত। যথা

মধ্বাদিষ্ব সম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ। ৩১

বেদান্তং।

মধ্বাদি বিদ্যায় অর্থাৎ যখন বসুর উপাসনায় বসু, সূর্য্যো পাসনায় সূর্য্যহয় বেদে কহেন তখন সূর্য্যের সূর্য্যউপাসনা বসুর বসূপাসনা অসম্ভব। এ সকল বিদ্যায় অধিকার মনুষ্য ব্যতীত দেবতার হয় না, সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলে সচেতন পুরুষান্তরকে

মান্য না করিয়া তন্মণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম কহিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব হয় ইহাই পূর্ব্বে জৈমিনির সন্দেহ, তাহা ৩২।৩৩। বেদান্তসুত্রে বেদব্যাস গোস্বামী সূর্য্যাদির মণ্ডলাধিষ্ঠাতা চেতন বিশিষ্ট দেবতান্তরকে মান্য করিয়া জৈমিনির সংশয় নিরাস করিয়াছেন, অর্থাৎ চেতনবিশিষ্ট পুরুষকে সূর্য্য বলিয়া মান্য না করিয়া সূর্য্যাদিকে নির্জ্জীব মৃত্তিকাদি জড় পদার্থের ন্যায় অচেতন কহিলে ঈশ্বরাজ্ঞা বেদের মতকে খণ্ডন করা হয়, যে হেতু ইহাদিগের প্রতি ব্রহ্মোপাসনা করিতে বেদে আজ্ঞা করিয়াছেন। বিশেষতঃ সূর্য্য যে সচেতন তাহা বাজসনেয় উপনিষদেও স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন। যথা

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজোযত্তে রূপং কল্যাণ তমন্তত্তে পশ্যামি যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি। ১৬।

বাজসনেয়ং।

হে পূষন্ জগতঃপোষণাৎ পূষা রবিঃ। তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতী ত্যেকর্ষিঃ হে একর্ষে,। তথাসর্ব্বস্য সংযমনাৎ যমঃ হে যম। তথা রশ্মীনাং স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ হে সূর্য্য। প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ হে প্রাজাপত্য। ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্ সমূহ একীকুরু উপসংহর। তেজঃ তাপকং জ্যোতিঃ। যৎতে তব রূপং কল্যাণতমং অত্যন্ত শোভনং তৎ তে তব প্রসাদাৎ পশ্যামি। যঃ অসৌ মণ্ডলস্থ পুরুষঃ পূর্ণমনেন জগৎ সমস্তমিতি সঃ অহং অস্মি ভবামি। ১৬।

সূর্য্যোপস্থানে সাধক সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, হে পূষন্ অর্থাৎ জগৎ পোষ্টারবি, হে একর্ষে, অর্থাৎ একোগম্য, হে যম অর্থাৎ সকলের সংযমন কর্ত্তা, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, অর্থাৎ প্রজাপতির পুত্র, ইত্যর্থে হে কশ্যপমুনি পুত্র আদিত্য। তুমি স্বীয়রশ্মীর অপহরণ কর, যে হেতু তোমার তাপকজ্যোতিঃ প্রভাবে চক্ষু অন্ধীভূত হয়, তোমার কল্যাণতম যে রূপ তাহা দর্শন করিতে পারি না, ভৃত্যবৎ যাচিঞা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও তোমার প্রসাদে আমি তোমার অত্যন্ত শোভন রূপ দর্শন করি। তব মণ্ডলস্থ যে পুরুষ তৎকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমি সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া সেইরূপ হইতে বাসনা করি।

এই সকল শ্রুতিতেও সূর্য্যকে অচেতন বলেন নাই, তবে সূর্য্যের মণ্ডল এনিমিত্ত লোকব্যবহারে প্রাকৃত লোকে মণ্ডলকেও সূর্য্যবলে, মণ্ডলের অচেতনতা প্রযুক্ত সূর্য্যকে অচেতন বলা অসঙ্গত, পণ্ডিতব্যক্তিরা কদাপি এরূপ কহিতে পারেন না। সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় পৃথিবীমণ্ডলের অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডের জড়ত্ব হইলেও তদধিষ্ঠাত্রি দেবতা চেতন বিশিষ্টা তাঁহাকেই পৃথিবী কহাযায় পৃথিবীর মণ্ডল মৃৎপিণ্ড একারণ তাহাকেও পৃথিবী বলে। আত্মাভিন্ন তাবৎ পদার্থই অচেতন যে অর্থে কহেন সে অর্থে সূর্য্যকে কেন মনুষ্যাদি সকলকেই অচেতন কহিতে হয়, তাহা কহিলে উপাসনা কাণ্ডই একবালে থাকে না, যদি আত্মাই সকল হইল তবে আত্মা আবার আত্মার

উপাসনা কি করিবেন? । এবং জগৎব্যাপ্ত আত্মা একথাই বা বলে কে, আত্মা ও জগৎ এতদ্দ্বয়ের পৃথক্ শব্দোপাদানই বা কেন হয়।

তর্কবাগীশ মহাশয় যেরূপ প্রশ্নকর্ত্তাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, সেই উত্তর বাক্যের প্রতি নির্ভর করিলে সকলেই নাস্তিক মতের অবলম্বন করিবেক ইহাতে সন্দেহ কি? । সূর্য্য অচেতন পুরুষ নহেন ভগবানের বিভূতি রূপ হয়েন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গতা যুক্তি।

তর্কবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ না করিয়া কেবল আধুনিক যুবকদিগের স্বকপোল কল্পিত যে যুক্তি সেই যুক্তিপথেই অরোহণ করিয়াছেন, একারণ যৎকিঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত বাক্যও লিখিতব্য হইল। যখন বেদশাস্ত্র বিচার করিয়া ঋষিগণেরা বেদব্যাসের নিকট প্রশ্ন করেন তখন কি সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ সজীব বা নির্জীব ইহার কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। সর্ব্ব বেদ বেদান্ত দর্শি বেদব্যাসও কি ইহার মর্ম্ম বোধ করিতে পারেন নাই। যখন ষড়দর্শন দ্বারা মহামুনি গণেরা তন্নতন্নরূপে বিচার করিয়াছিলেন তখন কি সুর্য্যাদি মণ্ডলের প্রতি আপত্তি উপস্থিত কেহই করেন নাই, যাহা লইয়া স্থূলবুদ্ধি জনগণে এক্ষণে মহা গোলযোগ করিতেছে, ইহাও তো তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে মহা২ পণ্ডিত অভ্রান্ত ঋষিগণেরা যাহাকে বিচার সম্মত যুক্তি যুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অলীক বোধ কিরূপে করা যাইতে

পারে। ঋষিদিগের তুল্য পণ্ডিত একালে কি কেহ আছেন? যাঁহারদিগের কৃত গ্রন্থার্থ বোধকরিতে হইলে টীকা ও ভাষ্যের সর্ব্বদাই আবশ্যক করে, সেই সকল ঋষিবাক্যকে ত্যাগ করায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের সাহসকে অবশ্যই পূজাকরিতে হয়। কেন না যাঁহারা পথদর্শন করাইয়াছেন যে পথে আরোহণ করিয়া আপনাকে জ্ঞানি বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই সকল বহুদর্শি ঋষিগণকে অন্ধ করিয়া তুলিলেন। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি এককালে অচেতন পদার্থ হইলেন কিন্তু ইহাতে তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজনা নব্য সভ্যের চৈতন্য গুণের সীমা যে কিপর্য্যন্ত তাহা বলাযায় না।

সূর্য্য চন্দ্রাদির মণ্ডল যদিও অচেতন হয় তথাপি তত্তন্মণ্ডলাধিপতি দেবতারা অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি এবং গ্রহ নক্ষত্রাদিরা নির্জীব অচেতন পদার্থ নহেন। "সর্ব্বপ্রমাণাপেক্ষা সাক্ষাৎকার অতি বলবান্ এবং ঈশ্বরশক্তি প্রভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছে," যে কহেন তাহা সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ বটে। যে হেতু সূর্য্যাপেক্ষা বলবান্ কেহ নহেন, যথা (সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ানাং কেবলং কারণং রবিরিতি) সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের এক কারণ সূর্য্য। সূর্য্য কর্ত্তৃকই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদিরা আকৃষ্ট হইয়া গগন পথে অবস্থিতি করিতেছেন।

সেই আকর্ষণ শক্তিকেই ঈশ্বরশক্তি কহে। ঈশ্বর শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া নির্জীব অচেতন বলা সঙ্গত হয় না। যে হেতু ঈশ্বর শক্তি প্রভাবেই সকল আছে, দেখ পক্ষিগণেরা

পক্ষ সহায়ে যে গগনপথে উড্ডীয়মান হইতেছে তাহাকেও কি ঈশ্বর শক্তির প্রভাব বলাযায় না, তন্নিমিত্ত কি পক্ষিগণকে নির্জ্জীব অচেতন বলাযাইবে ! । যদ্যপি এরূপ আত্মাভিন্ন তাবৎ পদার্থকে অচেতন বলিয়া থাকেন, তবে এতৎ সংসারে আকীট পতঙ্গ নর ভুজঙ্গাদি সমস্তই নির্জ্জীব অচেতন পদার্থ হইল, সচেতন সজীব কাহাকে বলা যাইবেক এমত পদার্থ মাত্রই রহিল না, সুতরাং এ যুক্তিতে যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ কি অন্যান্য সভ্যাভিমানীরাও অচেতন নির্জ্জীব পদার্থ মধ্যে গণ্য হইতে পারেন কি না ? ইহা সভাপতি গণেরা বিচার করিয়া দেখিবেন, পুর্ব্বোক্ত মধুবিষ্ঠা বিচারের ন্যায় নির্জ্জীব অচেতন ব্যক্তিরা সূর্য্যাদিকে সজীব কি নির্জ্জীব বলিয়া বিচার করিতে কিরূপে অধিকারী হইলেন ইহাও সামান্য বুক্তিতে আইসে না।

ফলিতার্থ, এরূপ প্রকারের বিচার করা এরূপ প্রণালীতে হয় না।ঈশ্বরশক্তি প্রভাবে জগৎকার্য্য চলিতেছে বলিয়া যে সমস্ত পদার্থকেই অচেতন ও নির্জ্জীব কহিতে হইবে এমত তাৎপর্য্য নহে যত নক্ষত্র যত গ্রহ আছেনসর্ব্বাপেক্ষা চন্দ্র ও সূর্য্যই শ্রেষ্ঠ হয়েন। ইহারদিগের মণ্ডল গোলাকৃতি, ঈশ্বরশক্তি প্রভাবে সকলের ঊর্দ্ধভাগে স্থিতি করিয়া সময়ে২ পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছেন। ঐ ঈশ্বর শক্তি দ্বিবিধা, পরিচালিকা ও অপরি চালিকা অর্থাৎ পরিচালিকা শক্তিপ্রভাবে আবহ বায়ুর অর্থাৎ ভার সহবায়ুর সহকারে ঊর্দ্ধে স্থিতি করিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরু পিত সময়ে পরিচালিকা শক্তি প্রভাবে প্রবহ বায়ুর সহকারে

আপনং কেন্দ্রে ভ্রমণ করতঃ পৃথিবী মণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য্যাদির মণ্ডল দৃষ্টে তদধিষ্ঠাতা পুরুষের অদৃষ্টে সামান্য বুদ্ধিতে তত্তন্মণ্ডলকে নির্জীব অচেতন বলিয়া অবশ্যই উপলব্ধি হইতে পারে। তন্নিমিত্ত তত্ত্বদর্শি পণ্ডিত গণেরা সূর্য্যাদিকে অচেতন নির্জীব পদার্থ বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করিবেন না।

শ্রুতিতে যখন সূর্য্যকে স্বকীয় তাপকজ্যোতি সম্বরণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিতেছেন, তখন সূর্য্য যে নির্জীব অচেতন পদার্থ তাহা চেতন বিশিষ্ট মনুষ্যে কদাচই বিশ্বাস করিবেন না। বেদকর্ত্তা কিছু উন্মত্ত পুরুষ নহেন, তিনি অচেতন নির্জীব পদার্থকে প্রার্থনা করিতে কেন উপদেশ করিবেন যে সূর্য্যের অবলম্বনে এই জগৎ রহিয়াছে সেই সূর্য্য কখন নির্জীব অচেতন পদার্থ নহেন। অপর আগামী প্রকাশিত হইবে।

সন্দেহ নিরসন।

গতবারের শেষ তাক্তজ্ঞানির প্রশ্নোত্তরে পরমহংসের উক্তি। অরে জ্ঞানাভিমানিন্ বাজসনেয়োপনিদে কহেন যে যেব্যক্তি দেবতা প্রতি কায়মনো বাক্যে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা না করিয়া কেবল যাগাদি করে সে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও ঐহিক পারত্রিক সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। এবং যাহারা কেবল দেবতার উপাসনায় নির্ভর করিয়া দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির প্রতি যত্ন ও

যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তাহারাও ঐহিক পারত্রিক সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সুখহেতু এই উভয় কর্ম্মানুষ্ঠান, কেন না এতদুভয়ানুষ্ঠান ভিন্ন একতরানুষ্ঠানে উভয় ফললাভ হইতে পারে না, অতএব ভোগ মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক উভয়ানুষ্ঠান করিবেন।

যাহারা বেদবাক্যকে মান্যকরে তাহারা কোনক্রমেই দেবার্চ্চনা ও যাগাদিকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলিতে সাহসিক হইতে পারে না। এবং দেবতাদিগকে রূপক কহিতেও শক্ত হয় না। যে সকল ব্যক্তি দেবতাদিগকে মিথ্যা বলে এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি এতদভিমানে মত্তহয়, ও এই ভূমণ্ডলে আপনাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে উপাসক জ্ঞান করে, তাহারদিগের তুল্য পাষণ্ড পৃথিবীতলে আর কে আছে ?

যে সকল দেবতার নামরূপ ও গুণকর্ম্মাদির বেদাদি শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে যদি রূপক আখ্যায়িকা বল তবে নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিকেও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ ও নির্গুণোপাসনাকেও রূপকআখ্যায়িকা না বলা যাইবে কেন ?। অতএব শাস্ত্রের যথার্থাভিপ্রায়ের বিপরীত করিয়া পরম্পর এরূপ কূটার্থ নিষ্পাদন করিতে গেলে সত্যধর্ম্মের এককালেই সমূলোচ্ছিন্ন হয়। তাহাহইলে এই পুজ্যতম কর্ম্মক্ষেত্র সুপুণ্য ভারতবর্ষে দিন দিন নাস্তিকতার সমৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। যেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবানের উপাসনাকে

ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল ব্রহ্মের সত্তাকে মৌখিক মান্য করিয়া থাকে এবং সমস্ত লোকসমাজে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে অথচ জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত সোপান স্বরূপ যে যাগাদির অনুষ্ঠান, তাহারপ্রতি নিয়ত দ্বেষ করে, তাহারা যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে আকাশপুষ্প লাভের ইচ্ছার ন্যায়।

অরে বৎস, তবে তোমারদিগের মতের প্রতি সাধারণের এই উপলব্ধি হইতে পারে, যে যথেষ্টাচার দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বিধি উচ্ছেদের নিমিত্তই আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের এক নবীন মত প্রকাশ হইতেছে, ইহাওতো বিবেচ্য বটে, যে যদিস্যাৎ বেদোক্ত এসকল অনুষ্ঠান ভিন্ন শুদ্ধ যথেচ্ছাচারী হইলে তত্ত্বজ্ঞানকে লাভ করা যাইত তবে পূর্ব্বকালাবধি তজ্জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সোপান স্বরূপ কর্ম্ম কাণ্ডের বিধি কদাচিৎ প্রচার থাকিত না। এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও বেদে অবশ্য ব্যক্ত থাকিত অর্থাৎ তদ্দৃষ্টে সাধ কেরা ধ্যান মননাদি করিত, (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনেতি) সংহিতাকারেরাও এরূপ আদেশ করিতেন না, অর্থাৎ নির্গুণ পরমাত্মার ধ্যান মননাদি নাহইবার নিমিত্তই রূপগুণ বিশিষ্ট পরমাত্মার উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যে হেতু আত্মা অনির্দ্দেশ্য শুদ্ধ (যঃসদাস্তীতি কেবলমিতি) যিনি আছেন এই এক বাক্য মাত্র আছে। তাহাকে উপাসনা হইতে পারে না।

বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নিদ

শ্রুতি দ্বারা আত্মার সত্তাকে প্রমাণ করেন, তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে সত্তামাত্র ও চিন্মাত্র নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা কহিয়া অতীন্দ্রিয় বাক্যমনের অগোচর পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া এইমাত্র স্বীকার করেন যে পরব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় বিষয় হয়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম কোন বিশেষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত রূপে কথনযোগ্য হয়েন না। যথা

আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি।
নেতান্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য
সত্যমিতি। প্রাণাবৈ সত্যং তেষা মেষ
সত্যমিতি। বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ।

না না প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনারপরে শ্রুতি দেখিলেন যে বাক্যে ব্রহ্মস্বরূপতা কথনে বেদ অসমর্থ। তিনি নামদ্বারা রূপদ্বারা কর্ম্মদ্বারা জাতিদ্বারা দিগ্‌দেশদ্বারা কি কালদ্বারা অথবা অন্য কোন গুণদ্বারা পরিচিত নহেন, যে হেতু ব্রহ্মেতে এ সকলের কোন বিষয় নাই। সুতরাং ইহা নহেন ইহা নহেন ইহা নহেন ইত্যাদি রূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, কিম্বা মন বা বুদ্ধিদ্বারা যাহার অনুভূতি হয় সে ব্রহ্ম নহে। তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম; আত্মাব্রহ্ম ইত্যাদি (১) স্বগুণ নির্গুণ বিশেষণ দ্বারা বেদে পরব্রহ্মের যে স্বরূপতা

(১) সগুণ নির্গুণ বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকথন পক্ষে বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ

কথন সে উপদেশ মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাক্যে কহিতে হইলে এইপর্য্যন্তই কহাযায়, আর অধিক কহাযাইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় বিষয়।

এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে তিনি কিছুই নহেন। ফলিতার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ এই ইহাভিন্ন আর কিছুমাত্র নির্দ্দেশ নাই। মিথ্যা হইয়াও সত্যেরন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহারমধ্যে যথার্থরূপ যে সত্য তিনিইব্রহ্ম, প্রাণ প্রভৃতিকে যে দেখিতেছ ইহার কেহই ব্রহ্ম নহেন। প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সত্যবস্তু তিনিই ব্রহ্মহয়েন। যথা

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য নবেদসঃ।
ইতি। তলবকার শ্রুতিঃ।

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে সাধকের হয় তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, আর ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে সাধকের হয় সে ব্রহ্মকে জানেনা। অতএব ব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয় ইহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রুতিব্রহ্ম প্রশংসা করিয়াছেন স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে, যদি এরূপ বর্ণন দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশমাত্র হইত প্রশংসাপর নাহইত, তবে নির্লক্ষ বস্তু পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধারিত না হইলে নৈষ্ঠিকতা রূপে কদাচ তদুপাসনায় কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। কেন না বেদান্ত শাস্ত্রে সত্তামাত্রকে স্বীকার করেন, তাহাতে আর কোন বিশেষণ মাত্রও পাওয়া যায় না, ফলিতার্থ বিশেষণ

স্বরূপ ব্রহ্ম বলায় নির্গুণ, বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম বলায় সগুণ ব্রহ্মই বলা হইল।

হতে আত্মাকে বিশেষ্য বলিয়া যাবৎ জ্ঞান না জন্মিবে তাবৎ উপাসনার প্রতি আস্থা জন্মিতে পারে না। সুতরাং আপনিই এসকল বৈচিত্রবাক্যে পরব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রশংসাপর হইয়া উঠিল। অতএব এই বর্ণনা প্রশংসাপর না হইয়া যদি যথার্থই হইত তবে পরব্রহ্মত্ব বর্ণনদ্বারা বিশেষণে বিষ্ণুকে বিশেষ্য করিয়া বেদে বর্ণনা কদাচই করিতেন না। যথা

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণরূপ মেকাকারং পরংব্রহ্ম শোকমোহবিনির্মুক্তং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ নসীদতি॥ মহোপনিষৎ।

সর্ব্বজীবে অবস্থিত এক স্বরূপ কারণরূপ নারায়ণ পরব্রহ্ম শোক মোহাদিতে বিনির্ম্মুক্ত বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে জীব অবসন্ন হয় না।

হৃৎপদ্মমতোস্য মধ্যেবহ্নিশিখাযোর্দ্ধ্ব্যবস্থিতা তস্যৈ শিখায়ে মধ্যে পুরুষঃ পরমানন্দো হৃদয়স্থোহপ্যধোমুখঃ সন্তত্যৈ শীৎকরাভিশ্চ তস্যমধ্যে মহানর্চ্চি র্ব্বিশ্বাচ্চি র্ব্বিশ্বতোমুখং। তস্যমধ্যে বহ্নিশিখা ব্যবস্থিতা। তস্যৈ শিখায়ে মধ্যে পুরুষঃ পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ সব্রহ্মা সঈশানঃ সইন্দ্রঃ সোহক্ষর পরমস্বরাট একএব নারায়ণো ব্রহ্মেতি। মহোপনিষৎ।

অধোমুখ হৃৎপদ্ম, সেই হৃৎপদ্ম মধ্যে ঊর্দ্ধ্বব্যবস্থিতা যে অগ্নির শিখা সেই শিখার মধ্যে পরমানন্দ স্বরূপ পরমপুরুষ অমৃত কিরণে আবৃত সেই হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে বিশ্বদীপকতেজ মহাদীপ্তিমান বিশ্বতোমুখ মহাশিখা বিশিষ্ট, সেই শিখার মধ্যে যে মহাপুরুষ অবস্থিতি করেন, তিনিই পরমাত্মা পরম পুরুষ নারায়ণ নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব, তিনিই ব্রহ্মা তিনিই ঈশান, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই স্বপ্রকাশ, তিনিই পরমাক্ষরস্বরূপ, এক এব নারায়ণ ব্রহ্ম।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতপত্রে ব্রহ্মসঞ্চার গুণমিলনের বর্ণনা করা হইয়াছে, অত্র পত্রে শরীরস্থ পৃথিব্যাদির পঞ্চ পঞ্চ গুণ বর্ণন করিতেছি, মহাভুতপঞ্চের গুণ অতিপূর্ব্বে শরীরোৎপত্তি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই সকলের বোধগম্য হইবে। যথা

মহাভূতানি পঞ্চেতি দেহমধ্যেহধুনাশৃণু।
মহাভূতানি পঞ্চেতি পৃথ্বীতেজোমরুৎ খকং। এতেষাঞ্চ তথাপঞ্চ গুণস্থানং শৃণু প্রিয়ে। তত্বসারে।

এইপঞ্চ মহাভুতেরগুণ। অধুনা দেহমধ্যে পঞ্চভূত যে মহী অগ্নি বায়ু আকাশ জলের অংশ আছে তাহার গুণ শ্রবণ করহ।

অর্থাৎ এই সকল ভূতের গুণের অবস্থান শরীরের যেং স্থানে হয় তাহাও শ্রবণ করহ।

অস্থি মাংসং লোম নাড়ী ত্বক্‌চেতি পৃথিবী গুণাঃ। ক্ষুধাতৃষ্ণালস্য নিদ্রা গ্লানিশ্চ পঞ্চ বারিণঃ। রাগ লজ্জা ভয়োদ্বেগৌ ধারণাচ মরুদ্‌গুণাঃ। তত্ত্বসারে।

অস্থি মাংস লোম নাড়ী ত্বক এই পঞ্চভূতের স্থান, যদিও এক এক স্থান এক এক ভূতের হউক্ কিন্তু পৃথিবী এইসকল স্থানেই অবস্থিতি করেন একারণ এই পঞ্চকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য নিদ্রা এবং গ্লানি এই পঞ্চ গুণ জলের হয়। অন্য ভূতত্রয়ের গুণ বর্ণনার এস্থানে আর প্রয়োজন করে না তাহা পুর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রাগ লজ্জা ভয় উদ্বেগ এবং ধারণা মরুতের গুণ। যদিও প্রথমে ভূতগুণ আছে তথাপি প্রসংঙ্গানুরোধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা হইল। (এতজ্জ্ঞানেনৈব তেষাং বুদ্ধিরুৎপদ্যতে শুভাইতি।) এই সকল ভূতজ্ঞানে শোভনা বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।

অনন্তর মন প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার অন্তঃকরণ সম্ভব পদার্থের গুণ কহিতেছি। যথা

মনোবুদ্ধি রহংকার শ্চিত্তচৈতন্য মেবচ। এতেপঞ্চপ্রকারাশ্চ অন্তঃকরণ সম্ভবাঃ। তত্ত্বসারে।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত চৈতন্য এই পঞ্চপ্রকার অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারদিগের গুণ শ্রবণ করহ।

মনানা মননং জ্ঞেয়ং বুদ্ধ্যাদি পঞ্চপঞ্চতু।
বিবেক শান্তি সন্তোষ ক্ষমা বৈরাগ্যতেতিচ।
এতেপঞ্চগুণাবুদ্ধে রহঙ্কার গুণান্ শৃণু।

তত্ত্বসারে।

মনন ও আমনন এই দুই গুণ মনের অর্থাৎ সংকল্প ও বিকল্প মনের ধর্ম্ম। বিবেক শান্তি সন্তোষ ক্ষমা বৈরাগ্য এই পঞ্চ বুদ্ধির গুণ। অতঃপর অহংকারের গুণ শ্রবণ কর।

অহংভাব মহঞ্চাদিযুগান্তং হিংসনন্তথা।
বৃত্তিঃস্মৃতির্ম্মতি স্ত্যাজ্যং নিরাশং চৈত্তিকা
গুণাঃ।

তত্ত্বসারে।

অহংভাব অর্থাৎ আত্মাভিমান, আমার তুল্য জগতে কে আছে সকলে মরিতেছে আমি এক্ষণে মরিব না যুগের আদি অন্ত পর্য্যন্ত থাকিব এবং পরহিংসাকরণ ইত্যাদি অহঙ্কারের গুণ। বৃত্তি, সুস্বভাব, স্মৃতি, মতি, সমাহিত বুদ্ধি, ত্যাজ্য ত্যাগোপযোগ্য বিচার, অর্থাৎ দানাদিপরতা, নিরাশ, আশা ত্যাগকরণ ইত্যাদি চিত্তের গুণ। তথাহি।

নিস্পৃহতা দ্বেষতা ধৈর্য্যং বিমর্ষচিন্তনং
তথা। চিত্তেগুণাস্ত্রয়োজীবগুণান্শৃণু মহে
শ্বরি।

তত্ত্বসারে।

[illegible]স্মৃতি অন্বেষতা ধৈর্য্য বিমর্ষ বিচার স্বরূপ চিন্তা ইত্যাদি গুণ সকল চৈতন্যের হয়। এই চৈতন্য পদে ব্রহ্মবিশেষণ নহে ইন্দ্রিয় বিশেষ সর্ব্বজীবেই আছে।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয়দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ দূর দেশস্থ গ্রাহকগণে ডাক মাশুল অধিকদিতে স্বীকৃত হইবেন না, যে হেতু (পোষ্টমেষ্টর) দুই দিবসের পত্র এক পুলিন্দায় গ্রহণ করেন না, সুতরাং দুইসংখ্যায় একত্র করিয়া মাসে মাসে প্রেরিতহইত একমাশুলে প্রাপ্তহইতে পারিতেন এক্ষণে প্রত্যেক মাসে দুই সংখ্যায় সমান মাশুল লাগিতেছে, এবং দুইসংখ্যা এক পুলিন্দায় প্রেরিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেককে দণ্ড দিতে হইয়াছে। এই আশঙ্কাক্রমে প্রতিমাসে একবার পত্রিকা প্রকাশ হইবে হউক্ তাহাতে ফলবৈপরিত্য হইবেক না, যে রূপ দুইসংখ্যায় লেখাহইত সেই পরিমাণেই লেখা হইবেক। বরঞ্চ কদাপি অধিকাংশও লেখা যাইবেক। অতএব প্রার্থনা করিতেছি যে সদ্ধর্ম্মিষ্ঠগণে স্বীয়স্বীয় গাম্ভীর্য্যগুণের অবলম্বনে আমার এই ত্রুটিপ্রতি ত্রুটিজ্ঞান না করিয়া প্রসন্নচেতা হইবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন
সম্পাদক।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল পৌষ

গতপ্রকাশিতের শেষ।

ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার।

৩ প্রশ্ন। পৃথিবীর আকার কি? তিনি কি প্রকার অবস্থিতি করিতেছেন? তাঁহার গতি আছে কি না?।

তর্কবাগীশের উত্তর। এই সচলা পৃথিবী বলয়াকৃতি, ইহা ঐশী শক্তি বশতঃ অবস্থিতি করিতেছে।

ন্যায়রত্ন কৃতাযুক্তি। পৃথিবীকে যে বলয়াকৃতি কহিয়াছেন; সে অযোগ্যনহে, আর যে সচলা বলিয়াছেন তাহাও একপ্রকার সিদ্ধ হইতে পারে; অর্থাৎ আপন কেন্দ্রে পৃথিবী সর্ব্বদাই চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। (ঈশ্বর শক্তিবশতঃ অবস্থিতি করিতেছেন) যে কহিয়াছেন একথাওযথার্থ কিন্তু তন্মধ্যেযে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে তাহা স্পষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইয়াথাকিবেন।

পৃথিবীর আকার কি? তাঁহার গতি আছে কি না? তিনি কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন?। প্রশ্নকর্ত্তারা পৃথিবীর পক্ষে যে অভিপ্রায়ে এই তিন প্রশ্ন করেন, যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ সেই অভিপ্রায়েরধারে ধারে গমন করিয়াছেন, সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রীয় উত্তর করিতে সাহসিক হইতে পারেন নাই। প্রশ্নকৃৎ পুরুষেরা অতি বিচক্ষণ কেবল সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিয়া ছিলেন এমত নহে। ইংরাজী পুস্তকের অভিপ্রায়ে হিন্দুদিগের প্রচলিত সংস্কারকে খর্ব্ব করিবার আশয়েই এই প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর হিন্দুজাতীয় মাত্রেই পৃথিবীকে স্থিরা বলেন, কূর্ম্ম ও অনন্ত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং পৃথিবীকে ত্রিকোণও বলেন, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে কিনা? ইংলণ্ডীয় বিদ্বানেরা এই তিন প্রকার পার্থিব বিষয়কে মান্য করেন না, সুতরাং প্রশ্নকৃৎ পুরুষেরা অভিনব ব্রহ্মজ্ঞানী ইংরাজদিগের সমাজে সর্ব্বদাই সহবাস করেন, অতএব তাঁহারদিগের ন্যায়

বক্তৃতাদি করিতে অতিশয় যত্নবান্ এবং আপনারদিগের শাস্ত্রের অভিপ্রায় ইংরাজী সভায় সহসা প্রকাশ করিতে বড় ক্ষোভিত হয়েন, কেন না পাছে সুসভ্য ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্র মান্য করেন বলিয়া অসভ্যরূপে ঘৃণা করেন, সেই আশঙ্কাতেই প্রাণান্ত হয়, সুতরাং বর্ত্তমানকালে জ্ঞানী মহাশয়েরা সম্যক্‌রূপ যত্নবান্ হইয়া যাহাতে ইংরাজদিগের ন্যায় ইংলণ্ডীয় সভায় সভ্য হইতে পারেন তাহারি উপায় করিতেছেন, একারণ ইংলণ্ডীয়দিগের অভিপ্রায়ানুসারে হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় মিলন করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলে নানা কথায় নানা প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নোত্তরদৃষ্টে ইংরাজীমতে যে সকল বাক্যের মিলন হয় এক্ষণে তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। প্রশ্নকর্ত্তারা এমনি সুমেধা জন্মিয়াযেছেন, একএক জন স্বীয় স্বীয় শোভনস্বভাবে অলঙ্কৃত হইয়াএই সুপুণ্য ভারত ভুমিকে সম্যক্ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন, ইংরাজেরাই মহাজ্ঞানী পুর্ব্বতন মহর্ষিগণেরা নির্ব্বোধছিলেন ইহাই ইহাঁরদিগের ধ্রুবজ্ঞান জন্মিয়াছে। হিন্দু জাতির ছারে কিআছে যে কোনরূপে ইংরাজেরা সভ্য বলিলেই হয়।

প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন তথাপি হিন্দু শাস্ত্রকে মান্য করিবেন না, সুসভ্য ইংলণ্ডীয়েরাই তাঁহারদিগের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, হা? পরমেশ্বর ঋষিগণেরা বিচার করিয়া যাহা করিয়াছেন তাহাকে অন্যথা করিতে কে পারে, কেবল মৌঢ্য স্বভাব প্রসক্ত স্থূল বুদ্ধি জনেরাই মান্য করে না এইমাত্র। তর্কবাগীশ

স্মৃভিধানওতো পাঠ করিয়াছেন, অমরসিংহ কি শাস্ত্র না দেখি য়াই কোষমধ্যে ("ভূর্ভূমি রচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা ধরা ধরিত্রীত্যাদি) পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রেই পৃথি বীকে অচলা স্থিরা কহেন। অর্থাৎ পৃথিবী চলেন না স্থির আছেন, তর্কবাগীশ যে সচলা বলেন ইহাকে সর্ব্ব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া কেবল আধুনিক জ্ঞানীরাই গ্রহণ করিতে পারেন।

পৃথিবীকে অচলা এবং স্থিরা বলাতে যে একস্থানেই স্থির নিরন্তর আছেন এমত অভিপ্রায়ও শাস্ত্রের নহে, অর্থাৎ এক স্থানে থাকিয়া চক্রাকারে ঘুর্ণমাণা, ইংরাজীমতে সুত্রযন্ত্রাকারে সূর্য্যমণ্ডলকে যে পরিবেষ্টন করিতেছেন এরূপ তাৎপর্য্য নহে, হিন্দুশাস্ত্রের মতে সূর্য্যই পৃথিবীকে নিরন্তর পরিবেষ্টন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যাদি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগণে উদয়াস্তভাবে বিশ্ব ম্ভরা ধরণীকেই প্রদক্ষিণ করেন এবিধায় পৃথিবী যে অচলা ইহা সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ।

অপর। পৃথিবীমণ্ডলের আকার গোল, কেননা সর্ব্বশাস্ত্রেই (ভূগোল) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, কার্য্য কারণ বশতঃ কোন কোন স্থানে ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ বলিয়াও যে উক্ত করেন, তাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যজ্ঞাদিকালে বেদি করণার্থ এবং ষট্কর্ম্ম সাধনার্থ ভূতোদয় নিমিত্ত চতুরস্র ধরা মণ্ডলের সঙ্কেত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পৃথিবীর আকার চতু ষ্কোণ নহে। ত্রিগুণা পৃথিবী অর্থাৎ সত্ত্ব রজ স্তম গুণান্বিতা ধরণীতে গুণানুসারে রেখাত্রয় কল্পনা করিয়া পৃথিবীকে

ত্রিকোণা কহিয়াছেন, তন্নিমিত্ত দৃশ্যমান্ গোলাকারের অন্যথা কহা হয় নাই। কেবল ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিবার কারণ রেখা ত্রয় কল্পনা করিয়া পৃথিবীকে ত্রিকোণা কহিয়াছেন। (বিষ্ণুক্রান্ত রথক্রান্ত অশ্বক্রান্ত।) এই খণ্ডত্রয়ের অবস্থানজন্য জলভাগ ত্যাগে স্থলভাগকে কথঞ্চিৎ ত্রিকোণাকারও দেখা যায়, কিন্তু গুণানুসারে ত্রিকোণা বলাই শাস্ত্রপ্রামাণ সিদ্ধ। পৃথিবীশূন্যোপরি ঈশ্বরশক্তিপ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিলেই ধরাধরঅনন্ত ও কূর্ম্মকে অঙ্গীকার করা হইল। অনন্তশক্তিক পরমেশ্বর তাহার শক্তিও অনন্তা, একারণ পৃথিবীকেও অনন্তা কহিয়াছেন। অর্থাৎ অপরিচালিকা অনন্ত শক্তি শূন্যে পৃথিবী মণ্ডলকে ধারণ করিয়া কূর্ম্মাখ্য ভারসহ আবহ বায়ুরসহকারে স্থিররাখিয়াছেন একারণ স্থিরানাম পৃথিবীর হয়। পুরাণাদিশাস্ত্রে রূপকেরছলে অজ্ঞগণের বোধার্থে কূর্ম্ম ও অনন্তরূপে ভগবান্ পৃথিবীধারণ করিয়াছেন বর্ণনা করেন ফলিতার্থ ঈশ্বরশক্তি কর্ত্তৃক ধৃতা পৃথিবী ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ। অন্যদপি, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী তেজঃস্বরূপব্রহ্ম তৎসত্তাকে অবলম্বনকরিয়া পৃথিবী রহিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ বরণীয়তেজঃ স্বরূপা যে ব্রহ্মশক্তি যাহাকে সকলেই গায়ত্রী বলেন সেই অনন্তশক্তি গায়ত্রী তাঁহাতে ধৃতা পৃথিবী, ইহা নিশ্চয় করিয়া কালবাদীরা সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেনকহেন। সুতরাং উভয় মতেই অনন্ত ও কূর্ম্মরূপের অমূলকত্ব আপত্তি আনয়ন করাযাইতে পারে না। অপর, যখনঈশ্বর

শক্তি বশতঃ অবস্থিতি করিতেছেন স্বীকার করা যাইতেছে, তখন ঈশ্বর শক্ত্যাবেশে অনন্তাদি দ্বারা পৃথিবী ধৃতা হইয়াছেন তাহাতেই বা সংশয় কি?। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নাই বা হইতে পারে কি?। অতএব এবিষয়ে সকলেরি বুদ্ধি অবসন্না হয়। যথা (উপর্য্যুপরিবুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বর বুদ্ধয় ইতি।) উপরি উপরি সকল বুদ্ধির উপরেই ঈশ্বরের বুদ্ধি বিচরণ করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যে কি করেন কি না করেন তাঁহার কি সাধ্য কি অসাধ্য ইহা কহিতে পৃথিব্যাদিস্থ কোন্‌ব্যক্তি শক্ত হইয়াছে, না হইতেছে না হইবে। সুতরাং সর্ব্ব বেদদর্শি ঋষিগণেরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন তাহারপ্রতি উহশূন্য বিশ্বাস করিয়া চলাই আমারদিগের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি জানিবেন।

যে অভিপ্রায়ে ইংরাজ বিদ্বানেরা পৃথিবীর পরিভ্রমণ স্বীকার করিয়াছেন, সূর্য্যাদির পরিভ্রমণ অঙ্গীকার করেননাই, সেই অভিপ্রায়েই প্রশ্নকৃৎ পুরুষেরা প্রশ্ন করিয়াছেন, পৃথিবীকে সচলা সুর্য্যমণ্ডলকে অচলবলিয়া জানাইতে ইচ্ছাকরেন অর্থাৎ ইরাজী সভায় সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারিবেন যে আমারদিগের হিন্দুশাস্ত্রেও পৃথিবীরভ্রমণ আছে ইহাসুবিচক্ষণ পণ্ডিতেরা মান্য করিয়াছেন, কেবল কতকগুলা পণ্ডিতাভিমানি ভ্রান্ত লোকেই পৃথিবীকে অচলা বলে? তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ উপলব্ধিকরিতে পারেননাই পৃথিবীরগতির যে আকার হয় এবং শাস্ত্রকৃৎপুরুষেরা যাহা মান্যকরেন তাহাতে সূর্য্যমণ্ডলকে যে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতেছেন এমত তাৎপর্য্য নহে,

পৃথিবীর সূত্র যন্ত্রাকৃতি দৈনন্দিনগতি নাই, অনন্তকর্ত্তৃক আক্রম্য মাণা একস্থানে স্থির থাকিয়া আপন কেন্দ্রে একবৎসর পার্শ্ব পরিবেষ্টনে তিনশত ষষ্ঠিঅংশে ভ্রমণকরেন অনুমানকরি এই অভিপ্রায়েই যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মচ্ছেদ এবং অমরকোষের মস্তকে পাদক্ষেপ করিয়া পৃথিবীকে সচলা বলিয়া গিয়াছেন। যদি সূর্য্য স্থির থাকেন পৃথিবীই সূর্য্যমণ্ডল কে বেষ্টনকরেন, তবে (৩৬০) তিনশত ষষ্টিদিবসে বৎসর পুরণ ব্যতীত(৩৬৫) দিবসে বৎসর পুরণ হইতে পারে না। যে হেতু (৩৬০) অংশে বিভক্তা পৃথিবী এক এক দিনে এক এক অংশ সরেন ইহা সর্ব্বজ্যোতিঃশাস্ত্রের মত। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তে সূর্য্যেরগতি মান্য করিয়াছেন, তাহাতে (৩৬৫) দিবসে বৎসর পূরণের কোন ব্যাঘাৎ নাই।

যদি বল যেরূপ পৃথিবীর তিনশত ষষ্টিঅংশ তদ্রূপ সূর্য্যমণ্ডল কেও তিনশত ষষ্টিঅংশে বিভক্ত করা যায়, সূর্য্যভ্রমণেই বা তিনশত পঞ্চষষ্টি দিবসে বৎসর পূরণ কিরূপে হইতে পারে, এক এক দিবসে এক এক অংশ ভ্রমণ হইলে উভয় ভ্রমণেই (৩৬০) দিবস ব্যতীত (৩৬৫) দিবস হইতে পারে না। উত্তর পৃথিবীর ভ্রমণ স্বীকার করিলেই এ সন্দেহ উপস্থিত হয় সূর্য্য ভ্রমণে হয়না। সূর্য্যের দৈনন্দিন গতিতে এসন্দেহ জন্মেনা কপিত্থ ফলবৎ ভূমণ্ডলকে যজ্ঞোপবীতিবৎ গতিক্রমেসূর্য্য প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আথর্ব্বণীশ্রুতিতে নক্ষত্রকল্পে কহেন যে কপিত্থফলেরন্যায় পৃথিবীর দক্ষিণ উত্তর পার্শ্ব কিঞ্চিন্নিম্নহয়।

ইংরাজেরা জামীরেরন্যায় পৃথিবী বলেন। অতএব কপিত্থ ও জামীর ফলের বিশেষ গঠন যাহাহউক্ কিন্তু দুইপার্শ্বযে নিম্ন তাহাতে কোন গোল নাই। সুতরাং পৃথিবীকে বেষ্ঠনকরিতে হইলেই সহজেই অণ্ডাকার গতি মান্য করিতেহয়। এবং নক্ষত্রকল্পে মধ্যাহ্ন কালের পর সূর্য্যের কিঞ্চিৎ গতি মান্দ্য হয় মহাভারতে যমদগ্নিসূর্য্য সম্বাদেও উক্তআছে। অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে দশোনষষ্টিপল সূর্য্যের গতি মান্দ্যহয় সেই মান্দ্য গতি প্রযুক্তই প্রতি অংশে পঞ্চশত পলকে ধৃত করিলে (৩৬৫) দিবসে বৎসর পরিপূর্ণহয়। ইহা সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা বিচারকরিলেই জানিতে পারিবেন যে ইহাতে পৃথিবী অচলা কিসচলা? যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ যে পৃথিবী সচলাবলিয়াছেন বলিয়াই যে পৃথিবী সচলা হইবেন এমত নহে। অপর আগামী প্রকাশ করা যাইবেক॥

সন্দেহ নিরসন।

গতপ্রকাশিতের শেষ।

ত্বং ব্রহ্মা তঞ্চবৈ বিষ্ণু. স্ত্বংরুদ্র স্ত্বংপ্রজা পতিঃ। ত্বমগ্নির্ব্বরুণোবায়ু স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বংনিশা করঃ। ত্বং মনস্ত্বং যমশ্চত্বং পৃথিবীত্ব মথা চ্যুতঃ। স্বার্থে স্বাভাবিকার্থেচ বহুবা তিষ্ঠ সেদিবি। বিশ্বেশ্বর মনস্তভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্ব

কর্ম্মকৃৎ। বিশ্বভুক্ বিশ্বমায়স্ত্বং বিশ্বক্রীড়ারতিঃপ্রভুঃ।

মৈত্রেয়োপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক।

হে অচ্যুত, তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপ, তুমি প্রজাপতি অগ্নি বরুণ বায়ু ইন্দ্র চন্দ্র মন যম পৃথিবী স্বরূপ। স্বীয়লীলা প্রকাশার্থে, এবং বিশ্বরক্ষার্থে তুমি এক হইয়াও বহুরূপে স্বর্গাদি লোকে অবস্থিতি কর। হে বিশ্বেশ্বর তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা বিশ্বমায় বিশ্বক্রীড়ারত তুমি জগৎপ্রভু।

এরূপ বেদে নারায়ণকে ব্রহ্ম বলিয়া পুনঃপুনঃ বর্ণন করিয়াছেন, যদ্যপি নারায়ণেতে ব্রহ্মেতে বিশেষণগত বৈলক্ষণ্য হইত, তবে নির্ব্বিশেষণ পরমাত্মার সহিত নারায়ণকে অন্তর করা যাইত, যখন নারায়ণকেই ব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বেদেই বর্ণন করিতেছেন, তখননির্ব্বিশেষতায় ব্রহ্মবিশেষণে উপদেশ রূপ প্রশংসাবাদ ব্যতীত আরকিছুই বলিতে পারা যায় না।

অরে জ্ঞানাভিমানিবৎস। শুদ্ধ দেবতাদিগের উপাসনা কি কর্ম্মকাণ্ড বিধিকে হেয়ত্ব রূপে পরিগ্রহ করিলেই যে তত্ত্বজ্ঞানী হয় এমত নহে। যথার্থ শাস্ত্রাভিপ্রায় এই যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করণানন্তর চিত্তশুদ্ধিকরতঃ যথাবিধানে শমদমাদিদ্বারা বাহ্যাভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইতে পারিলে ক্রমে ব্রহ্মকে জানিবার যোগ্যতা জন্মে। যথা

কর্ম্মণা মনসা রম্ভা নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সন্ন্যাসনা দেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি।।

ইতিগীতা।

কর্ম্মের অনারম্ভে কদাচ নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়না। এবং নিত্যনৈমিক কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাসযোগেও মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। অতএব যোগ বাশিষ্ঠেও বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যথা

উভাভ্যা মেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈবজ্ঞান কর্ম্মভ্যাং সিদ্ধি র্ভবতি নান্যথা ।।

যেমন উভয় পক্ষের দ্বারা পক্ষিদিগের আকাশ তলেগতি হয়। সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এইউভয় পক্ষস্বরূপ হইয়া পক্ষীবৎ সাধক কে আকাশাখ্য পরমাত্মাতে প্রাপ্তকরায়।

সুতরাং স্পষ্টপ্রতীয় মান হইতেছে যে যথাশাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সহসা জ্ঞান আপনিই জন্মে, বল পূর্ব্বক জ্ঞান কে অধিকার করিতে কেহই সক্ষম নহে। বলপুর্ব্বক জ্ঞানলাভ হয়না কিন্তু শুভকর্ম্মত্যাগ অনায়াসেই হয়। এক্ষণকার নবীন জ্ঞানীদলে কর্ম্ম নাকরিয়াই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে ইচ্ছাকরেন সংসারে বিলক্ষণরূপ আবৃত থাকিয়া কেবল একবাক্য মাত্রেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়েন, সংসারিব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছায় অকল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যথা

সংসার বিষয়া সক্তং ব্রহ্মজ্ঞো স্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা। ইতি যোগবাশিষ্টং।

সংসার বিষয়ে আসক্ত অথচ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলে, এরূপ কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণে অন্ত্যজেরন্যায় ত্যাগ করেন।

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্ যদ্যস্মাৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞানালোচনা করা নাহয়, এবং নৈকর্ম্ম্য লাভ নাহয়, তবে মিথিলাধিপতি জনকরাজা সংসারী হইয়া কিপ্রকারে জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসের উত্তর। অরে অবোধ বালক, তুমি তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুসন্ধায়ী নহ অথচ আমরা তত্ত্বজ্ঞানী কহিতে সাহস করিতেছ, অজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনায় শুদ্ধ মূর্খতা মাত্র প্রকাশ পায়। জনকরাজা সংসারী হইয়াও সংসার ধর্ম্মে আসক্ত ছিলেন না, জ্ঞানপদবীতে আরূঢ় হইয়াও গৃহস্থোচিত কর্ম্মকাণ্ড কি দেবার্চ্চনাদিকে পরিত্যাগ করেন নাই, যথা বিধানে যাগ যজ্ঞাদিকে সম্পন্ন করিতেন, যাঁহার যজ্ঞভূমি কর্ষণে লাঙ্গলসীতায় সীতাদেবী উৎপন্না হইয়াছিলেন, ইহা সমস্ত পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িগণে কহিয়া গিয়াছেন। মহানুভাব জনকের দৃষ্টান্ত দিয়া যে তোমরা গৃহস্থব্রহ্মজ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর ইহাতে মূর্খতা ব্যতীত আর কি প্রকাশ পায়। জনকরাজা সংসারী তোমরাও সংসারী। জনকরাজা জ্ঞানী তোমরাও

জ্ঞানী হইয়াছ ইহা মুখে বলিতেও কি ব্রীড়া উপস্থিত হয় না। মহারাজা জনক সংসারে থাকিয়াও অনাবৃত ছিলেন। তাঁহার অনাসক্ততার দৃষ্টান্ত, এক কর কামিনীর কমনীয় কঠোর পয়োধর পরিবিন্যস্ত, অপর কর প্রখরতর বহ্নিশিখোপরি সমর্পিত হওয়াতেও বিকৃতি ভাবের উদয় হয় নাই বরং সহাস্য বদনে শুকদেবকে পরম যোগোপদেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে জলাগ্নি বিষামৃত প্রভৃতি সমরূপে পরিণত ছিল, এরূপ সংসারী হইয়া কি তোমরা জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত আছ?

এক্ষণে কুরীতি পরিত্যাগ করিয়া যথাবিহিত বেদোদিত কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বিষয় বিদূষিতাশয় পরিশোধনে যত্নবান হইলেই তোমারদিগের কল্যাণ হইতে পারে। বেদশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের সার এবং সকলের আদি এবিধায় বেদেরই নিত্যতা অঙ্গীকার করা যায়। ঐ বেদশাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডের বিধি বাহুল্যরূপে কথিত হইয়াছে। যথা

যস্যাগ্নিহোত্র মদর্শ মপৌর্ণমাস্য মচাতু
মাস্য মনাগ্রয়ণ মতিথি বর্জ্জিতঞ্চ। অহুত
মবৈশ্বদেব মবিধিনাহুত মাসপ্তমাং স্তস্য
লোকান্ হিনস্তি। ৩॥

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২ খণ্ড।

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবর্জ্জিত হয় এবং অদর্শ অর্থাৎ অমাবস্যায় পার্ব্বণাদি কর্ম্ম করেনা, অপৌর্ণমাস্য অর্থাৎ পৌর্ণ

আসিতে যৎ কর্ম্মকর্ত্তব্য তৎ কর্ম্মাকরণ, অচাতুর্মাস্য অর্থাৎ শ্রীহরির শয়নাবধি উত্থান পর্য্যন্ত মাস চতুষ্টয় যে যে যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি কর্ম্ম সেই২ কর্ম্ম পরিত্যাগী হয়, অনাগ্রয়ণ অর্থাৎ মার্গশীর্ষীয় নব শস্যাগমে যে যে কর্ম্ম তাহাকরেনা, অতিথি বর্জ্জিত হয় অহুত অর্থাৎ যথাকালে আহুতি প্রদান না করে অবৈশ্বদেব অর্থাৎ বলি বৈশ্বাদি কর্ম্ম রহিত, শ্রদ্ধা রহিত কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি আসপ্তম পুরুষ সহিত নরকে নিপতিত হয়।

এই সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণ দ্বারা স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে গমন হয়, কিন্তু সম্যক্ অনুষ্ঠান করণ অতি দুষ্কর অতএব তদক্ষম ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে কিয়দংশ করণেও উক্তফল প্রাপ্ত হইতে পারে, ক্ষমতা সত্বে নাকরায় নরক হয়, ইহাই আদরবতী শ্রুতি স্মরণ করাইয়াছেন। অপরাশ্রুতিঃ যথা

ত্রিনাচিকেত স্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যন্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি। ২৭। ইতি কঠোপনিষৎ।

গৌতম পুত্র নচিকেতা, তাঁহাকে যম কহিয়াছিলেন, যে দেহ ধারণ করিলেই মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলেই আমার বশে আসিতে হয়, অতএব যাহাতে আমার বশে না আসিতে হয় তাহা বলি শ্রবণ করহ। যথা (ত্রিনাচিকেত ইতি)

কর্ম্মমাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শ্রুতি কহিতেছেন, পিতা মাতা

গুরুর নিকট সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মত্রয়কে সম্পাদন করে অর্থাৎ যজ্ঞ অধ্যয়ন দেবপূজাদিতে সম্পন্ন হয়, আদি পদে সন্ধ্যাবন্দনাদি বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত আলোচনায় ব্রহ্ম বিচারে সুনিষ্ণাত হইলে এই জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হয়, নচেৎ কোনক্রমেই জন্মমৃত্যুর শান্তি হইতে পারে না।১৭।

ইত্যভিপ্রায়ে যম কহিয়াছিলেন যে যজ্ঞই প্রধান কর্ম্ম, বিনা যজ্ঞে মুক্তি নাই, যজ্ঞপদে অগ্ন্যর্চ্চনা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রথমোৎপন্ন অগ্নি, তিনি সর্ব্বজ্ঞ স্বপ্রকাশ সর্ব্বমুখ সর্ব্বভুক্ সর্ব্ব সংস্তবনীয় আত্মৈকাগ্রভাবে তাঁহাকে জানিয়া যে স্তুতিকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করে সেই ব্যক্তিই এই পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়।১৭।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা নিরাকার প্রতিপন্ন করিবার আশয়ে সাকার মাত্রকেই উচ্ছেদ করিতে যত্ন করেন ইহা কি বেদের মত নহে? এবং ইহাঁরাও কি বেদ বেদান্ত প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই লিপি প্রকাশ বা বক্তৃতা করিয়া থাকেন?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা বেদবেদান্তের উপর নির্ভর করেন না, শুদ্ধ কালানুযায়ি ভূপতিগণের অভিপ্রায়ানুসারে স্বকপোলকল্পিত যুক্তির প্রতিই নির্ভর করিয়া সমস্ত বেদোদিত ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ সাকারোপাসনা প্রভৃতির উচ্ছেদে যত্নপর হইতেছেন, আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের যে মত সে মত বেদমূলক নহে। তন্নিমিত্ত তোমাকে আমি এই উপদেশ করিতে বাধিত হইলাম।

ভগবান্ বেদব্যাস গোস্বামী, বেদান্তদর্শন প্রকাশের পূর্ব্বে এক বেদকে খণ্ড চতুষ্টয় রূপে সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি সংহিতা পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি সুমন্তু নামে চারি শিষ্যকে প্রদান করেন। ঐ বেদ সংহিতা মধ্যে দেব দেবীর পূজাবিধি ও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কাণ্ডের বিধি বাহুল্য রূপ থাকাতেও যে নিরাকার প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে নির্ব্বোধ নাস্তিকদিগের বুদ্ধির জড়তা প্রযুক্ত তাহারা এরূপ তর্ক অবশ্যই করিতে পারে, যে সাকার বস্তু পরিচ্ছিন্ন সে সর্ব্বব্যাপক কদাপি হইতে পারে না। এরূপ তর্ক বিতর্ক দ্বারা ঈশ্বরের অনবস্থায়িত্বকেই নিশ্চয় করিয়া অল্প মেধাজনে ক্রমে ঈশ্বরবিষয়ে বিমুখ হইয়া নাস্তিকতারই প্রবল করিয়া তুলিবে, এতদ্বিবেচনায় বাদরায়ণাচার্য্য শুদ্ধ মূর্খবোধার্থে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপনাকাংক্ষায় অপরিচ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন। যদ্দৃষ্টে একজন ঈশ্বর আছেন বলিয়া সুমন্দমতিদিগের ঝটিতি বোধ হইতে পারিবেক। মহাকারুণিক বেদব্যাস গোস্বামী এই কৌশলদ্বারা তাবি লঘুস্বভাব মন্দপ্রজ্ঞ জনগণকে আস্তিকতায় রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দেব দেবী পূজা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম এবং সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে বেদব্যাস বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু একালে যে রূপ নাস্তিকতার প্রাবল্য হইয়াছে তাহাতে বেদব্যাসের সেই কৌশলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সুকৌশল হইয়া উঠিয়াছে। ফলিতার্থ

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শুবিবেচনা দেখিলে নিরাকার প্রতিপাদক বেদান্ত দর্শনেও বেদ ব্যাস আচার্য্য ভঙ্গীক্রমে সাকার ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সাকার নিরাকার উভয় রূপকেই মান্য করিয়াছেন। যথা।

দ্বাদশাহ বদুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ ॥

বেদান্ত ৪। অং।

বাদরায়ণঃ পুনরাচার্য্যঃ অতএব উভয় লিঙ্গ শ্রুতি দর্শনাৎ উভয় বিধত্বং সাধু মন্যতে। যদা সশরীরত্বং সংকল্পয়তি তদা সশরীরো ভবতি যদাত্ব শরীরত্বং সংকল্পয়তি তদা অশরীরো ভবতি। সত্য সংকল্পত্বাৎ।

বেদব্যাসাচার্য্য সাকার নিরাকার উভয় প্রতিপাদক শ্রুতি দৃষ্টে উভয় মতকেই সাধুমত বলিয়া মান্য করিয়াছেন অর্থাৎ সাকার নিরাকার উভয় শ্রুতিই সত্য। ঈশ্বর সত্যসংকল্প এপ্রযুক্ত যখন তিনি সশরীর হইতে কামনা করেন তখন সশরীর যখন অশরীর হইতে ইচ্ছা করেন তখন অশরীর হন।

অতএব, বেদান্তে পরমেশ্বরের অদ্বৈততা সূচক প্রশংসা করিয়াছেন ইহাই নিশ্চয় অবধারিত হইতেছে, নতুবা সাকারবাদ খণ্ডন করিবার নিমিত্তে যে নির্গুণতা বর্ণন, এমত তাৎপর্য্য নহে। যেহেতু সর্ব্ববেদদর্শি বেদব্যাস গোস্বামী বেদপ্রণীত দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে ভূয়োভূয় অনুশাসন করিয়াছেন। যদিস্যাৎ সাকার উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে বেদান্তের বর্ণনা হইত তবে বেদবিপরীত বলিয়া কদাপি সর্ব্বতোভাবে বেদান্ত

শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিত না, এবং আদর করিয়া বেদান্তকে শাস্ত্রবলিয়া ও কেহ গ্রহণ করিত না? বিশেষতঃ বেদ ব্যাস গোস্বামীর বেদান্ত দ্বারা বেদের মতকে খণ্ডন করিবারই যদি অভিপ্রায় থাকিত, তবে অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও উপপুরাণে পরমেশ্বরের সাকার রূপের বর্ণনা ও অবতা রাদি লীলা কথার অনুবাদ করিতেনন।। ইহাতেই সর্ব্ব সাধারণে গম্য করিতে পারিবেন যে বেদান্তশাস্ত্রে ভগবানের নির্গুণতা সূচক প্রশংসা মাত্র করিয়াছেন। সেই প্রশংসা বাদকে বিধি পরত্বে গ্রহণ করিয়া দেব দেবীর অর্চ্চনার ও ক্রিয়াকলাপাদির বিধিকে খণ্ডন করিবার তাৎপর্য্যনহে। যদিও বেদান্ত দর্শনে পরব্রহ্মের নিরাকারতা বর্ণনার বাহুল্য দৃষ্টহয় তথাপি সদ্ধর্ম্মিষ্ঠ দিগের এরূপ বিবেচনা করাকর্ত্তব্য যে বেদব্যাস বেদ শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত পরমেশ্বরের স্তুতিমাত্র করিয়াছেন। এবিধায় বেদান্তেরসমাদর করাই কর্ত্তব্যহয়।

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো ভগবন্ প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বি গণেরা কহিয়া থা কেন এবং বিশ্বাসও করেন যে পরমেশ্বরের প্রতি বিম্ব স্বরূপ অংশজীব্ সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন, স্থূল শরীর বিনষ্টহইলে সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট আতিবাহিক লিঙ্গ শরীরে থাকিয়া শুভা শুভ ফলভোগাবসানে পুনর্ব্বার স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হয়েন। একথার প্রতি সম্যক্ অবিশ্বাস করিয়া আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বি তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এবং তৎস ভাধ্যক্ষেরা কহিয়াথাকেন যে জীব পরমাত্মার অংশনহেন এবং প্রতি বিম্ব ও নহেন। জীব স্বতন্ত্র পৃথক বস্তু, সাধনার ফলে তাহার অবিনাশিত্ব হয় এবং পরমেশ্বরের ন্যায় তৎ সন্নিহিত অবস্থিতি করিতে পারেন। একথায় আমা দিগেরও বিশ্বাস হয়, যেহেতু ইংরাজ দিগেরও এই রূপমত।

পরমহংসের উত্তর। যদ্যপি জীবকে পরমাত্মার অংশ বা প্রতিবিম্ব না বলেন তবে জীবাত্মাকে অবশ্যই নাশ্য কহিতে হইবে.

সুতরাং তাহাহইলে শরীর নাশে জীবেরও নাশ স্বীকার করাহইল, তন্নাশে শুভাশুভ কর্ম্মেরফল ভোগকরাও জীবেতে সম্ভবেনা। সাধনফলে জীব অবিনাশী হইলে পরমাত্মার ন্যায় জীবেরও নিত্যত্ব সিদ্ধিহয়। উভয়ের নিত্যত্ব অঙ্গীকারে এবং পরমেশ্বর হইতে জীবকে পৃথক পদার্থ মান্যকরিলে পর ব্রহ্মের অদ্বৈততা খণ্ডন হইয়া যায়। ইংলণ্ডীয়েরা যে জীব পরমাত্মায় পৃথক মান্যকরেন তাহার প্রতি কে লক্ষ করে যেহেতু তাহাদিগের শাস্ত্রে এরূপ সূক্ষ্মবিচার নাই, এক এক জন স্বীয় বুদ্ধি বলে এক এক প্রকার যুক্তি করিয়া থাকে সেই যুক্তিতে নির্ভর করিলে ভগবৎ প্রণীত বেদশাস্ত্রকে জলাঞ্জলি দিতেহয়, কিন্তু আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা সেরূপ যুক্তিতে নির্ভর করিতে পারেননা যেহেতু আমরা বেদান্তী বলিয়া বিশেষাভিমানী হয়েন। এবং তাঁহারদিগের প্রধানাচার্য্য মৃতরাম মোহন রায় এবং তৎ সহকারি মৃত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আত্মোপাসনার দ্বাদশ ব্যাখ্যান পুস্তকের ৩০পৃষ্ঠায় লিপি প্রয়োগে স্বীকার করিয়াছেন।

"যে পরমাত্মার অংশরূপ জীব অভিপ্রেত হন, যেমন মহৎ অগ্নির অংশ তাঁহার বিস্ফুলিঙ্গ হয়,,।

অতএব তোমারদিগের পূর্ব্বাচার্য্যেরা কথঞ্চিৎ সগুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তোমারদিগের যে কি মত তাহার উপলব্ধি করা জ্ঞানিদিগের সুদূর পরাহত। যাহারদিগের কিছু মাত্র বিষয়জ্ঞান নাই তাহারাই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগকে মান্য করিয়া থাকে। দেখ দেহাধার ব্যতীত আত্মার অবস্থান হয় না সুতরাং দেহবিনষ্টে

আত্মার অপর আধার অবশ্যই মানিতে হইবেক। যথা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। (নিরাকারং তথাধ্যেয়ং যথাত্মাচ তনুং বিনেতি।) নিরাকার সেইরূপ অধ্যেয় যে রূপ শরীর বিনা আত্মা অধ্যেয় হন। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় রূপে এক পর মেশ্বরকে বেদে মান্য করিয়াছেন। যথা

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষো জ্যোতিরিব বিধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স উশ্বঃ। এতদ্বৈতৎ
॥১৩॥ ইতি কঠোপনিষৎ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তিনিই পরমাত্মা ধূম রহিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ সর্ব্বদা সকলের অর্থাৎ ভূতভব্য সর্ব্ব জনেরই হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। তিনিই যোগিদিগের যোগ গম্য চি ন্তনীয়, যোগ প্রভাবে যোগিজনের লক্ষ অন্যের লক্ষিত বস্তু নহেন। সকলের আদিতে এবং অন্তে অবস্থিতি করেন তিনিই নিত্য সত্যমুক্তস্বভাব পরমেশ্বর,। তিনিই ঈশান সর্ব্বান্তর্যামি পরাবরজ্ঞ,। অর্থাৎ সকলের অন্তঃস্থ আছেন, পরেও দেহবিন ষ্টে দেহান্তরে অধিষ্ঠান হন,। সুতরাং সেইজীবই প্রকৃত ব্রহ্ম। ১৩॥

এই শ্রুতিবাক্যপ্রমাণ করিলেই আত্মাকে শরীরী মান্য করিতে হয়। মন্দবুদ্ধি জনে না মান্য করুক্ তাহাতে খেদনাই, যাহারা আপনাদিগকে সুবুদ্ধি বলিয়া মানেন তাঁহারা না মান্য করি লেই চিত্তে ব্যামোহ জন্মে। মূর্খের এ সন্দেহ সর্ব্বদাই হইতে পারে যে নিরাকার ব্যতীত সাকারের সর্ব্বব্যাপিত্ব কদাচ হইতে পারে না। কিন্তু অবাঙ্মনসো গোচর অচিন্তশক্তিক পরমে শ্বরের মহিমাকে মান্য করিলে তিনি লোকাতিগ সাকার হই য়াও সর্ব্বব্যাপক, নিরাকার হইয়াও সকলের ব্যাপ্যহয়েন। যথা (একস্থান স্থিতশ্চন্দ্রো জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ইতি) এক স্থানস্থচন্দ্র হইলেও যেমন জ্যোৎস্না সর্ব্বত্র ব্যাপিনী হয়। সেই

রূপ পরিচ্ছিন্ন রূপে পরমাত্মা একস্থানে স্থিতি করিয়া ও স্বীয় প্রভাবে জগৎ ব্যাপক হয়েন। তথাহি।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্ত রাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১॥

ইতি কঠোপনিষৎ।

যেমন এক অগ্নি বাহিরে প্রকাশ্য রূপে দৃশ্যমান্ থাকিয়াও জগতে জীবাজীব উচ্চাবচ ভূতমাত্রে অর্থাৎ মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণ লৌহ ও মনুষ্যাদি জীবমাত্রে অদৃষ্ট রূপে অবস্থিতি করেন। সেইরূপ পরমাত্মা অদৃষ্টরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন কিন্তু অগ্নিবৎ বাহ্যেও তিনি স্বীয় নিরীহ নির্ব্বিকার নির়ঞ্জন নিত্যপ্রকাশ রূপেও আছেন॥ ১॥

এই শ্রুতি প্রমাণে তিনি নিত্যরূপী শুদ্ধ সৃষ্টিরূপ লীলা দৃক্ষায় উরুশক্তি প্রকাশে সূক্ষ্মাংশ রূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিতি করেন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। যদি তিনি করচরণাদি অবয়ব বিশিষ্ট পুরুষাকার হয়েন তবে তাঁহাকে লোকবৎ ইন্দ্রিয় দোষে লিপ্ত অবশ্য মান্য করিতে হইবে, কেন না করচরণাদি থাকিলে গ্রহণাদানাদি থাকিবার সম্ভব। তাহা হইলে আর কখনই অতীন্দ্রিয় বলা যায় না।

পরম হংসের উত্তর, যে স্থলে সর্ব্ব শক্তিমান্ মান্য করা হইয়াছে, সেস্থলে এ আপত্তিকে আপত্তি বলাই যায়না। কেননা তিনি জীবাজীব সকলেই অবস্থিতি করেন কিন্তু তাহাতে লিপ্ত নহেন। যথা

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকৈক চক্ষুর্নলিপ্যতেচাক্ষু

ষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
নলিপ্যতে লোকদুঃখেনবাহ্য॥ ১১॥
ইতিকঠোপনিষৎ।

সূর্য্য যেমনসর্ব্বলোকের এক চক্ষুস্বরূপ, লোকবৎ বাহ্যদোষে অর্থাৎ করদ্বারা মূত্র পুরীষাদি অমেধ্য বস্তু স্পর্শকরিয়াও লিপ্তনহেন,। সেই রূপ সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা এক পরমেশ্বর লোকেরন্যায় বাহ্যে শুভাশুভ কর্ম্মের সমাচরণ করিলেও লোকবৎ বাহ্য দোষে লিপ্ত হয়েন না॥ ১॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং
বহুধাষঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনপশ্যন্তি
ধীরা স্তেষাংসুখং শাশ্বতং নেতরাণাং॥১২॥
ইতিকঠোপনিষৎ।

সর্ব্বগত এক পরমাত্মা, যিনি আপনার এক রূপকে স্বশক্তি যোগ প্রভাবে বহুরূপ করেন। সেই অচিন্ত্য শক্তিক, পরমেশ্বর কে যে সকল জ্ঞানিরা আত্মস্থ দর্শন করেন, তাঁহারদিগেরই অখণ্ড সুখলাভ হয় তদ্ভিন্ন অন্যের হয় না।

এই শ্রুত্যর্থ পর্য্যালোচনায় স্থিরকরা হইয়াছে, যে পরমেশ্বরের রূপ নাথাকিলে বহুপ্রকার রূপ হওয়ার সম্ভব নহে।·বিশেষতঃ শরীর না থাকিলেও শরীরের অনেকতা হইতে পারে না অতএব তিনি সাকার একরূপ, কার্য্যানুসারে স্বীয় শক্তি প্রভাবে বহুবিধ শরীর ধারণ করেন। এবং সর্ব্বজীবের সম্ভজনীয় হইয়াও লোকবল্লীলাও কদাচিৎ করেন। যথা বেদান্ত সূত্রং।

লোকবত্ত্ব লীলা কৈবল্যং।
বেদান্তং।

পরমাত্মা লোকবৎ লীলাও করেন অর্থাৎ কদাচিৎ মনুষ্যবৎ

লীলাও করিয়া থাকেন। ইত্যর্থে সৃষ্টিলীলা দর্শনেচ্ছায় সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াও তদুপঘাতক জনের দমনার্থে অবতারাদিও হয়েন। ইহাতেই অবগতি করিবে যে পরমেশ্বরের কার্য্যের প্রতি সামান্য বুক্তি যুক্ত করা যায় না।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতবারের শেষ।

স্বপ্নজাগ্রৎ সুষুপ্তানি চৈতন্যং জীবকাগুণা ইতি।

তত্ত্বসারে।

স্বপ্ন জাগ্রৎ সুসুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয়ে যে যে কার্য্য হয় সেই সেই কার্য্যকেই জীবের গুণ বলিয়া উক্তকরা যায়। পরিণামে চৈতন্যতা প্রাপ্তিও জীবের এক বিশেষ গুণ জানিহ।

প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণকারি জীব অবস্থাত্রয় গ্রহণ করতঃ কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করেন, অনন্তর নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিয়া তুরীয়াখ্য অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মায়োপাধিতে পরিমুক্ত হইয়া স্বীয় চৈতন্য স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ইত্যর্থে মায়াগুণে আবদ্ধ জীব অবস্থাত্রয়কে ভোগ করেন "মায়াগুণ পদে সত্ব রজ তম এতৎ গুণত্রয়ের যে কার্য্য সেই কার্য্যকেই জীবের গুণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। জাগরিতাবস্থায় সত্ব, স্বপ্নাবস্থায় রজঃ, সুসুপ্ত্যবস্থায় তম গুণের কার্য্য দৃষ্ট হয়। নির্গুণতা প্রযুক্ত তুরীয়কে নিষ্ক্রিয় বলিয়া খ্যাত করেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শাস্ত্রে অবস্থাত্রয়কে প্রকারান্তর করিয়া যে বর্ণনা করেন তাহার স্বতন্ত্র অভিপ্রায় থাকিতে পারে। কিন্তু এই অভিপ্রায়ই বেদাগম প্রসিদ্ধ। যখন জাগরিতাবস্থাকে সাত্ত্বিকী অবস্থা বলিয়া গীতায় কহিয়াছেন তখন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আর সংশয় করা যায় না। যথা (যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমীতি।) সর্ব্বভূতের নিদ্রা যখন হয়, তখন সংযমী অর্থাৎ যোগিব্যক্তিরা জাগরূক থাকেন। এই প্রমাণে জাগরিতাবস্থাই সাত্ত্বিকী অবস্থা স্থির হয়। তবে স্থূল শরীরাবচ্ছেদে বাহ্য ঘট পটাদি জ্ঞান বিশিষ্ট অবস্থাকে যে কোন কোন স্থানে জাগ্রদবস্থা কহিয়াছেন সে শুদ্ধ সামান্য বিষয় জ্ঞান বোধক, বিশেষ পরমার্থ বোধক নহে।

আস্থা শ্রদ্ধা কৃপাভক্তি সত্যং সত্ত্বগুণা ইতি।

তত্ত্বসারে।

আস্থা অর্থাৎ শরণ্যতা গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস, জনকৃপা, ঈশ্বরে এবং গুরুতে ভক্তি, আর সত্যভাষণ ইত্যাদি গুণ সত্ত্বগুণে বর্ত্তে অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিতেই এই সকল গুণের উদয় হয়। বিশেষতঃ সত্ত্ব গুণের সহিত এই সমাক্ গুণের নিরন্তর সম্বন্ধও আছে।

ত্যাগ ভোগশ্চ শ্রদ্ধাচ সার্থবস্তু স্পৃহাতথা।
রজঃপঞ্চ গুণাশ্চৈতে তামসস্ত গুণানশৃণু ইতি।

তত্ত্বসারে।

ত্যাগপদে দানাদিক্রিয়া, ভোগ অর্থাৎ স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য সুখভোগ, শ্রদ্ধা গুরুশাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস, বিধিপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা, অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বকপর ধনাদি গ্রহণেচ্ছা রহিত। এই পঞ্চপ্রকার কার্য্য রজগুণের হয়, অতঃপর তামস গুণ শ্রবণ করুন?

প্রমোদঃ স্বাদকলহো বিবাদো ভ্রান্তি বর্দ্ধনং।
বঞ্চনঞ্চ তথাশোকং তামসস্ত গুণাইমে ইতি।

তত্ত্বসারে।

প্রমোদ, পদে শুদ্ধ যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি অর্থাৎ ঐহিক সুখভোগার্থে অবৈধ কর্ম্ম সম্পাদন, স্বাদপদে বিধিবোধিত শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার রহিত রসজ্ঞানুসারে আহার আস্বাদন করণ। কলহ নিরর্থ লোকের সহিত কলহ করণ, অর্থাৎ কলহ কারণের অভাবেও কলহকে উপস্থিত করে। বিবাদ পদে মিথ্যা বিষয়কে সত্যরূপ জানাইয়া পরের সর্ব্বস্বান্তকরণ। ভ্রান্তি বর্দ্ধন, পদে যে বিষয়ে ভ্রান্তিমূলক কোন সংশয় নাই সেই বিষয়ে লোকের ভ্রান্তি বৃদ্ধি করণ, অর্থাৎ অভ্রান্ত পুরুষকেও ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ করণ, বঞ্চন অর্থাৎ প্রতারণা, আর শোক ইত্যাদি তামস গুণ। যাহারা তমোধিক মনুষ্য তাহারদিগেরই এই সকল গুণ সম্বন্ধ আছে। যদিও সত্ত্বাদি গুণ বিচার পূর্ব্বে২ করাগিয়াছে তথাপি প্রসঙ্গাধীন গুণ বিচার করিতে বাধিত হইতে হইল।

স্বভাবকে প্রকৃতি বলে সেই প্রকৃতিই ইচ্ছাক্রিয়া এবং মায়া ও বাগ বিষয়া। আশা তৃষ্ণা স্পৃহা আকাঙ্ক্ষা সত্যমিথ্যা প্রভৃতি প্রকৃতির রূপভেদের কার্য্য। অর্থাৎ স্বভাবের কার্য্য আশা, ইচ্ছারকার্য্য তৃষ্ণা, ক্রিয়ারকার্য্য স্পৃহা, মায়ারকার্য্য আকাংক্ষা, বাণীরকার্য্য সত্য মিথ্যা দি কথন। এই একা প্রকৃতি রূপভেদে পঞ্চভাবে পরিণতা। একারণ

আদ্যা এক প্রকৃতিকে পঞ্চরূপে ব্যাখ্যা করেন। পুরাণাদিতে ঐ পঞ্চ প্রকৃতির পঞ্চ সংজ্ঞাদিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি বিশ্বকার্য্য প্রকাশন জন্য পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চপ্রকার কার্য্যের নিয়ন্ত্রী হই রাছেন। যথা

গণেশ জননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রীচ সৃষ্টি বিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ।

পুরাণং।

দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকৃতি এক, কিন্তু সৃষ্টি বিধানের নিমিত্ত পঞ্চরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতি দুর্গা, ইচ্ছা রাধা ক্রিয়া সাবিত্রী, মায়া লক্ষ্মী, বাণী সরস্বতী। অপশাপদে বুদ্ধির বিক্রিয়া অতএব বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা, ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী রাধা, ক্রিয়ার অধি ষ্ঠাত্রী সাবিত্রী বেদমাতা। মায়ার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। ইত্যর্থে আশা দুর্গা, তৃষ্ণা রাধা, স্পৃহা সাবিত্রী, আকাংক্ষা লক্ষ্মী, সত্যমিত্যাদিবাণী সরস্বতী। সদসৎ পঞ্চপ্রকারই এই পঞ্চ প্রকৃ তির গুণ। এই সকল বিষয় বিচার করিলে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব দেহের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বোধ হয়, নতুবা কোন পদার্থ বোধ করিতে শক্ত হয় না স্থূল বাক্যে অনেকেই কহিতে পারে যে ক্ষুধা হইলেই আহার কর প্রাপ্ত কালে নিদ্রাযাও রাত্রি জাগরণ করিহ না বৃক্ষাদির বায়ু সেবা করহ, প্রত্যুষে পর্য্যটন কর, কিন্তু এসকলের যে কি কারণ, সম্বন্ধই বা কিরূপে ঘটিয়াছে, এবং নিষেধ করিলেও নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ কেনকরে, বিধি দিলেও প্রসিদ্ধ অনিন্দ্য কর্ম্মের আচরণ করে না, সে সম্বন্ধ না জানিয়া কেবল কতকগুলা উপদেশ করিলেই কি মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ বিচার করা হয়, কিন্তু কালগুণে যে যাহা কহে কালবশীজনে তাহাকেই ধ্রুবজ্ঞান করিতেছে। অতঃপর আগামী বিশেষ সম্বন্ধ বিচার করিতে আরম্ভ করা যাইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়

কলিকাতা পাতরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল মাঘ

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের বাগ্বিন্যাসের প্রতি মত্তজনে রই বিশ্বাস জন্মে। অপ্রমত্ত বহুদর্শি সাধু সদাশয় জনে তাঁহাদিগের বৃথাপত্তির খণ্ডনার্থ ব্যগ্র হয়েন না। কেন না তাঁহাদিগের যে সকল রূপক বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত ও বক্তৃতার প্রতি শ্রোত্রপাত হইল তাহাতে বিজ্ঞলোকের পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই উপস্থিত হয় না। আমরাও তাঁহাদিগের তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা কদাচিৎ কোন সময়ে দেখিয়াও থাকি,

কিন্তু লিপির ভঙ্গী দেখিলে লেখকদিগকে উন্মাদগ্রস্থ বলি য়াই উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ যখন তাঁহারা দেবতাদিগকে নিন্দাকরিতে প্রবৃত্তিকে উৎসাহান্বিতা করেন, তখন মিশনরি দিগের ন্যায় শিব.ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্রাদির যে সকল কার্য্যকে লৌকিক বিরুদ্ধ বোধ হয় সেইসকল কার্য্যের প্রতি শাস্ত্রীয় যে কারণ আছে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ লোকবৎ নিন্দা সূচক লিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন আর এমত বিবেচনা হয় না যে এসকল দেবতার্দ্দি কার্য্যের বর্ণন করায় শরীরীত্ব প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মার কন্যাহরণ ইন্দ্র ও চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ বিষয়ে এই বক্তৃতা করেন যে ইহারা পূজার্হ কি হইবেক বরং মহাতিপাতকীর মধ্যে গণ্য করা যায়, সুতরাং এরূপ লিপিতে দেবতাদিগের দোষগুণের ব্যাখ্যান যাহা থাকুক্ বা নাথাকুক্ কিন্তু জীবিতবান্ শরীরী বলিয়া মান্যকরা হইয়াছে। পরে যখন আপনার দিগের উপাদেয় অভিনব নিরাকার ব্রহ্ম প্রতিপাদক মতের পুষ্টি করতে বক্তৃতা বা লিপিপ্রকাশ করেন, তখন একেবারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেন্দ্রাদি শব্দকে সংজ্ঞামাত্র জানাইয়া অশরীরী বলিয়া যেরূপে প্রতিপন্ন করেন, তাহাতে ব্রহ্মাদির শরীরীত্ব প্রতিপাদন করিতেআর কেহই পারিবেন না। শুদ্ধ সত্ব রজ তম গুণ স্বরূপ ঐশী শক্তিরূপে দেবত্রয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ণন করেন। অতএব শোভন চরিত্র সাধু শীল ব্রহ্মরসানুভাবি তত্ত্ব বোধিনী প্রকাশক দিগের যে কি মত তাহা পরমেশ্বরই জানেন কি নাজানেন তাহাও বলিতে

পারিনা অর্থাৎ তাঁহারাই জানেন অন্যের জানিবার ক্ষমতা কি আছে।

হা? জগদীশ্বর জগৎপিতা করুণাময়, ইহারদিগকে কি কিছুই স্বরূপ প্রজ্ঞা প্রদান করেন নাই, যে হেতু কোনপ্রকারেই ইহারা আত্ম হিতাহিতের অনুধাবনা করিতে পারে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে (ইয়ংবেঙ্গলেরা) ইংলণ্ডীয়দিগের প্রসাদ প্রত্যাশায় আপন আপন জাতিধর্ম্ম কুল শীল রীতি নীতি চরিত্রাদিকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতেছেন, অর্থাৎ তদ্ধর্ম্ম রুচিতা প্রযুক্ত আপন২ অভীষ্ট দেবতাদিগকে অঙ্গতো ভয়ে নিন্দা করিয়া থাকেন, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের মতে নিতান্ত নির্ভর করিয়া অম্লানমুখে তাহারদিগের পত্রাবশিষ্ট অমেধ্য বহুকালীয় গলিত বীতরস শুষ্ক দুর্গন্ধ ক্রমিক্ষত আমিষাহার করিয়া রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, অথচ আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান ভরে ডগমগ হইতেছেন, মনে মনে কতই ভাবেন যে আমরা কেমনই শুভক্ষণে জন্মিয়াছি আমার দিগের তুল্য বুদ্ধিমান্ এ ভারতভূমে আর নাই, আমরা বুদ্ধি বলে ইংলণ্ডীয় দিগকে বশীভূত করিয়া লইয়াছি, অভিলাষানুসারে প্রভূত ধনোপার্জ্জনও করিতেছি, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত একাসনেও বসিতেছি, ও তাহাঁদিগের সদৃশপদ বিভবও লাভকরিতেছি, আমাদিগের চাতুর্য্য গুণে গুণরাশী লণ্ডননিবাসী জনগণে সভ্যবলিয়া মান্যকরিতে নিতান্তই বাধিত হইয়াছেন। সুতরাং এই অহংকারেই ইয়ংবেঙ্গলেরা এমত খরতর হইয়া উঠিয়াছেন যে বরং ইউরোপীয়ান্ দিগের সহিত কথোপকথন

করায় শঙ্কা হয়না কিন্তু বালিতাতার ন্যায় ইয়ংবেঙ্গালদিগের সহিত কোন সাধুজনে কথাটীও কহিতে পারেন না, অর্থাৎ কথায়২ প্রবীন হিন্দুদিগকে একেবারে (নেটিব হাম্বক্) বলিয়া আলাপ মাত্রই করেন না।

ইয়ংবেঙ্গালেরা যতই চত্তরতা করুনন্ না কেন কিন্তু ইংরাজ দিগের পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করাতেই তাঁহারদিগের সে চত্তরতার দক্ষিণাস্ত হইয়াগিয়াছে, যদ্যপি ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতারকতা গুণের উপলব্ধি করিতে পারিতেন তবে কখনই প্রসাদ পাইয়া ইংরাজদিগের সহিত প্রীতিকরিতে বাধিত হই তেন না, একাল পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক প্রসাদও পাইয়াছেন, এবং বহুবিধি পুর্ব্বক প্রণয়তা জানাইয়া ঘটিষ্ঠতাও করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু কোন্ ইয়ংবেঙ্গালকে ইংরাজেরা আপনার দিগের সদৃশ জ্ঞানকরিয়া প্রধানপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, না মহাভোজের সভায় কোনদিন পঙ্ক্তিমধ্যে গণনীয়রূপে গ্রহণ করিতেছেন, তুল্যরূপে গণ্যকরা দূরে থাকুক্, যে সমাজে সোপা নৎক ইংরাজজাতিরা উপবেশন করেন সে সমাজে পাদুকা ধারি হইয়া প্রবেশ করিতেও ইয়ংবেঙ্গালদিগের ক্ষমতা মাত্র প্রদান করেন নাই, জনাকয়েককে চৌকীদারি সেরেস্তায় কিম্বা দপ্তরির ন্যায় কাহাকে সেক্রেটরির আসিষ্টেন্ট পদে কাহাকে বা পথ শোধনার্থকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন এইমাত্র, তাহাতেই বাবুদিগের দেহে অভিমান্ ধরেনা এবং মদমত্ত হইয়া একে বারে ফুলিয়া উঠিয়াছেন। যে ইয়ংবেঙ্গালেরা পশুপক্ষি প্রভৃতি জন্তুর সদৃশ বুদ্ধিধারণ করেনা সেই ইয়ংবেঙ্গালেরা যে সংপদ।

ভিন্নরূঢ় ধর্ম্মিকগণকে (হাম্বক) বলিয়া উপহাস করে, ইহাহইতে একালে আমারদিগের পরম শোচ্য পদার্থ আর কি আছে। অর্থাৎ কোকিল পক্ষীগণে চতুরতা প্রকাশে কাকাণ্ড গ্রাস করতঃ তন্নীড়ে স্বীয়াণ্ড সংস্থাপন করিয়া কাকগণকে প্রতারণা করে, ইয়ংবেঙ্গালেরা তাহারপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাৎ না করিয়াই আপনা অপনি বুদ্ধিমান্ হইতে চাহেন অর্থাৎ কাকেরা আত্মসাবক জ্ঞানে কোকিল পুত্রগণকে যথাবিহিত আহার প্রদানে জীবনরক্ষা করিয়া আত্মভাষা শিক্ষা করাইতে থাকে, কিন্তু প্রাপ্তকালে কোকিল পুত্রগণে কাকভাষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয়দলে মিলিত হইয়া হুহুরিতি মুহুরুচ্চারণে জাতীয় ভাষায় কোকিল বলিয়া পরিচিত হয়। ইয়ংবেঙ্গাল দিগের এক কোকিলের বুদ্ধিও নাই, চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছিল যে মাতা ও পিতা, তাহাকে এককালে ভুলিয়া যান্ কয়েকদিন ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া চিরাভ্যস্ত জাতীয় ভাষাকে এককালে বিস্মৃত হয়েন, সুতরাং এবিধায় পক্ষী হইতেও সুনির্ব্বোধ কহিতে হইল, যদি অর্থকরীজ্ঞানে ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়া আপনং ধর্ম্মকর্ম্ম জাতি কুল রক্ষা করতঃ ইংরাজদিগের নিকট চতুরতা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে পারিতেন তবে ইয়ংবেঙ্গালদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া স্বীকার কে না করিত? শুদ্ধ কয়েকদিনের নিমিত্ত ভারত ভুমে আসিয়া সামান্য অর্থলোভে পরমার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া অস্পৃশ্যান্ন ও অস্পৃশ্য জাতীয়ের প্রসাদ ভক্ষণে ইহপরকালের শেষ করিয়া তুলিতেছেন এইমাত্র, ইহা আমরা তাঁহাদিগের

প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলাম এমত নহে, যদ্যপি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় তবে আমরা তাহাদিগের হিতান্বেষী হইয়া যে মিষ্টোপদেশ করিতেছি তাহা বোধকরিতে পারেন। প্রসাদ পাওয়াইয়া ইংলণ্ডীয়েরা পালিত শুনবৎ ইয়ংবেঙ্গালদিগকে ভালবাসা জানান্ তাহা ইহাঁরা জানিতেছেন না ইহাহইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি? যেরূপ শ্বঃশ্বরদ্বারা প্রভু আপন কার্য্যের উদ্ধারকরে, সেইরূপ ইয়ংবেঙ্গালেরদ্বারা ইংলণ্ডীয়েরা আপনাদিগের অভিপ্রায়ানুসারিক কার্য্যের উদ্ধার করিতেছেন। নতুবা একালপর্য্যন্ত কোন্ ইংরাজকে ইহাঁরা আপনধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া হিন্দুধর্ম্মে আনিতে পারিয়াছেন, ইংলণ্ডীয়েরা গ্রীষ্মকালে প্রখরতর রবি করতাপে প্রাণান্ত হইলেও সেই মোটা গুধুড়ি পোষাক ত্যাগ করিয়া শূক্ষ্ম মনোহরবস্ত্র বা ধুতি চাদর ব্যবহার করেন না, বহুমুল্য বিশিষ্ট পাদুকা সত্ত্বেও জঘন্যাকার কদর্য্য চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকাই পরিয়া থাকেন, এবং ইংলণ্ডীয় সুবদনীগণেরা লৌহ বা মহিষ শৃঙ্গ নির্ম্মিত কদর্য্যালঙ্কার ব্যতীত বহুমুল্যবান্ রত্নখচিত অলঙ্কার কখনই পরিধান করে না, কিন্তু এমনি সুমেধা ইয়ংবেঙ্গালেরা জন্মিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয়দিগের এরূপ জাতীয় ব্যবহার তথাপি তাহাতেও দৃঢ়তা আছে ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, মনভ্রমে কদাচিৎ কোনকালেও একবার স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রশংসা করেন না।

গতপ্রকাশিতের শেষ।

ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার

৪ প্রশ্ন। শীত গ্রীষ্মাদির কারণ কি?।

তর্কবাগীশের উত্তর। বায়ুাদির প্রাবল্যই শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর কারণ হয়, যেহেতু বায়ুাদির তারতম্য ঈষৎ শৈত্যাদির বিলক্ষণ স্পর্শণ হয়, উদীচিস্থিত হিমালয় স্পৃষ্ট বায়ুর সংসর্গে শৈত্যানুভব এবং তেজঃ পদার্থ সংসর্গে গ্রীষ্মানুভব হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য একপ্রকার স্থূল কহিয়াগিয়াছেন সামান্যতঃ লৌকিক যুক্তি মাত্র। শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ উত্তর বাক্যে যেমন সর্ব্বসাধারণের মানস সংশয় চ্ছেদ হয় যুক্তি ও শাস্ত্র এতদুভয়ের একতরাবলম্বন করিয়া উত্তর করিলে তেমন সংশয় চ্ছেদন হয় না এবং প্রশ্নকর্ত্তারও মন নির্ম্মল হয় না। ফলিতার্থ বায়ুাদির প্রাবল্যই শীত গ্রীষ্মাদির কারণ বটে, কিন্তু তেজঃপদার্থ ও হিমপদার্থ স্পর্শণ হইবার যে কিকারণ তাহার নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। অতএব সর্ব্বসাধারণের যাহাতে শীতগ্রীষ্মাদির কারণ স্বরূপ বোধ হইতে পারিবে এরূপ যুক্তিদ্বারা লিপিপ্রকাশ করিতেছি। যথা

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরিধি র্ব্যোমকক্ষা বিধীয়তে। তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানামধোধঃ ক্রমশস্তথা।   ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ।

ঈশ্বর নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে (৩৬৪) অংশে বিভক্তা মেদিনী, সেইরূপ কল্পনা করিয়া তদপেক্ষা বিস্তারিত (৩৬০) অংশে আকাশমণ্ডলেরও পরিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহার নাম ব্যোম কক্ষা অর্থাৎ আকাশপথ, তন্মধ্যে উপর্য্যুপরি ক্রমশঃ গ্রহ নক্ষত্র তারাগণের ভ্রমণ হইতেছে।

ভূগোল মধ্যগোমেরু রুভয়ত্র বিনির্ম্মিতঃ। উপরিষ্টাৎ স্থিতা স্তস্য সেন্দ্রাদেবা মহর্ষয়ঃ। অধঃস্থাদসুরা স্তদ্ব দ্বিষন্তোন্যোন্য মাশ্রিতা ইতি। সূর্য্য সিদ্ধান্তঃ।

ভূগোল মধ্যস্থ সুমেরু নামা কনক পর্ব্বত, তাহার উভয় পার্শ্বে দেবাসুরের বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। অর্থাৎ সুমেরুর উপরিভাগে ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবের বাস, অধঃস্থ বলি বিরোচনাদি অসুরের বাস হয়। দেবাসুর ভাগের বিশেষ এই যে এককালিন্ উভয় স্থানে রাত্রিদিবা হয় না, এই নিমিত্তই রাশি চক্রের সমখণ্ড ভাগে দুই অয়ণ নিরূপিত হইয়াছে। দক্ষিণায়ণে দেবতার রাত্রি অসুরের দিবা, উত্তরায়ণে দেবতার দিবা অসুরের রাত্রি হয়, সুতরাং সূর্য্যের দর্শনাদর্শনই রাত্রি দিবার কারণ। অয়ণানুসারের যেরূপ বৈষম্য সেইরূপ অয়ণানুগামিত্বপ্রযুক্ত সূর্য্যেরও গতি বৈষম্য হইয়াছে। যথা

মেষাদৌ দেবভাগস্থো দেবানাং যাতিদর্শনং। অসুরাণাং তুলাদৌতু সূর্য্য স্তদ্ভাগ সঞ্চরঃ। প্রত্যাসন্নত যাতেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ। দেবভাগে হ্সুরাণাঞ্চ হেমন্তে মন্দতান্যথা॥

সূর্য্য সিদ্ধান্তঃ।

মেষাদি দেবভাগে যখন সূর্য্যের গতি হয় তখন দেবলোকে সূর্য্য দর্শন হয়। আর তুলাদি অসুরভাগে সূর্য্য সঞ্চরণে দেবলোকে অস্ত অসুর লোকে সূর্য্য উদয় হন। দেবভাগ পদে উত্তরায়ণ, অসুরভাগ দক্ষিণায়ণ। অর্থাৎ উত্তরায়ণে সূর্য্য পৃথিবীর প্রত্যাসন্ন পথে গমন করেন চন্দ্র দূরে থাকেন, একারণ সূর্য্যের তীব্রকিরণ হয় তৎস্পৃষ্ট সংবহ বায়ু দেবভাগে

বহিতে থাকে, তৎপ্রযুক্ত গ্রীষ্মাতিশয় অনুভূত হয়। তদ্রূপ অসুরভাগে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে সূর্য্য পৃথিবীর দূরে থাকেন হিমকর নিকট হন, একারণ চন্দ্র স্পৃষ্টনিবহ বায়ুর প্রাবল্যে সূর্য্যের মন্দতা প্রযুক্ত শীতানুভব হয়। "বায়ুাদির প্রাবল্যই যে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুরকারণ,, মানিয়াছেন এবিধায় কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিলাম। ফলতঃ জগদীশ্বর সংবহ ও নিবহ এই দুই বায়ুকেই অয়ণ প্রবর্ত্তক করিয়াছেন, সংবহ বায়ু জ্যোতিঃ পদার্থের সন্নিহিত থাকিয়া সর্ব্বদাই দক্ষিণদিক্ হইতে উদীচি মুখে গমন করেন একারণ তেজঃপদার্থ সংসর্গে উত্তরায়ণে ক্রমশঃ লোকের গ্রীষ্মানুভব হয়। নিবহবায়ু হিমসান্নিধ্য অর্থাৎ চন্দ্রাদির সন্নিহিত থাকিয়া নিরন্তর উদীচিদিক্ হইতে দক্ষিণাভি মুখে গমনকরাতে দক্ষিণায়ণে ক্রমশঃ জনচয়ের শীতানুভব হইতে থাকে। এই অয়ণ প্রবর্ত্তক উভয়বায়ু শীত গ্রীষ্ম উভয় কালের অনুগামী হন। এতন্মধ্যে দক্ষিণায়ণেও কদাচিৎ গ্রীষ্মা নুভব উত্তরায়ণেও কদাচিৎ শীতানুভব হইয়াথাকে, তাহার কারণ সূর্য্যানুগত জ্যোতিঃপদার্থ মঙ্গলাদি কোনগ্রহ বা কৃত্তি কাদি কোন নক্ষত্র কি কোন তারার যখন পৃথিবীর প্রত্যাসন্ন পথে সঞ্চার হয় তখন তৎস্পৃষ্ট সংবহ বায়ুর প্রাবল্য বিধায় শীতকাল হইলেও গ্রীষ্মানুভব হয়। তদ্রূপ চন্দ্রানুগত হিমকিরণ বিশিষ্ট শুক্রাদি কোন গ্রহ বা রোহিণ্যাদি কোন নক্ষত্র কি কোন তারা যদি পৃথিবীর নিকটপথে গমন করেন, তবে ঐ গ্রহাদির হিমাংশুস্পৃষ্ট নিবহবায়ু প্রভাবে গ্রীষ্মকালের মধ্যেও শীতা নুভব হইতে পারে। সুতরাং ঈশ্বর নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর

শক্তিবশতঃ এইরূপ কার্য্যকারণ হইতেছে ইহার সূক্ষ্মানুভব করা সুদূরপরাহত, যেপর্য্যন্ত বলাযাইতে পারে তাহাতেই পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য করিয়া থাকেন।

সভার ৫ প্রশ্নঃ। বৃষ্টীহওয়ারকারণ কি? বৃষ্টি হওয়ার স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতীত দৈব সাহায্যের অপেক্ষা করে কি না?।

তর্কবাগীশের উত্তর। আর্দ্র বস্তুতে অগ্নি সম্বন্ধ দ্বারা তাহার জলীয়াংশের ধূমরূপে প্রকাশ হয় এই হেতু ন্যায় মতে ধূমের আর্দ্রেন্ধন জন্যত্ব প্রণীত হইয়াছে ধূম এবং বাষ্প সূর্য্যাকর্ষণ দ্বারা ঊর্দ্ধস্থিত হইয়া জলধরত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব জলধর সকলও জল বিশেষই, তাহাতে বায়ু দির আঘাৎ দ্বারা বৃষ্ট্যোৎপত্তি হয়।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। তর্কবাগীশ মহাশয় যে রূপ বৃষ্ট্যোৎপত্তির বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহা আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী ও ইংলণ্ডীয় বিদ্বান্‌দিগের সম্মত হয়, বৈদিক জাতিদিগের যে এককালেই অসম্মত এমতও নহে, শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ বৃষ্টির উৎপত্তি বিষয় দুই প্রকার হয়, আদ্র বস্তুতে অগ্নিসম্বন্ধ দ্বারা ধূমরূপ জলীয়াংশ যাহা উত্থিত হয়, তাহাই পরিচালিকা ঐশীশক্তি ঊর্দ্ধে লইয়া উদ্বহ বায়ুর সহকারে অপরিচালিকা শক্তিতে সমর্পণ করেন, সেই অপরিচালিকা শক্তি শূন্যস্থানে স্থির বায়ুর সহকারে স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন, তাহাতে উপরিষ্ট চন্দ্র চন্দ্রিকা বর্ষণে ঐ বাষ্পরূপ জলাগ্নি রেণু নীহাররূপে ব্যাকৃত হয়, সেই ঘনীভূত বাষ্পকে সর্ব্বলোকে জলধর বলিয়া উক্ত করে, ঘনীভূত জলাম্বুর এক নাম ঘন হয়, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কঠিনতা হয়, বৃষ্ট্যোৎপাদক বায়ুর আঘাতে নীহাররূপী নীরদজল

যৎকালে চূর্ণীভূত হয় তৎকালে ধরণীতলে বারিবিন্দু প্রতিত হইতে থাকে, কদাপি নিঃশেষিতরূপে দ্রবীভূত না হওয়াতে করকাপাত অর্থাৎ জলশর্করও পাতহয়, ঈশ্বরেচ্ছা বশতঃ বায়্বাদির আঘাত কালে বিদ্যুতীয় অগ্নির অংশ যাহা আছে যৎপ্রভাবে জলরেণু ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল, তাহা নিঃসৃত হইয়া গেলে ঐ জলরেণুর জলধরত্ব দূর হইয়া জলবিশেষ রূপেই নিপতিত হয়। লোকে ঐ নিঃসরিত বহ্ন্যংশকে বজ্রসংজ্ঞায় উক্ত করিয়া থাকে, ফলে ঐ জলধর সকলকে নিকটস্থ করিয়া যখন আর্দ্রা শতভিষাদি নক্ষত্র এবং গুরুমঙ্গলাদি গ্রহগণেরা অভিগমন করেন তখনই তেজঃপদার্থের সহকারি সংবহ বায়ুর আঘাত ঐ সকল মেঘের উপর হয়, সুতরাং উত্তাপে নীহারাবলি রূপ জলরেণু সকল গলিত হইয়াযায়, বিনাগ্রীষ্মে বৃষ্ট্যোৎপত্তি হয় না, তাহার প্রমাণ কিঞ্চিৎকাল ব্যবধান বৃষ্টির পূর্ব্বে গ্রীষ্মানুভব হইয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং প্রসিদ্ধরূপে শ্রুতিতেও অনুশাসন করিয়াছেন। যথা

অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং আদিত্য উত্তররূপং আপঃ সন্ধির্বৈদ্যুতঃ সন্ধানং। ইত্যধি জ্যোতিষং। ২। তৈত্তিরীয়ং।

অগ্নি পূর্ব্বরূপ হয়েন, সূর্য্য উত্তররূপ, তন্মধ্যে সন্ধিরূপ জল, বিদ্যুত সন্ধানরূপ, ইহাকেই অধিজ্যোতিষ কহে। ২।

অতএব আর্দ্র বস্তুতে অগ্নিসম্বন্ধ দ্বারা জলীয়াংশ বাষ্পকে সূর্য্য আকর্ষণ করেন, বাষ্পমধ্যে সংস্থিত অগ্নিরনামই বিদ্যুত, সেই বিদ্যুৎ নিঃসরণেই বৃষ্টিহয়। সুতরাং শ্রুতি সম্মত অগ্নি পূর্ব্বরূপ, সূর্য্য উত্তররূপ, জলসন্ধি বিদ্যুতসন্ধান সমূলক হইল। এই একপ্রকার বৃষ্ট্যোৎপত্তির কারণ, কিন্তু নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী

প্রভৃতিরা যে রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ শ্রে উত্তর, প্রদান করেন তাহাতে তাঁহারদিগের অভিপ্রায়ের অন্তর হয় নাই। কেন না আমারদিগের পুরাবৃত্তাম্নায়িগণে পুরাণাদিতে যে প্রকার বৃষ্টোৎপত্তির কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা অভিনব জ্ঞানীরা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা পরিহাস করিয়া থাকে।

বেদাদি শাস্ত্র সঙ্গত ভূম্যাদির উত্থিত বাষ্প মেঘরূপে গগনান্তরালে থাকিয়া যথাকালে বায়ুাদির আঘাতে দ্রব হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ার নাম বৃষ্টি, তদ্ভিন্ন জলাশয়াদির জলকে দেবহস্তী উদ্ধৃত করিয়া যে বর্ষণ করে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস রহিত স্থূলবুদ্ধি জনের এরূপ সংশয় অবশ্যই জন্মিতে পারে, যে হেতু নবযুবকেরা আমরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া সম্পূর্ণাভিমানী, গুরুপরম্পরা প্রচলিত বাক্যেরপ্রতি নিরন্তরই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একারণ সযুক্তিক পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রণীত বৃষ্টোৎপত্তির কারণ দর্শাইতে বাধিত হইলাম।

বর্ষা ঋতু দুইমাস অর্থাৎ আষাঢ়মাসের পঞ্চদশ দিবসাবধি ভাদ্রমাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত, ইহারমধ্যে যে বৃষ্টি হয়, সে বৃষ্টিরপ্রতি পূর্ব্বোক্ত কারণ নহে, অপর ১০ মাস মধ্যে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে উত্থিত বাষ্প বায়ুাদির আঘাতে দ্রব হইয়া পতিত হইয়া থাকে। পরম্পরা সকলেই শুনিয়া আসিতেছেন যে দশমাসে পুরাতন বারিবর্ষণ হয় কেবল দুইমাস বর্ষাতেই নববারি বর্ষণ করে, প্রাকৃতভাষায় যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতিরাও (হাল বক্কেয়া) জলের বিচার করিয়া থাকে, অর্থাৎ আষাঢ়মাসের ১৩ ত্রয়োদশ দিবসাবধি হালসাল বলিয়া মানিতেছে। সুতরাং

যখন নব পুরাতন বারি বৃষ্টির কথা আছে তখন সে কথাকে অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে, কেননা (নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ) জনশ্রুতি কদাপি অমূল হয় না।

তাহার এক দৃষ্টান্ত পুরাতন জল ব্যতীত করকাপাত হইতে পারে না, অতএব বর্ষাকালে শিলাবৃষ্টি হইতে কেহই দেখেন নাই, আর বজ্রাদি পতনও হয় না, ইহাতেই সুন্দর উপলব্ধি হইতেছে যে বায়ুাদির আঘাতে উপরিস্থিত জল যাহা নীহার রূপে স্থিরবায়ুতে থাকে তাহাই চূর্ণীভুত প্রযুক্ত করকারূপ হয়, এবং তৎসন্ধান রূপ বৈদ্যুতানলও নিঃসৃত হইয়া যায়।

অতএব মান্য করিতে হইবে যে সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে সূর্য্যাদির আকর্ষণে জলরাশি স্তম্ভের মত হস্তীশুণ্ডাকার অর্থাৎ মূলাগ্র স্থূল সূক্ষ্ম রূপে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, প্রচণ্ড বায়ু কর্ত্তৃক সেই জলস্তম্ভ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমীরবেগে যখন যে দিগে যায় তখন সেইদিকেই বৃষ্টি হইতে থাকে, উক্ত জলরাশি যখন বায়ুদ্বারা শূন্যান্তরে পরিচালিত হয় তখন এককালে নভো মণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করতঃ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রভার অবরোধক হয়। ইহাতেই হস্তীকর্ত্তৃক বারিবর্ষণ হয় সর্ব্বসাধারণেই কহিয়া থাকেন, আরো এক দৃষ্টান্ত, এতদ্ধরণীমণ্ডলে অনেকেই দেখি য়াছেন যে বর্ষাকালে বৃষ্টিধারার সঙ্গে জলীয় সর্প এবং ক্ষুদ্র২ মৎস্যও পতিত হইয়াছে, ইহারপ্রতি কারণ জলাশয়াদির উদ্ধৃতজল বর্ষণকেই মান্যকরিতে হয়। নতুবা আর্দ্র বস্তুর জলী য়াংশ যাহাকে আকাশমণ্ডলে আকৃষ্ট করিয়া রাখে তাহা হইতে মৎস্য সর্প পাত কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এবি-

ধারা বৃষ্টিরকারণ এই দুইপ্রকারকেই মান্যকরা যায়, এবং একরূপ মান্য করাতেও কোন শাস্ত্রের সহিত যুক্তি বিরোধ হয় না।

সন্দেহনিরসন।

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে ব্রহ্মানামে কোন জীবিতবান্ দেবতা হইতে বেদপ্রকাশ হয় আর সেই ব্রহ্মাকে যে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা সমূলক বোধহয় না, যে হেতু শকাব্দা ১৭৬৮ শকের আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রে তৎপ্রকাশকেরা লিখিয়াছেন, যে " ব্রহ্মার মুখহইতে বেদপ্রকাশ হইয়াছে যে কহে সে কিছু নয়, ঋষি দিগের দৈবজ্ঞানদ্বারা বেদ প্রকাশ হইয়াছে ,,

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস, মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভুব বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ) ব্রহ্মা সকল দেবতার প্রথম আবির্ভাব হন, যিনি এই বিশ্বেরকর্ত্তা, এবং উৎপন্ন জগতের পরিপাতা, তিনি সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা বেদবিদ্যা অথর্ব্ব নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিয়াছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা শরীরী আদি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রধান পুরুষ রূপে পরিচিত, কিন্তু তোমারদিগের উপাচার্য্য আধুনিক্ তত্ত্বজ্ঞানীরা এইসকল বেদান্ত প্রমাণকে অর্থাৎ উপনিষদের প্রামাণাবলিকে অগ্রাহ্য করিয়া সকপোলকল্পিত যুক্তিদ্বারা যে রূপ বেদোৎপত্তির প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তাহাতে বেদের শিরোভাগ যে উপনিষদ শাস্ত্র তাহার এককালেই মর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে। উপনিষদকে অগ্রাহ্য করিলে বেদরূপ মহাবৃক্ষের সমূলোৎপাটন হয়। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা উপনিষৎ আগার

দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষৎ আমারদিগের ধর্ম্ম ভুয়োভুয় কহিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই উপনিষদকে অগ্রাহ্য করায় তৎসভাধ্যক্ষ দিগকে আস্তিক কি নাস্তিক, কর্ম্মী কি জ্ঞানী, সাধু কি অসাধু, ইহার কি কহিতে হইবে তাহা তুমিই বিবেচনা করিয়া বল। বেদোপনিষৎ, কিপুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্র রসাতলে যায় যাউক্ তাহাতে কোন খেদনাই, কিন্তু পুরাবৃত্তের কথাকে অপ্রামাণ্য করিয়া ঋষিদিগের দৈবজ্ঞানে বেদ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া যে বিশ্বাসকরা যাইবেক তাহারপ্রতি বিশেষ কারণ দর্শাইতে হই বেক নতুবা মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্র বাক্যকে ত্যাগ করিয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের বাক্যেই বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, তবে যাহারদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহারা ধন্য, অনায়াসে বেদবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

যে কোন বিষয়ে মনুষ্যের সংশয় জন্মে, এবং যদ্বিষয়ের তর্কানুসন্ধান হইতে থাকে, তদ্বিষয়ের সংশয় ছেদ করিবার কারণদ্বয় মানাযায়, অর্থাৎ এক শাস্ত্রপ্রমাণ, অপর কোন দৈব প্রত্যক্ষ প্রমাণ, নচেৎ উন্মত্তেরন্যায় কতকগুলা বাগ্বিস্তার করিলেই কি প্রামাণ্য হইতে পারে। সেইরূপ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা না শাস্ত্রবাক্যই মান্য করেন, না প্রত্যক্ষই কোন দৈব দেখাইতে পারেন, কেবল বাগ্বিতণ্ডাতেই নিপুণ হইয়াছেন, যদি ঋষিদিগের দৈবজ্ঞানদ্বারা বেদ প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহারপ্রতি সর্ব্বজনের বিশ্বাস জন্য পরমেশ্বরের তৎকালে কোন বিশেষ অনুকম্পা, বা, কোন প্রত্যক্ষ রূপে প্রাদুর্ভাব অবশ্যই হইয়া থাকিবেক, নতুবা তৎকালবর্ত্তী আর

অন্যান্য মহর্ষিগণের বেদপ্রতি বিশ্বাস কিরূপে জন্মিয়াছিল, অতএব রে জ্ঞানাভিমানি অবোধ বালক, ইহার স্বরূপাকারে বিবরণ যেপর্য্যন্ত দর্শাইতে নাপারিবেন সেপর্য্যন্ত বাচালদিগের কেবল ধৃষ্টতাই থাকিবেক। ফলিতার্থ পরব্রহ্মের অপরা মূর্ত্তি ব্রহ্মা, তাঁহার মুখপদ্মবিনির্গত বেদকে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলাযায় ইহা পিতৃপিতামহাদি পরম্পরা বাক্যের শ্রোত্ চলিয়া আসিতেছে একারণ আদিশাস্ত্র বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া আমার দিগের স্থির বিশ্বাস আছে। চিরকাল প্রচলিত যাগযজ্ঞাদি সত্য ধর্ম্মকে মিথ্যা কহিয়া তত্ত্বজ্ঞানাতিরিক্ত কপট ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া অভিনব কপটধর্ম্মিরা চতুরতাই বা কত করিতেছেন।

দেবদেবী গণকে রূপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কারণ যে সকল পুরাণেতিহাসাদির প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, সেই সকল বচনের স্বরূপার্থ নিষ্পাদন করিলে তদর্থে কোনক্রমেই দেব দেবী গণকে রূপক্ বলাযায় না। বরং তাহাতে দেবতারা যে সশরীর জীবিতবান্ ইহাই প্রতীত হয়, ঐ সকল দেবদেবী স্থূল শরীর বিশিষ্ট স্বর্গাদি লোকে অবস্থিতি করেন, তাঁহার দিগের সূক্ষ্মাংশ ইন্দ্রিয় রূপে সমস্ত জীবের শরীরে অধিবাস করিতেছেন। স্থূল শরীরাপায়ে ঐ সকল সূক্ষ্মাংশ স্থূল শরীরা পন্ন দেব শরীরে লীন হইয়া যায়, দেবতাদিগের সূক্ষ্মাংশ সকল অদৃষ্ট একারণ অভিনব তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বিগণে তাহা কেহ অশরীরী বলিয়া বক্তৃতা করেন, স্থূল শরীরধারি দেবতা গণকে মান্য করেননা, শুদ্ধ পশুপ্রায় নির্ব্বোধ নব যুবকদিগের জ্ঞান চক্ষুতে অজ্ঞানস্বরূপ নয়নাচ্ছাদনী প্রদানে

ভ্রান্তিস্বরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া তৈলিগৃহবৎ কল্পিত ব্রহ্মসভায় অভিনব ব্রহ্মধর্ম্মরূপ তৈলযন্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করাইতেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞান্ কুহকে নিপাতন করিয়া কিছু মাত্র দেখিতে দিতেছেন না, যাহা সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে বিষয়েও ইহারদিগের জ্ঞানদৃষ্টির পরিচালন হয় না, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য স্থূল শরীরী প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, কিন্তু তাঁহাদিগের সূক্ষ্মাংশ মনরূপে ও দৃষ্টিরূপে জীবের শরীরে অবস্থিতি করেন, তন্নিমিত্ত মনকে চন্দ্র, দৃষ্টীন্দ্রিয়কে সূর্য্য বলিয়া অশরীরী প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না, যে হেতু সাক্ষাৎ বিষয়ে অনুমানের সাপেক্ষ কি? যখন প্রত্যক্ষ এই দুই দেবতার দৃষ্টান্তে রূপকত্ব নিরস্ত হইতেছে, তখন ইন্দ্রাদি দেবতারও এইরূপ শরীরিত্ব প্রতিপত্তির আশঙ্কা কি? স্থূল শরীর বিশিষ্ট দেবতাদিগের সূক্ষ্মাংশে যে এই মনুষ্যাদির শরীর নির্ম্মাণ হইয়াছে ইহার প্রমাণ বেদপ্রণীত ভুতশুদ্ধ্যাদিতে সুন্দররূপ ব্যক্ত আছে। যথা (তেজসি তেজো জলেজ্জলং বায়ৌ বায়ু র্ভূর্গৌভূমি র্বিলীয়ত ইতি।) অগ্নির অংশ অগ্নিতে জলের অংশ জলেতে বায়ুর অংশ বায়ুতে পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে বিলীন হয়। তথাচ (সূর্য্যে দৃষ্টির্মনশ্চন্দ্রে ব্যোম্নি ব্যোম বিলীয়তে। সঙ্কর্ষণে তথাবিষ্ণৌ জীব আত্মাচ লীয়তে ইত্যাদি।) সূর্য্যেতে দৃষ্টিলয়, চন্দ্রে মনের লয়, ব্যোমাখ্য ইন্দ্রে আকাশ লয়, সঙ্কর্ষণে জীবলয়, বাসুদেবাখ্য বিষ্ণুতে আত্মার লয় হয়। ইত্যাদি প্রমাণে সকল দেবতারই রূপ আছে, কেহই অশরীরী নহেন, ভাবাভাব উভয়রূপী পরমেশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়া বেদে তাঁহাকে সশরীর এবং অশরীর বলিয়া সাকার নিরা

কার উভয় প্রতিপাদকশ্রুতিকে সাধ্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং শারীরিকসূত্র বেদান্ত দর্শনে বেদব্যাসাচার্য্য উভয়রূপী বলিয়া মীমাংসাকরিয়া গিয়াছেন, কেবল অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় নিরাকার বর্ণন করেন, তদ্দৃষ্টে বহিঃস্থ স্থূল পদার্থকে রূপক বলিয়া দেবাদিকে অশরীরী প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে। যথা (ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে ইত্যাদি॰) স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, মানবশরীর মধ্যেও সেই সকল পদার্থ সূক্ষ্মরূপে অবিকল আছে, অতএব শরীরস্থ সূক্ষ্মাংশ অদৃষ্টজন্য বহিঃস্থিত নদনদী সমূদ্র বৃক্ষ পর্ব্বতাদি সকল মিথ্যাবস্তু নহে।

শারীরিক মীমাংসায়, অধ্যাত্ম যোগ সাধনার নিমিত্তে ভগবান্ বেদব্যাস গোস্বামী পরমহংসদিগকে বহির্ব্যাপারে নিবৃত্ত করিতেই আদেশ করিয়াছেন, নতুবা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রাদি দেবতারা যে মিথ্যা এ অভিপ্রায়ে কহেন নাই তাহাহইলে ঐ বেদব্যাস পুরাণাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের যুদ্ধাদি কার্য্য বর্ণন কদাপি করিতে পারিতেন না।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

সর্ব্বলোকেই শরীর রক্ষার্থে ব্যাকুল হয় অর্থাৎ যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে তাহাতেই সুযত্ন করিয়া থাকেন এজন্য কেহবা ডাক্তরের কেহবা হকিমের কেহবা বৈদিকজাতীয় বৈদ্যের মতে চলেন অর্থাৎ চিকিৎসকেরা যে রূপ পথ্য কহেন তাহাই পথ্য করেন। বর্ত্তমানকালে চিকিৎসা বিষয়ে ডাক্তরদিগের

মতই প্রাবল্য হইয়া উঠিয়াছে বিশেষতঃ এতদ্দেশের ধনি লোকেদের এমত একটী সংস্কার জন্মিয়াছে যে ইংলণ্ডীয় ডাক্তরেরা যে রূপ আহার করিতে অনুমতি দিবেন তাহাই সুপথ্য তদ্ভিন্ন বৈদ্যকশাস্ত্র মতে বৈদ্যেরদিগের ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

ফলাফলের বিচার কে করে ইংরাজ চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন ইহাতে দোষ নাই, বৈদিক চিকিৎসকে কোন ব্যবস্থা দিলে তাহাতে সুবুদ্ধিগণে কতপ্রকার তর্ক করিতে থাকেন ও বৈদ্যকে কহেন যে আপনি যে সকল ঔষধ ও যে সকল দ্রব্যকে পথ্য কহিতেছেন ইহার গুণ কি? কোন্ শাস্ত্রমত এই ব্যবস্থা সেই শাস্ত্রমূলক কি অমূলক? ইহা নিশ্চয় না হইলে কিপ্রকারে ঔষধাদি গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডীয় ডাক্তরেরা রোগ নির্ণয় করিতে পারুক্ বা না পারুক্ ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা মত হইল কি না হইল তাহারপ্রতি কোন আপত্তি করেন না আপত্তি করিলেও সুসভ্য ডাক্তরেরা প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না কেবল এক পেঁতে করিয়া (ডিস্পেন্সরিতে) ঔষধ আনিতে প্রেরণ করেন, যদিকেহ জিজ্ঞাসা করে আপনি কি রোগ নিশ্চয় করিলেন তদুপযুক্ত কোন্ ঔষধ ও কিরূপ পথ্য ব্যবস্থায় স্থির হইল, তাহাতে বাক্যমাত্রই প্রয়োগ করেন না কেবল (এরারোট্ এরারোট্) করিয়াই দর্শনী লইয়া প্রস্থান করেন, যদ্যপি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট পৃষ্টহন তবে কহেন যে আমি বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছি তোমরা এক চামিচা২ এরারোট দিবা, এবং বালকুঃঙ্গটের ঝোল কিঞ্চিৎ আহার করিতে বাধা নাই যামিনীযোগে যদ্যপি (পোটওয়া

ইম্) খাওয়াইতে পার তবে উত্তম পথ্য হয়, এইসকল পথ্য কেই সুপথ্য জ্ঞান করেন কেন না ইংরাজ ডাক্তরেরা কহিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তারা হবিষ্যাহারকে সুপথ্য কহিয়াছেন, এবং কালবিশেষে বিশেষদ্রব্যকে পথ্য কোন দ্রব্যকে অপথ্য কহিয়াছেন তাহার প্রতি কাহারই বিশ্বাস জন্মে না, কথায় কথায় কহিয়াথাকেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল নাই অযুক্তিক অনেক কথা আছে, তাহারপ্রতি বিশ্বাস করিতেহইলে অনেক কার্য্য নষ্ট হয়, এবং অনেকপ্রকার সুরস আহারীয় দ্রব্যকে ত্যাগ করিতে হয়, ফলিতার্থ যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন তাহা কোনমতেই বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। যথা

কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিস্যাদ্বৃহত্যাং নস্মরেদ্ধরিং বহুশত্রুঃ পটোলেস্যা দ্ধনহানিশ্চ মূলকে। কলঙ্কীজায়তে বিল্বে তির্য্যক্ যোনিশ্চ নিম্বকে। তালে শরীর নাশস্যান্নারিকেলেচ মূর্খতা। তুম্বীগোমাংস তুল্যংস্যাৎ কলম্বী গোবধাত্মিকা। শিম্বীপাপ করীপ্রোক্তা পতিকা ব্রহ্মঘাতিকা। বার্ত্তাকুঃ সুতহানিঃস্যাচ্চিররোগীচ মাষকে। মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়া

দিবসে বৃহতীফল ভোজনে হরিস্মরণ হয় না, তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণ করিলে বহুশত্রু হয়, চতুর্থীতে মূলকাহার করিলে ধন হানি হয়, পঞ্চমিতে বিল্বভক্ষণে কলঙ্কি হয়, ষষ্টির দিবসে যদি নিম্ব ভক্ষণ করে তবে তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্ত হয়, সপ্তমীতে তাল ভোজনে শরীরনাশ অর্থাৎ দেহ ক্ষীণ করে, অষ্টমীর দিবসে নারিকেল ভোজন করিলে মুর্খ হয়, নবমীতে অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য ফল হয়, দশমীতে কলম্বী ভোজনে গোবধজন্য যে পাতক সেই পাতকী হয়। একাদশী দিবসে শিম্বী ভক্ষণ করিলে পাতকী হয়, দ্বাদশীতে পুতিকা ভোজনে ব্রহ্মহত্যাপরাধ জন্মে, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিলে সুতহানি হয়, চতুর্দ্দশীতে মাষ কলাই ভোজন করিলে চিররোগী হয়, অমাবস্যা এবং পৌর্ণমাসীতে মৎস্য কি মাংস ভক্ষণে মহাপাপ সদৃশ পাপ জন্মে।

এই সকল স্মৃতিবাক্যের প্রতি বুদ্ধিমানজনে কিরূপে শ্রদ্ধা করিতে পারে? যাহাতে কোন যুক্তিই চলে না, কোথা প্রতিপৎ কোথা কুষ্মাণ্ড কোথায় অর্থ, কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি হয় ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা সহজেই জন্মিতে পারে, পণ্ডিতদিগের নিকট এ বিষয়ের আপত্তি করিলে তাঁহারা ঋষিবাক্যের প্রতি উহনাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হন, ইহাঁর কারণ কি? তাহা কিছুই কহিতে পারেন না, এবং কোন২ বুদ্ধিমান্ শাসনবাক্য বলিয়া ক্ষান্ত হন্ ফলিতার্থ এসকল অমূলক বাক্য যে ঋষিগণেরা কহিয়া গিয়াছেন এমত যুক্তি হইতে পারে না বলিয়া কোন২ পণ্ডিতে কহেন যে ইহার বিশেষ কারণ থাকিতে পারে ঋষিগণেরা অপলাপবাদী নহেন, কিন্তু সে কারণ আমারদিগের বুদ্ধিতে আইসে না।

শ্রুতিস্মৃতি উক্ত সকল কথার মর্ম্ম বোধকরা অতি কঠিন ব্যাপার হয়, যে পর্য্যন্ত যে কার্য্যের যে কারণ বিচার দ্বারা বোধকরা যায় তাহাতে বোধকরিতে হইবে, যাহার প্রতি বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছাকেই প্রতি

পান করা যায়। কিন্তু প্রতিপদাদিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন তাহার প্রতি কারণ দর্শাইয়া জৈমিনি ঋষি শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রতিপদের সহিত কুষ্মাণ্ডের যে সম্বন্ধ এবং প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে যে কারণে অর্থহানি হয়, সেই কারণ সংক্ষেপতঃ উক্ত আছে, মানবদেহের সহিত বাহ্যবস্তু প্রতিপদাদি চন্দ্র কলার সম্বন্ধ বিচার করিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হয়, এতদাশঙ্কা ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা ঋষিরা নরহিতার্থে তিথিবিশেষে দ্রব্য ভক্ষণের প্রতি স্বপথাকারে স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বদর্শী সমস্ত কারণের জ্ঞাতা ছিলেন, এক্ষণকার লোকেরা মন্দপ্রজ্ঞ সেই সমস্ত কারণ না জানিয়া স্মৃত্যুক্ত পথ্যাপথ্য বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক করিয়া থাকে।

(উপকারঃ পরোধর্ম্মঃ পাপমাত্ম পীড়ন ইতি।) পরোপকার করাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপীড়া প্রদান করাই পাপ হয়, এতজ্জ্ঞাতা ঋষিগণে জনহিতার্থে হিতকারক পথ্যকে বৈধ অহিতকারক অপথ্যকে অবৈধ করিয়া কহিয়াছেন, অর্থাৎ (শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধন মিতি।) ধর্ম্মসাধনের আদি শরীর সেই শরীরের ব্যাধিবর্দ্ধন হয় এমত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন, সুতরাং একালে ভ্রান্তলোকেরা ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়া অনায়ুষ্ট দ্রব্য সকলকে বলমেধা প্রদজ্ঞানে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, যথার্থ বলারোগ্যপ্রদ আয়ুষদ্রব্য সকলকে অসদাচারি চিকিৎসকের অনুমতি ক্রমে অনাদরণীয়রূপে ত্যাগ করিতেছেন। এক্ষণে সেইসকল দ্রব্যগুণ সম্বন্ধ বিচারে প্রবর্ত্ত হইলাম।

জীবমাত্রের উদরকে সমুদ্র বলে যথা (জঠরে সমুদ্র ইতি পুরাণং।) সমুদ্রের সহিত চন্দ্রের যোগ এবং প্রীতি আছে, যে হেতু সমস্ত জলই চন্দ্রের সত্বাকে অবলম্বন করিয়া আছে সেই চন্দ্রের স্থান ললাট, তদংশে উৎপন্ন মন, তন্ত্রে কহেন যে আজ্ঞাপুরে চন্দ্রের বাস, অর্থাৎ ললাটস্থ দ্বিদল ভ্রূমধ্য পদ্মের

উর্দ্ধভাগে নাদ ও বিন্দুচক্র, ঐ উভয় চক্রকে সূর্য্যমণ্ডল এবং চন্দ্রমণ্ডল বলে, যথা তন্ত্রং (নাদচক্রে স্থিতঃসূর্য্যো বিন্দুচক্রেচ চন্দ্রমা ইতি।) নাদচক্রে সূর্য্য, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, নাদচক্রের প্রতাপে বিন্দুচক্র জ্যোতিঃবিশিষ্ট হয়, ব্রহ্মাণ্ড বাহ্যেও সূর্য্যের দীপ্তিতে চন্দ্রকে দীপ্যমান করে, ঐ নাদচক্রের সহযোগে বিন্দুচক্রের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ দিয়া দ্বাত্রিংশৎ নাড়ী নির্গতা হইয়া মূলাধার পর্য্যন্ত আসিয়াছে, বিন্দু বিন্দু নীহার বৎ ঐ নাড়ী মুখহইতে রস বর্ষণ হইতে থাকে, সেই রসে আপাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর শীতল হয়, যেমন শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদাদি পঞ্চদশী পর্য্যন্ত ক্ষয় বৃদ্ধি ভেদে দ্বাত্রিংশৎ চন্দ্রকলায় তিথিসূত্রে সুধা বর্ষণ দ্বারা সমস্ত ধরামণ্ডলকে সুশীতল করে, সেইরূপ শরীরাভ্যন্তরেও চন্দ্রদ্বারা শরীর রক্ষা হয়। যদ্রূপ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী চন্দ্রমণ্ডল হইলে শুক্লপক্ষ,ও পশ্চাৎবর্ত্তী হইলে কৃষ্ণপক্ষ বলে, সেইরূপ নাদচক্রের সম্মুখবর্ত্তী মন হইলে শুক্লপক্ষ, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে কৃষ্ণপক্ষ শরীরমধ্যেও হয়। বাহ্যে শুক্লপক্ষেও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের প্রথম কলাকে প্রতিপৎ দ্বিতীয়কে দ্বিতয়া তৃতীয়কে তৃতীয়া চতুথকে চতুর্থী পঞ্চমকে পঞ্চমী ষষ্ঠকে ষষ্ঠী, অষ্টমকে অষ্টমী, নবমকে নবমী, দশমকে দশমী, একাদশকে একাদশী, দ্বাদশকে দ্বাদশী, ত্রয়োদশকে ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশকে চতুদশী, পঞ্চদশকে পঞ্চদশী অর্থাৎ পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্যা সংজ্ঞায় উক্তকরা যায়, সেইরূপ নাদ চক্রের সম্মুখবর্ত্তী মনের প্রথমকলা অবধি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এবং প্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথি রূপা পঞ্চদশী নাড়ীর নাম। যথা

শীতলা নলিনীচৈব নালিনী বিষনালিনী।
মদন্তী রন্তিদেবীচ বিশোকা শোকদায়িনী।
কান্তারা কামিনী অম্লা কল্লোলা মদনা মতী।

পূর্ণান্তা শুক্লপক্ষীয়া নাদচক্র পুরঃস্থিতা।

শীতলা ১ নলিনী ২ নালিনী ৩ বিষনালিনী ৪ মদন্তী ৫ রন্তি দেবী ৬ বিশোকা ৭ শোকদায়িনী ৮ কান্তারা ৯ কামিনী ১০ হুল্লা ১১ কল্লোলা ১২ মদনা ১৩ মতী ১৪ পুর্ণা ১৫ এই পঞ্চদশী নাড়ী নাদচক্রের সম্মুখবর্ত্তিনী, ইঁহাদিগকে বাহে শুক্লপক্ষের প্রতিপদাদি তিথিরূপে গ্রহণ করা যায়। তথাচ কৃষ্ণপক্ষীয় নাড়ীকা।

রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধা ক্ষোভনা সুরসুন্দরী।
ললনা বিমলা শ্যামা ভাবিনী ভাবসুন্দরী।
কুলহা হুলকত্রীচ হুনীতা হুলবর্দ্ধিনী।
কল্যাণ্যাদ্যা পৃষ্ঠভাগে কৃষ্ণপক্ষে ধৃতাবুধৈঃ।

রুদ্ধা ১৬ বিরুদ্ধা ১৭ সংরোধা ১৮ ক্ষোভনা ১৯ সুরসুন্দরী ২০ ললনা ২১ বিমলা ২২ শ্যামা ২৩ ভাবিনী ২৪ ভাবসুন্দরী ২৫ কুলহা ২৬ হুলকত্রী ২৭ হুনীতা ২৭ হুলবর্দ্ধিনী ২৯ কল্যাণী ৩০ ইত্যাদি পঞ্চদশ নাড়ীকে কৃষ্ণপক্ষীয় তিথীরূপে নাদচক্রের পশ্চাৎভাগে ধৃত করিয়াছেন। এইসকল নাড়ীর সহিত কৃষ্ণ পক্ষে এবং শুক্লপক্ষে তিথির সহিত যে রূপ সম্বন্ধ আছে তাহা বিস্তার করিয়া আগামী লেখা যাইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

১৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল ফালগুন

: গুপ্তপ্রকাশিতের শেষ।

ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার

৬প্রশ্নঃ। ছায়ার কারণ কি? এবং তাহা কেন কখন ছোট এবং কখন বড় হয়? দীপছায়ার যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যাইতেছে তাহারই বা কারণ কি?।

তর্কবাগীশের উত্তর। যে কোন বস্তুদ্বারা সূর্য্যাদি জ্যোতির ব্যবধান হইলেই ছায়া জন্মে, এবং সেই সেই বস্তুর হ্রস্ব দীর্ঘতাধীন ছায়ার হ্রস্ব দীর্ঘত্ব হয়, আর দীপাধারের পশ্চাৎ দীপের ব্যবধান বশতঃ ছায়ার তার তম্য হয়, বিশেষ এই।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। প্রশ্নকৃৎ পুরুষেরা ছায়ার তারতম্য বিষয়ের যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে যাদচন্দ্র তর্কবাগীশের উত্তর করা অসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু বস্তুর হ্রস্ব দীর্ঘতাধীন্ ছায়ার হ্রস্ব দীর্ঘত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ন্যায়াদি শাস্ত্রমতে ছায়াকে বিশেষ পদার্থ কহেনা তেজোভাগের অভাবকেই ছায়া বলে ছায়ার জন্ম মৃত্যু নাই বস্তুভিন্ন উৎ পত্তি ও বিনাশ হইতে পারে না। সে যাহা হউক্ বস্তুর হ্রস্ব দীর্ঘতাধীন্ ছায়ার হ্রস্ব দীর্ঘতার যে বিশেষ থাকুক্ কিন্তু সূর্য্যাদি কোন জ্যোতির প্রত্যাসন্ন ব্যবধান হইলেই ছায়ার হ্রস্বত্ব এবং দূর হইলেই ছায়ার দীর্ঘতা হয়, সূর্য্যের উদয়াস্ত কালে কোন বস্তুদ্বারা জ্যোতির ব্যবধান হইলে ছায়ার দীর্ঘত্ব মধ্যাহ্নকালে উপরিস্থিত সূর্য্য হওয়াতে ছায়ার হ্রস্বত্ব হয়, এবং স্থূল সুক্ষ্ম বস্তুদ্বারা ব্যবধান হইলে যে ছায়া পাত হয় তাহাতেও ছায়া ছোট বড় হয় তাহাতে সেই সেই বস্তুর আকার বিশিষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম হয় কিন্তু দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয় না, যদি কোন গোলপদার্থ মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যাদি জ্যোতির আব রক হইলে বস্তুর অনুসারে ছায়ার গোলতা থাকে, প্রাতঃকালে অথবা সায়ংকালে অর্থাৎ উদয়াস্ত কালে গোল বস্তুদ্বারা সূর্য্যাদি জ্যোতির ব্যবধান হইলে ও বস্তুর গোলতা সত্ত্বে ও

ছায়ার দীর্ঘতা হয়, ইত্যর্থে প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্যোতির্ পার্শ্বগত দূরদেশে ক্ষুদ্র বস্তুদ্বারা জ্যোতির ব্যবধান হইলেও ছায়ার দীর্ঘতা এবং স্থূলতা হয়, জ্যোতিঃপদার্থের অধোভাগে দীর্ঘহ্রস্ব স্থূল সূক্ষ্ম দূরাসন্ন বস্তুদ্বারা ব্যবধান হইলে হ্রস্ব দীর্ঘত্ব ও স্থূল সূক্ষ্মত্ব হয়, অর্থাৎ যেমন বস্তু যেমন২ দূরে থাকে সেই অনুসারেই ছায়াপাত হয়, জ্যোতিঃপদার্থের অধ ঊর্দ্ধ পার্শ্বভাগ স্থিত বস্তুর দ্বারা জ্যোতির ব্যবধান হইলে এই রূপ ছায়া পাত হয়, ইহাতে শাস্ত্রপ্রমাণের অপেক্ষা করে না প্রত্যক্ষ সিদ্ধই আছে।

সভার ৭ প্রশ্নঃ। বায়ুর গুরুত্ব আছে কিনা? এবং তাহা পরিমেয় কি না?।

তর্কবাগীশের উত্তর। ন্যায় মতে বায়ুর গুরুত্ব নাই, ইহার তাৎপর্য্য পরম্পরা আকর্ষণ দ্বারা বায়ুর গুরুত্ব বোধ হয় না, কিন্তু কোন আবরণ রূপ উপাধির দ্বারা বায়ুর আবৃত হইলে সেই আকৃষ্ট বায়ুর গুরুত্ব এবং তদ্দ্বারা বায়ু পরিমেয়ত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, প্রত্যক্ষের অপলাপ বায়ুর গুরুত্ব বিনা হয়না প্রত্যুত বেদান্ত শাস্ত্রে আত্মাতিরিক্ত সকল বস্তুই পরিমেয় হয়।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। বায়ুর পরিমাণ আছে এবং গুরুত্বও আছে পরম্পরাকর্ষণদ্বারা যে গুরুতা বোধ হয় না সে শুদ্ধ স্বচ্ছতা প্রযুক্তই হয়, গুরুত্ব ব্যতীত সমস্ত ভারবাহক বায়ুকে বলা যায় না, বায়ুকে অবলম্বন করিয়া জগৎ রহিয়াছে, অর্থাৎ এতদ্ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দেবাদি ভূতরাশি স্থাবর জঙ্গম জল স্থল প্রভৃতি দৃশ্যাদৃশ্যজাত মাত্রকেই বায়ু ধারণ

করিয়া রহিয়াছে সুতরাং বায়ুর গুরুত্ব প্রত্যক্ষেই দেখাযায়, বায়ুকে যদিও বেদান্তে পরিমেয় কহিয়াছেন তাহার অভি প্রায় স্বতন্ত্র অর্থাৎ বেদান্তের ভঙ্গী বুঝা কঠিন কেবল আত্মা তিরিক্ত বস্তুমাত্র পরিমেয় কহিয়াছেন ইহাতে বায়ুর যে পরি মেয়ত্ব হইল এমত তাৎপর্য্য নহে, যখন (প্রাণো ব্রহ্মোপাসীৎ ইতি শ্রুতিঃ) বেদান্তে যখন প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন তখন বায়ুকে আত্মাতিরিক্ত পরি. মেয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ যোগশাস্ত্রে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সকলেই পবনাভ্যাস তৎ পর। সর্ব্বতোভাবে বায়ুর গুরুত্ব মান্য করিতে হইবেকপ্রত্যেক জীব শরীরের সমস্ত কার্য্যই বায়ুর অবলম্বনে নিষ্পত্তি হইতেছে, অর্থাৎ গতি স্মৃতি মতি নৃত্য গীত বাদ্যাদি এবং জনন মরণা দি সমস্তই বায়ুর গুরুতাতেই সম্পন্ন হয়, বায়ু ব্যতীত কোন বস্তুই পটু নহে, বায়ুই সকলকে পটু করেন, স্বভাবতঃ বায়ুর গুরুত্ব বোধকরা যায় না, কোন বস্তুদ্বারা আবরণ করিলেই বায়ুর গুরুতার প্রত্যক্ষ হয়।

সভার ৮ প্রশ্নঃ। ভারতবর্ষের চতুঃসীমা কি? এবং রাড় বঙ্গ ইত্যাদির ন্যায় কতদেশ তাহার অন্তর্গত আছে এবং ঐ সমস্ত দেশের নামও সীমা কি?।

শ্যামচন্দ্র তর্কবাগীশের উত্তর। ভারতবর্ষের ব্রহ্মদেশ নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপ সাগর দক্ষিণ প্রান্ত মহাসিন্ধু পশ্চিম শেষভাগ হালাপর্ব্বত সমীপবর্ত্তী

আবরসমুদ্র, উত্তরসীমা ভোটদেশ প্রান্তবর্ত্তী হিমালয় পর্য্যন্ত এতদন্তর্ব্বর্ত্তী বহুবিধ দেশ ও গ্রাম পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং ভূগোলে বিস্তারিত আছে

নীলমাধব ন্যায়রত্নের যুক্তি। শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভূগোল বিদ্যা বিষয়ের পারদর্শন করিয়া থাকিবেন নতুবা প্রশ্নকর্ত্তাদিগের মনের কথা টানিয়া কিরূপে কহিতে শক্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সীমাবন্ধ করিয়া কহিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয়দিগের (মেপের) অনুযায়ী হইয়াছে, এবং সীমাবন্ধের নাম সকলও সেইরূপ কহিয়াছেন, পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ ভারতবর্ষের সীমা কহিয়াছেন এবং তদন্তর্ব্বর্ত্তী দেশসকলের নাম কহিয়াছেন, তাহার স্বরূপানুবৃত্তি করিলেই যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশের কৃত ভারতবর্ষের সীমার অতিক্রম হইয়া যাইবেক, মুষ্টিপ্রমাণ ভূমিপ্রদেশকে ভারতবর্ষ বলিয়া যে উক্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল, লোকানুরোধে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্কোচ করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য হয় না, কিন্তু বর্ত্তমান্‌কালে ইংরাজীমতে ভারবর্ষের পরিমাণের অল্পতা করিয়া তুলিয়াছে, সেই অভিপ্রায়েই লোকানুরাগ প্রিয়তা প্রযুক্ত আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা ও ওমতের পুষ্টিকরিয়া দিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ফলিতার্থ ভারত বর্ষের যথার্থ সীমা ও তদন্তর্গত দেশ সকলের নাম প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি।

ভগবন্মায়া বিরচিত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল এই চতুর্দ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে অণ্ডাকৃতি গন্ধ গুণময়ী ধারণ শক্তি বিশিষ্টা অচলা সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, তন্মধ্যে সপ্তদ্বীপ, সমস্ত দ্বীপের মধ্যভাগে জম্ব্বাখ্য দ্বীপ, সেই জম্বূদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত তন্মধ্যে ভারতাখ্যবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের পরিমাণ ও সীমা

এবং দেশ সকলের নাম, ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পর্য্যন্ত হয়।

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ।
অন্ধ্রাদক্ষিণতো বীর তুরস্কা স্তপি চোত্তরে॥
ইতি বামন পুরাণং।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা কিরাতভূমি, পশ্চিম সীমা ম্লেচ্ছ ভূমি, দক্ষিণ সীমা অন্ধ্রভূমি, উত্তর সীমা তুরস্কভূমি হয়। ইহাতে কিরাত যবন অন্ধ্রতুরুস্ক পর্য্যন্ত ভারতের সীমা হইলে যবন ম্লেচ্ছ কিরাত অন্ধ্র প্রভৃতি দেশ সকল উক্ত বর্ষের অন্তর্গত হইল, তাহা হইলে হিমদুর্গ নিবাসী তুরুস্ক জাতীয়দিগের অধি কৃত দেশ মাত্রকেই তুরুস্ক বলিয়া পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িগণে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নবখণ্ডের নাম তত্ত্বসারে ধৃত করিয়াছেন কুমারিকাখণ্ড১ কাশ্মীরখণ্ড২ ত্রিকমণ্ডলুখণ্ড৩ দ্বিজখণ্ড৪ একপাদ অর্থাৎ চূর্ণপাদখণ্ড৫ সমণ্ডলখণ্ড ৬ কৈবর্ত্ত খণ্ড ৭ গর্ত্তখণ্ড ৮ গান্ধার খণ্ড ৯। কুমারিকাখণ্ডের সীমা কুমা রিকা অন্তরিপ পর্য্যন্ত কাশ্মীরখণ্ডের প্রসিদ্ধরূপ সীমাবদ্ধই আছে। ত্রিকমণ্ডলুখণ্ডকে ত্রিগর্ত্ত দেশকহে ইহার নাম আর্য্যাব র্ত্ত অর্থাৎ বিন্ধ হিমালয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্তসীমা হয়। দ্বিজখণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ তাহার সীমা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ, ইহার প্রত্যাসন্ন চারি দেশ কুরুক্ষেত্র, মৎস, পাঞ্চাল, মথুরা প্রভৃতিকে ব্রহ্মর্ষিদেশ কহে, আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ব্রহ্মর্ষি দেশপর্য্যন্তই ধর্ম্মস্থান। একপা দখণ্ড অর্থাৎ চূর্ণপাদখণ্ড, ভোটাদি দেশের উত্তর প্রান্তর গিরি কূটস্থিত যাবনিক ভাষায় (তসমাপয়ের দেশ কহে) সমমণ্ডল

খণ্ড জার্ত্তিক ম্লেচ্ছদেশ অর্থাৎ উত্তমাধম জাতি বিচারশূন্য দেশ। কৈবর্ত্তখণ্ড, ধীবরজাতি অর্থাৎ নাবিক জাতির বাস নিরন্তর যদ্দেশের লোকেরা সমুদ্র মধ্যে নৌকাচালন করে এবং মৎস্যাদি ধৃত করিয়া জীবন যাপনা করে সেইদেশ, গর্ত্ত খণ্ড যবন দেশ বিশেষ আরবাদিখণ্ড,গান্ধারখণ্ড,কান্ধারদেশের নাম, অর্থাৎ আর্য্য ম্লেচ্ছাবাস। এই নবখণ্ডে ভারতবর্ষ, ইহার মধ্যেক্ষুদ্রং কত দেশ আছে এবং সময়েংরাজপরির্ত্তন হওয়াতে কতকত দেশ অরণ্যপ্রায় হইয়াছে কতকত অরণ্য ভূমিও লোকাবাস হইয়াছে ও এক্ষণেও হইতেছে, এবং কতদেশের প্রাচীন নিবদ্ধ সীমারও অন্যথা হইয়া গিয়াছে, কোনদেশ বা পূর্ব্বনামেও বিখ্যাত আছে কোনদেশের নামও শাস্ত্রীয় নামের বিপরীত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালেই দেখনা, ভারতবর্ষের নব খণ্ডের মধ্যে গুটি দুই তিন খণ্ডকে একত্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় মহাপুরুষেরা ইদানীং সম্যক্ ভারতবর্ষ বলিয়া থাকেন, তন্নিমি ত্ত বর্ত্তমানকালে বৈদিক জাতীয়েরাও প্রায় ভারতবর্ষের সীমা ঐরূপ কহিয়া বক্তৃতা করেন। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ বর্ণনা করিতেছি তাহার মধ্যস্থিত দেশের নাম দেখিলেই বিচ ক্ষণেরা ভারতবর্ষের যে কিপর্য্যন্ত সীমা তাহা বোধগম্য করিতে পারিবেন। যথা

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ।
অন্ধ্রাদক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাস্ত্বপি চোত্তরে॥

ইতিবামনপুরাণং।

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

যবনাশ্চ কিরাতাশ্চ যস্যান্তে পূর্ব্ব পশ্চিমে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং।

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রা স্তথৈবচ॥
ইতি কূর্ম্মপুরাণং॥

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাতে ভোটচীন ব্রহ্মদেশ, কামরূপ কুরক অর্থাৎ স্বকীমানপ্রভৃতি কিরাত জাতির বাস। পশ্চিমান্তে আবর্ত্ত অর্থাৎ আরব ইরান্ মক্কা মদীনা কান্ধারাদি দেশ। দক্ষিণে কিরাত বিশেষ অন্ধ্রজাতির বাস। উত্তরাংশে তুরুষ্কদেশ অর্থাৎ তদবধি হিমালয়ান্তবর্ত্তী সমস্ত দেশকেই তুরষ্কদেশ কহে। যাহাকে অধুনা ইংলণ্ডীয়েরা (টরকী) কহেন পূর্ব্ব ম্লেচ্ছেরা তুরকী কহিত, তুরুষ্কদেশ দুইখণ্ড যথা পদার্থ দীপিকাতে যামল বচন ধৃত করিয়াছেন। (গ্রাম্যারণ্যেতু দ্বেখণ্ডে বিভক্তা বিতিচোচ্যতে ইতি।) তুরুষ্কদেশ গ্রাম্যখণ্ড ও আরণ্যখণ্ডে বিভক্ত, একারণ ইদানীং ইংরাজ বিদ্বানেরা (এসিয়া টরকী ও ইউরোপ টরকী) দুইসংজ্ঞায় উক্ত করিয়াথাকেন। লাটিন ভাষায় ইউরোপকে অরণ্য কহে সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের সহিত ঐক্য হইল। তুরুষ্কদেশে আধুনিক জূ জাতিরা বাসকরাতে অভিনব যবন ম্লেচ্ছ জাতিরা ইহুদীদিগকে প্রাচীন যবন বলিয়া মান্য করেন, যাহারা প্রাচীন যবন তুরকীনামে খ্যাত ছিল তাহারা ইহুদীদিগের বহুকাল পূর্ব্বে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ইদানীং জূজাতিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া দেশত্যাগ করাতে অতি নবীন মাহাম্মদীয়ানেরা তদ্দেশে

বাস করিতেছে বলিয়া মুষলমান্ দিগকেও তুরুকী বলাযাই তেছে, দেখুন্ রাজ পরিবর্ত্তন হইলে দেশেরও এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এবং যে দেশে যে বহুকাল বাসকরে তাহার পুত্রপৌত্রাদি জন্মিলে দেশের নামেই সেই জাতির নাম হয়, তাহার দৃষ্টান্তং বহুকাল হইল কান্যকুব্জ দেশহইতে আগত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গদেশে বাস করাতে কনোজ শব্দের পরিবর্ত্ত হইয়া বাঙ্গালি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেই রূপ পুর্ব্বে অভিসপ্ত পৃষধ্র রাজার বংশে মহা বলিষ্ঠ একব্যক্তি তুরুষ্কনামে জন্মিয়া ছিল, সেই ব্যক্তি মহা প্রভাবশালী হইবাতে সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা তাহাকে বনপ্রস্থে তাড়িত করেন, সেই তাড়িত ব্যক্তি পশু ধর্ম্মী আরণ্য কতগুলিন মনুষ্যকে লইয়া বনমধ্যে বাস করিয়া সেই বসতিস্থানকে স্বনামে খ্যাতকরিল একারণ তাহার নাম তুরুষ্ক হইল, সেইদেশে যাহারা বাস করিয়াছিল তাহারা তুরুষ্কনামে খ্যাতহইল, তাহার বহুকালপরে মরুত্তরাজার বংশে সগরসদৃশ দমরাজা ম্লেচ্ছান্তক হইয়া তুরুষ্কাদি অনেক যবনকে বিনাশ করেন তদবধি তুরুষ্কদেশ অরণ্যপ্রায় ছিল, তদনন্তর বহি ও ইকনামে পিশাচ পিশাচীর পুত্র বাহিকাখ্য ম্লেচ্ছ জাতিরা বাসকরাতে তুরুষ্কনামে খ্যাতহয়, তুরুষ্কদেশ আধুনিক নহে কিন্তু অধুনা তুরকীনামে খ্যাত জাতিরা আধুনিক তুরকী জাতিহইয়াছে। রুশ প্রুষ প্রভৃতি এক্ষণে যতদেশ দেখিতেছ বা শুনিতেছ সে সকল দেশই তুরুষ্কের অন্তর্গত হয় পূর্ব্বে এই প্রকার সেই ২ দেশ সকলও অরণ্যভূত ছিল।

ভারতবর্ষের অন্তে যবনম্লেচ্ছ কিরাতের বাস, ব্রহ্মাবর্ত্তাদি মধ্যস্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিরাই চিরকাল বাসকরিতেছেন। ইহার প্রমাণ বামন বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরাণে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগের রাজ্য বিচ্যুতি হওনাবধি যবন ম্লেচ্ছের প্রাদুর্ভাব হয়, সুতরাং মিশ্রীভূত প্রযুক্ত এক্ষণে এই যজ্ঞিয় মধ্যদেশে অবস্থিতি করিতে যবন ম্লেচ্ছেরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডাদি যে সকল মহামহাদেশ এক্ষণে শ্রুতিগোচর হইতেছে সেসকল দেশই ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা নাই, তবে কোন২ দেশের নামান্তর হইয়াছে এবং সীমারও অন্তর হইয়া গিয়াছে এইমাত্র বিশেষ। অতএব ভারতবর্ষস্থ দেশ সকলের প্রাচীন নাম লিখিতেছি। যথা। ব্রহ্মাণ্ড বামন কূর্ম্ম আগ্নেয় পুরাণাদির এবং পদার্থদীপিকা যামলাদির প্রমাণ।

তাং স্ত্বিমান কুরু পাঞ্চালান্ শাল্বাং শ্চৈব সজাঙ্গলাং। শূরসেনা ভদ্রচরা মদ্যাসহ পটচ্চরাঃ। মৎস্যাঃ কিরাতাঃ কৌশল্যাঃ কুন্তরঃ কাশি কোষলাঃ। অন্ধ্রকাশ্চ নন্দিনাশাং শকাশ্চৈবাসুকিঃ সহ। বাহ্লিকা বাটধানাশ্চ আভীরা স্থাল তোষকাঃ। অপবাহাশ্চ-শূদ্রাশ্চ পহ্লবা শ্চর্ম্ম খণ্ডকাঃ। গান্ধারাঃ পার্ব্বতাশ্চৈব বর্ব্বরাশ্চ সুলৌকিকাঃ। বীণাশ্চৈব তুখারাশ্চ পারদা দর্দ্দুরো দরাঃ! আত্রিয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ পুরুশা শ্চৈব গৌরিকাঃ। ঔপগা শ্চোপগাত্রাশ্চ অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ। পুলহা হোবরা শ্চৈব পূর্ণদর্ভা স্তথৈবচ। শূদ্রাঃ সমকরা শ্চৈব কিরাতা শ্চৈব নর্ত্তকাঃ। ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রাগ্

জরা তার্গবা শ্চোপ মরকাঃ। প্রাগ্জ্যোতিষশ্চ যোবত্র বিদেহাস্তাম লিপ্তকাঃ। মন্দা নেপালিকাশ্চীনা পরচীনাশ্চ হুঞ্জরাঃ। বরবস্রা নাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। তাপীবাংশ্চ মহাপীঠৈ র্মট-ব্যা স্তবরৈঃসহ। মৌরীয়া সুচিকাশ্চৈব অশ্বকা ভোগবর্দ্ধনাঃ॥ ওজ্জিকাঃ কুত্তবাশ্চান্ধ্রা উদ্ভিদাঃ কনুকালকাঃ॥ ইষুজাতাঃ কর্ম্ম শিকা স্তথ্যকানীবলাশ্চযে। মুনিঃ পণ্ডশিলাশ্চৈব ক্রমথা স্তাম্র কৈঃসহ। তথার মিনিয়া মিশ্রাঃকুরজা রোমকস্তথা। সৈনিকা নাড়কাশ্চৈব যেচৈবান্তর মালবাঃ। কাঞ্চীপাশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আব-র্ত্তা শ্চার্ব্বুদৈঃসহ। ইত্যাদি। শুণ্ডাঃ কর্ণাটকাধনাশ্চ-মগধা মন্ত্র-কা স্তথা॥ যদেতদ্ভারতং বর্ষং নবদ্বীপং নিশাময়ঃ। সাগরান্তরি-তাঃ সর্ব্বে তেত্বগম্যাঃ পরস্পরং। বামনে। ভারতাখ্যস্য বর্ষস্য নবদ্বীপান নিশাময়ঃ॥ ইতি বৈষ্ণবে। ভারতাখ্যস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়ঃ। সাগরান্তরিতাজ্ঞেয়া স্তেত্বগম্যাঃ পর-স্পরং॥ ইতি বায়বে। ইন্দ্রদ্বীপ কশেরুমাং স্তাম্রবর্ণো গভ-স্তিমান॥ নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা। অয়ন্তু নবম স্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ॥ কুমারাখ্যঃ পরিখ্যাতো দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরঃ। বামনে। ইন্দ্রদ্বীপঃকশেরুমাং স্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান॥ নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্ব স্তথবারুণঃ। অয়ন্তু নবম স্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ। যোজননাং সহস্রন্তু দ্বীপো য়ং দক্ষিণোত্তরঃ॥ কৌর্ম্মে। সুরাষ্ট্রিকা বাহিধানা দুর্গা স্তার-কটৈঃসহ॥ প্রলীয়া শশিখীলাশ্চ তাপসা স্তামসা স্তথা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপোদ্ঘাত পাদে এবং বায়ুকুর্ম্ম বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ প্রমাণে এতদ্ভারত বর্ষস্থ দেশ সকলের নাম স্পষ্টীকৃত

করিয়াছেন, ইদানীং বিজাতীয় বিদ্বানেরা অজ্ঞাতত্ব প্রযুক্ত অথবা আপনারদিগের গৌরব রক্ষার্থই বা হউক অনেকানেক শব্দের প্রকৃতিকে বিকৃতি করিয়া উচ্চারণ করেন, অতএব সেই সকল দেশের নাম বিস্তারিত রূপে লিখিয়া জানাইতেছি ইহাতে প্রশ্নকর্ত্তারা অবশ্যই ভারতবর্ষের সীমা ও পরিমাণ এবং দেশের পুর্ব্বাপর নাম পরিবর্ত্তের বিষয় অবগতি করিতে পারিবেন।

কুরুদেশ অর্থাৎ হস্তিনা, পাঞ্চাল, শাল্ব, মথুরা কুশস্থলী, জাঙ্গল, পঞ্চনদ, পটচ্চর, অর্থাৎ রুমান্তঃপাতি দেশ, অধুনা ইটালী বলে। পদার্থদ্বীপিকাতে লেখে (যত্রবহ্নিময়াঃ শৈলাঃ প্রজানা মাধিবর্দ্ধকা ইতি।) যে দেশে অগ্নিময় পর্ব্বত সকল প্রজাদিগের বিঘ্নকরিয়া থাকে। মৎস্যদেশ, কিরাতদেশ অর্থাৎ ভোট চীন গমর মান প্রভৃতি হীনজাতির বাসস্থান।

কৌশল্য, কুন্তী, বারানশী, কোষল অর্থাৎ অযোধ্যা, অন্ধ্র, কিরাতবিশেষ তৈলঙ্গাদি দেশ, নর্দ্দীনাশ (মদীনা) তাহার এক নাম কারস্কর, শকদেশ, (তুরুষ্ক) অধুনা টারকী বলে। আম্লুকিদেশ, তুরুষ্কের অন্তঃপাতি, ইদানীং তাহাকেই যবন ম্লেচ্ছেরা (জরুজিলম) বলিয়া থাকিবেক। বাহ্লীক দেশ পঞ্চনদের অন্তঃপাতি রূম্বুদেশ কহে। বাটধান অর্থাৎ মূলতান, আভীর দেশ, এক্ষণে লুধিয়ানা নামে খ্যাত। তালতোষক তীর্কতদেশ, অপবাহ, পারসীকদেশ, একনাম অপারান্ত,

অর্থাৎ সমুদ্র সান্নিধ্যপারান্তর নহে। শূদ্রদেশ, ইদানীং (মক্কা) নামে খ্যাতহইয়াছে। পহ্লব দেশের পরিভ্রষ্টে কাবুল দেশ, তাহার অপর নাম উপগ, অর্থাৎ তৎপরিভ্রষ্টে যবনেরা (আফগান) কহে। চর্ম্মখণ্ড, অধুনা মশকৎ নামে খ্যাতকরে,। এবং খেটকও কহিয়াথাকে। গান্ধার দেশ শকুনির রাজ্য ইদানীং যবনেরা কান্ধার কহে। পার্ব্বতদেশ, পর্ব্বত কূটমধ্যদেশ, অধুনা তাতারিয়া বলে। বর্ব্বরদেশ, সম্প্রতি যাহাকে বোক্দাদ বলে সেই দেশ, লৌকিক দেশ তুরুষ্কের অন্তঃপাতি যেখানে যবন ম্লেচ্ছদিগের প্রথম বাস অর্থাৎ ইব্ ও আদম হইতে যে সকল লোকের উৎপত্তি সেই সকল লোকেরবাস, তাহার অপর নাম পারা বত অর্থাৎ যবনদিগের যত দেশ আছে তন্মধ্যে ঐ দেশই প্রথম লোকের বসতি হয় উহার এক নাম মূষক, ঐ স্থানে যাবনিক গ্রন্থ কর্ত্তামুষা জন্মিয়াছিল। বীণা ভোটের অন্তঃপাতি কীচক দেশ, অনেক কীচক বংশের উৎপত্তিস্থান কীচক বংশ তাহাকে বলে যাহার অন্তর অতিপরিসরহয়। তুখারা দেশ, ইহাকেঅধুনা বোখারা বলে, পারদ দেশ চীনেরঅন্তঃ পাতি অধুনা কান্টননামে খ্যাত। যদ্দেশের লোকেরা সগর রাজার শাসনে মুক্তকেশ হয়, যথা (পারদা মুক্তকেশাশ্চ ইতি।] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। অধুনা তিম্ভুরাজশাসনের শৈথিল্য হওয়াতে জটারূপ এক বেণীধারণ করে। দর্দ্দুরোদর অর্থাৎ দরদ দেশ। ইহার একনাম ভোট. আত্রিয়দেশ, এক্ষণে সেইদেশে ম্লেচ্ছবাস.

হওয়াতে আষ্ট্রিয়া কহিয়াথাকিবেক। ভরদ্বাজ অর্থাৎ প্রয়াগ পুরুশদেশ অর্থাৎ পোর্ত্তুগীশ কহিয়াথাকে, প্রাকৃত লোকে ফিরিঙ্গী বলিয়া উক্তকরে। গৌরিক, শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের বাস, আযুর্ষ্ট, কাশ্মীরদেশ, উপগ, অপগণ, (আফগান)। উপগাত্র আরামস্থান, এক্ষণে পঞ্জাপসর দেশকে কহে। অন্তর্গিরি বহির্গির ত্রিপুরা অর্থাৎ ঙ্গকির বাস, যাহারা পর্ব্বতের বাহিরে থাকে তাহারা পাকাঙ্গকী, যাহারা পর্ব্বতমধ্যে থাকে তাহারা কাঁচাঙ্গকী, পুলহদেশ, গণ্ডকী নদীর প্রদেশ স্থান। হোবর, ইহার এক নাম তুষিকাদ, পুর্ব্বে অরণ্যপ্রায় ছিল, এক্ষণে ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা রুশ্ এবং রসিয়া বলিয়া খ্যাত করে। পূর্ণ দর্ভদেশ, তীর্ব্বত দেশের উত্তর কুরকনাম দেশ, ইদানীং যবনেরা সাইবিরিয়া বলে। শৃঙ্গদেশ, শিঙ্গাপুর, সমকর, কিরাত দেশ বিশেষ অধুনা মণিপুর, নর্ত্তক, অর্থাৎ আনর্ত্তদেশ, এক্ষণে দ্বারকা নাম খ্যাত। ব্রহ্মোত্তর, ব্রহ্মদেশ, প্রাগ্বিজয়া, জয়ন্তী দেশ, ভার্গব, নৈমিষারণ্য। উপমল্লক, অর্থাৎ মালা, ইদানীং মালাকা কহিয়া থাকে। প্রাগ্যোতিষ, (কামরূপ) যোযত্র, পার্ব্বতীয় দরদদেশ বিশেষ। বিদেহ অর্থাৎ মিথিলা, তাম্রলিপ্তক, অর্থাৎ তমোলোপ, ইদানীং তমলুক কহে, মঙ্গদেশ, নেপালদেশ, চীন, পরচীন অর্থাৎ আচানকচীন বলে। দুর্জ্জয়দেশ অর্থাৎ ভোটান্তঃপাতি দুর্জ্জয়লিঙ্গ অথবা দরদালিঙ্গ কহে, কিন্তু আধুনিক ম্লেচ্ছজাতীয়েরা ডরজিলিং বলিয়া উক্ত

করিয়া থাকে। বরবত্র দেশ কিষ্কিন্দা,মাহিষক, মৈশুর, কলিঙ্গ দেশ স্বনাম খ্যাত তদন্তঃপাতি দশের নাম মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাই। তাপীবান্ অর্থাৎ গোদাবরী সান্নিধ্য পঞ্চবটী, অধুনা সেতারাদেশ, মহ্বপীত, ইহার একনাম শুণ্ডী ইদানীং নাগ, পুর কহে। মটবা অর্থাৎ মলয়দেশে; চন্দনোৎপত্তিস্থান ভুবরু, অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ, ইদানীং চিরাপুঞ্জী, মৌরিয়া, পুরাণা ন্তরে মৌলেয়াবলে, একনাম একপাদ, যবনেরা ইদানীং তৎসমো পয়ের বলিয়াথাকে। অশ্বকা পুরাণান্তরে আস্ত্রিয়া কহে, ইদানীং আস্ত্রিয়া নামে ম্লেচ্ছ দেশ বিশেষ হইয়াছে। সূচিকা বিশেষ দেশ অর্থাৎ উপদ্বীপ তাহার একনাম মাহেয় যথা (মাহেয়ঃকাঞ্চনা ভূমি রাবণের্ব্বাস উচ্যতে ইতি রামায়ণান্তরে রাবণ পুত্র মহির বাস স্বর্ণভূমি মাহেয় নাম পুরাণান্তরে উপদ্বী প সংখ্যায় অমারিকা উপদ্বীপ বলিয়া খ্যাত করেন, আধুনিক কলম্বস নামা ম্লেচ্ছ নাবিকের লব্ধভূমি এমরিকা নামে খ্যাত হ ইয়াছে, ঔদ্দিক, দেশ বিশেষ, অতব, দেশ বিশেষ, চান্দ্রদেশ; হিমালয় সান্নিধ্য নীহার ময় ভূমি কেদারাদিস্থান। উদ্ভিদ দেশ শুষ্কঅরণ্য ময়স্থান,কনকালক স্বর্ণাকরস্থান। ইষুজাত অশ্বক্রান্ত অর্থাৎ শুষ্ক শরকানন মাত্র, ইদানীং তাহাতে ম্লেচ্ছ দিগের বাস হওয়াতে তাহাকেই (ইউরোপ) বলে, ফলিতার্থ অরণ্য প্রায় ছিল তাহার প্রমাণ লাটিন ভাষায় ইউরোপকে অক্ষর কহে। কর্ম্মণিক দেশকে বামন পুরাণে প্রলীম্বা বলে তৎ পরি

ভ্রষ্ট নীতি চিন্তামণিতে (গলিয়া) বলে, যথা (গলিয়া শশী শীলাশ্চ মটব্য স্তবরস্তথা) সুতরাং প্রাকৃত যবনেরা পূর্ব্বে গলিয়ার পরিভ্রষ্ট (গওল) কহিত, ইদানীং ফ্রান্সদেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। কানিবল সূর্য্যারিকার অন্তঃপাতি খণ্ডের নাম। সূর্য্যারিক নামে একরিকা অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তাপ অতিরিক্ত যে দেশে লাগে তাহার নাম সূর্য্যারিক। সুতরাং একরিকার অন্তঃপাতি কানিবল স্বনামেই খ্যাত আছে কেবল আধুনিক ম্লেচ্ছেরাই আকার স্থানে একার করিয়া (কেনিবল্ল) বলিয়া থাকেন মুনি, দেশ বিশেষ। তাপসদেশ, পশুশীল দেশ, ইহার একনাম (ভাবকচ্ছু) রাজ্য পরিবর্ত্তনে ইহাকেও পোর্ত্তুগীশ কহাযায়। ক্রমথ দেশ, ইহার এক নাম কামল তথায় ক্রৌঞ্চনামা অসুর বাস করিত যাহাকে কার্ত্তিকেয় বিনাশ করেন একারণ তাহার নাম ক্রৌঞ্চ দেশ হয়, সেই দেশকে ইদানীং ম্লেচ্ছেরা (জরমেন) কহিয়া থাকেন ইহা ডক্তর উইল সন সাহেব ক্রৌঞ্চদেশকে জরমেন বলিয়া পুস্তকে লিখিয়াছেন, আম্রক দেশকে নীতি চিন্তামণিতে আরমিনিয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সে স্থান কোথায় এখন তাহার নির্দ্দিষ্ট হয়নাই। মিশ্র, মিসরদেশ — ইদানীং ইজিপ্টদেশ, ঙ্গরঙ্গদেশের নিরূপণ নাই অনুভব করি ইদানীং গ্রীকদেশ কহিয়াথাকে। রোমকদেশ স্বনাম খ্যাত, সৈনিক দেশ, বামন পুরাণে হুঃহুটদেশ কহে অধুনা হোলণ্ড দেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। মারকদেশ কোর্ম্মাদিতে মাঠকদেশ কহি

য়াছেন আধুনিক যবনেরা ডেনমার্কদেশ কহেন। মালব, মাঁ ড়োয়ার, কাক্ষীপ, উপদ্বীপ বিশেষের নাম অর্থাৎ ইন্দুদ্বীপ, মহিষাসুরের সেনাপতি বিড়ালাক্ষনামে অসুর বাসকরিত (অত্র জাতা নরাঃশুক্লাঃশূরা মার্জ্জার লোচনাঃ ভবিষ্যন্তি নসন্দেহ মদ্দ্যা জ্ঞা চিহ্ন সূচকা ইতি। পূর্ব্বযামলে।) ইন্দুদ্বীপে শ্বেতবর্ণ মনুষ্য জন্মিবে অত্যন্ত শূর এবং বিড়ালের ন্যায় চক্ষু হইবে, ইহাতে সন্দেহনাই আমার আজ্ঞা অন্যথা হইবেকনা, ইহা বিড়ালাক্ষক হিয়াছিল। অতএব সেই উপদ্বীপকে ইদানীং ইংলণ্ড বলাযায় পূর্ব্ব যবনেরা (এল্‌বিয়ল্‌) কহিত, মধ্যে (বৃটেনিয়া) নামে উক্তছিল। আবর্ত্ত, পুর্ব্বে আবর্ত্ত ছিল ইদানীং আরব নামে খ্যাত, পুরাণান্তরে (কাম্বোজ) বলে, কাম্বোজীয় অশ্বকে পূর্ব্ব রাজারা যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদাচল দেশ, । শুণ্ডা, অপর নাগপুর, কর্ণাট স্বনাম খ্যাত, মগধ, মদ্র, ইত্যাদি দেশ, এবং এই ভারতবর্ষের নব উপদ্বীপ আছে সেইসকল উপদ্বীপকেও ভারতবর্ষের মধ্যে গণনা করিয়াছেন, ইন্দুদ্বীপ কশেরুমান্‌ তাম্রবর্ণ মরীচী নাগদ্বীপ লঙ্কা সিংহল বারুণ, কুমারিকা উপ দ্বীপ লইয়া নবসংখ্যা হয়। ইন্দুদ্বীপকে ইংলণ্ড, সিংহলকে শিলন, তারকটক্‌কে নিউহোলণ্ড, কটাহকে লঙ্কা, এবংদুর্গ রাবণা বাসও বলে, দুর্গম ইত্যর্থে দুর্গ নাম হয়। ইদানীং তন লোকে লঙ্কার অন্বেষণা করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, একারণ কেহ২ শিলন অর্থাৎ শিংহল উপদ্বীপকে চত্তরতা করিয়া লঙ্কা বলে এই মাত্র।

ফলিতার্থ ভারতবর্ষের এইমাত্র সীমা নিশ্চয় করিয়াছেন, ইদানীন্তন চাতুর্য্যবশতঃ যিনি যাহা বলুন্ সে বাগ্বিলাস মাত্র, সে সকল কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে হইলে শাস্ত্র বাক্যকে ত্যাগ করিতে হয়, অতএব নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাশয়েরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ যত উত্তর করুন্ বা না করুন্, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে যুক্তি সমন্বয় করিয়া আমি এই উত্তর প্রদান করিলাম, প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দিগের মনোজ্ঞ হয় বা না হয় তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু বিচক্ষণ দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবেক তাহাতে কোন সন্দেহ করিনা।

সন্দেহনিরসন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা লিখিয়া থাকেন, —" স্বয়ং বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবাসুরের সংগ্রাম নামে এক আখ্যায়িকা রচনা হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র নিয়মিত সদ্বুদ্ধি ও সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিকে দেবতা শব্দে কহিয়াছেন, আর অসৎ প্রবৃত্তিকে অসুর শব্দে বলিয়াছেন "। ফলিতার্থ আমারদিগের বুদ্ধিতেও ধারণা হয়, যে দেবাসুরাদিকে জীবিতবান শরীরী বলা যুক্তি সহ নহে, অতএব পুরাণাদিতে দেবাসুরকে মনুষ্যবৎ শরীরী কহিয়াছেন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিকে দেবাসুর বলিতেছেন, ইহাতে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিনা, অতএব উভয় বিষয়ের যাহাতে সন্দেহ না থাকে এমত কহিতে আজ্ঞা হয়॥

পরমহংসের উত্তর। বৃহদারণ্যকের আখ্যায়িকায় দেবাসুর সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন সেই আখ্যায়িকাকে রূপক বলিয়া যে ব্যাখ্যা করেন, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা তাহার প্রমাণ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন, ইহা তুমি নিশ্চয় রূপে জানিহ, সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিকে দেবাসুর বলিয়া বেদে অনুশাসন করেন নাই, যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে সদসৎ কর্ম্মকে রূপক দেবাসুর বলিয়া স্বরূপ দেবতা ও অসুরদিগকে অশরীরী প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পুরাক্ত দেবাসু-রের সংগ্রাম বিষয়ক যথার্থ যে বিবরণ তাহাকেই আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা রূপক আখ্যায়িকা কহেন, তাহা স্বরূপতঃ বিচার্য্য নহে, ফলিতার্থ দেবতাদিগের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, অসুরদিগের অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ হয়, সমস্ত বেদার্থ বিচার করিয়া বাদরায়ণ আচার্য্য বেদান্ত দর্শনে দেবতাদিকে শরীরী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যথা।

দেবাদি বদপিলোকে ॥ ২৫ ॥

বেদান্তং। দ্বি। প্র। ভা।

চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধন সামগ্রী সম্পন্নাস্তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্মচেতনং অস-সহায়ং প্রবর্ত্তেতেতি। দেবাদিবদিতি ব্রুমঃ। যথা লোকে দেবাঃ পিতরঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবা চেতনা অপিসন্তোহন-পেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্য বিশেষ যোগাদভিধ্যান মাত্রেণ স্বতএব বহূনি নানা সংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদা-

দীনি নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থ বাদেতিহাস পুরাণ প্রামাণ্যাৎ ॥ ২৫ ॥

চেতন বিশিষ্টপুরুষ কুম্ভকারাদি ঘটাদি কার্য্য সাধনভূত বাহ্য সামগ্রী মৃৎ চক্রদণ্ড সূত্রাদির অসহায়ে ঘট সরাবাদি কার্য্যকরণে অক্ষম হয়, অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে বিনা সহায়ে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে এই সংশয় হইতে পারে যে চৈতন্যস্বরূপ স্বয়ং পর ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সাধনে বিনা সহায়ে কিরূপে সক্ষম হইতে পারেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে দেবাদির ন্যায় সংকল্পমাত্রেই ব্রহ্ম সৃষ্টি কার্য্যের সম্পাদন করেন, তাঁহার কোন সহায়ের অপেক্ষা করে না। দেবগণ পিতৃগণ ঋষিগণেরা চেতন বিশিষ্ট মহাপ্রভাব বাহ্যবস্তুর অসহায়েও ঐশ্বর যোগ বলে সংকল্প মাত্রেই বহু নগর স্থানাদি বহুপ্রকার শরীরাদি ও অট্টালিকা মন্দিরাদি এবং রথ শকট শিবিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা বেদ পুরাণ ইতিহাসাদিতে দৃষ্ট হইতেছে, যখন দেবতাদিগের চিন্তামাত্রে এতৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তখন পরব্রহ্মের প্রতি অন্য সহায়ের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

পরমেশ্বর হইতে যে দেবাসুরাদি এবং মনুষ্যাদি চেতন বিশিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন ও কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মচর্য্যাদি বিধি ও উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বেদেই কহিয়াছেন তদ্বিষয়কে রূপআখ্যায়িকা বলিতে কোটি কল্পেও পারিবেন না।

যথা। মুণ্ডকোপনিষৎ।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যামনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্য বিধিশ্চ।

মুণ্ডকস্য ২ খণ্ড ১।

সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরহইতে বহুপ্রকার দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। দেববিশেষ সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণও জন্মিয়াছেন, এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণাপান বায়ু যব গোধূম ধান্য চণক তপ আদি কর্ম্মাঙ্গ শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধি সত্য ব্রহ্মচর্য্য বিধি উৎপন্ন হইয়াছে, বিধিপদে ইতি কর্ত্তব্যতাদি।

এই শ্রুতি প্রমাণে পশু পক্ষীত্যাদি স্থূলপদার্থ দৃষ্টিগোচর হওয়াতেই প্রণালীগত দেবাসুরাদি যথার্থ জীবিতবান শরীরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তথাহি।

স্বর্গেলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি নতত্বং নজরয়াবিভেতি।
উভেতীর্ত্বা শনয়া পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।

কঠোপনিষৎ। ১ বল্লী।

স্বর্গলোকে রোগাদি নিমিত্ত কোন উৎপাৎ নাই, আর অন্য কিছু মাত্র ভয় নাই, সর্ব্বদা সুখোৎপন্ন হয়, পৃথিবীস্থ লোকের ন্যায় স্বর্গলোকে জরা হয় না, যিনি স্বর্গে গমনকরেন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে বাধিত হয়েন না, সর্ব্বশোক রহিত সমস্ত প্রকার মানস দুঃখ বর্জ্জিত হন, দেববৎ হর্ষযুক্ত হইয়া স্বর্গ লোকে দেবতার সহিত বাস করেন। এই শ্রুতি প্রমাণে স্বর্গ ও নরক মান্য করিতে হইল, স্বর্গ ও নরক স্থান মান্য করিলে ইন্দ্র ও যম ইহাঁদিগকেও তত্তৎ স্থানের অধিপতি মান্য করিতে হইবে। সুতরাং চেতন বিশিষ্ট দেবতাদিগকে শরীরী না

বলিলে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ করিতে হয়, বেদ মান্য না করিলে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হওয়া অতি কঠিন জানিবে।

গতবারেরশেষঃ।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

শীতলা ও রুদ্ধা এই নাড়ীদ্বয়ের সহিত শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয়া প্রতিপৎতিথির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং চন্দ্রমার ক্ষয় বৃদ্ধি ভেদে প্রতিপৎ তিথিতে যে সুধাবর্ষণ হয় সেই সুধা নীহার রূপে পৃথিবীতলে পতিত হইলে কুষ্মাণ্ড ফলের উৎপত্তি হয়, সুতরাং কুষ্মাণ্ডের সহিত প্রতিপৎ তিথির বিশেষ সম্বন্ধ হইল, এইরূপ নলিনী ও বিরুদ্ধা নাড়ীর সহিত দ্বিতীয়ার সম্বন্ধ, ঐ দ্বিতীয় চন্দ্রকলার অংশে বৃহতী, নালিনী ও সংরোধা নাড়ীর সহিত তৃতীয়ার সম্বন্ধ, তৃতীয় কলার অংশে পটোল। খিযনালিনী ও ক্ষোভনা নাড়ীর সহিত চতুর্থীর সম্বন্ধ, চতুর্থীর অংশে মূলক। মদন্তী ও সুরসুন্দরী নাড়ীরসহিত পঞ্চমীর সম্বন্ধ পঞ্চমীর অংশেবিল্ব। রন্তিদেবী ও ললনা নাড়ীর সহিত ষষ্ঠীর সম্বন্ধ, ষষ্ঠীর অংশে নিম্ব।। বিশোকা ও বিমলা নাড়ীর সহিত সপ্তমীর সম্বন্ধ, সপ্তমীর অংশে তাল, শোকদায়িনী ও শ্যামা নাড়ীর সহিত অষ্টমীর সম্বন্ধ,। অষ্টমীর অংশে নারিকেল। কান্তারা ও ভাবিনী নাড়ীর সহিত নবমীর সম্বন্ধ, নবমীর অংশে অলাব। কামিনী ও ভাবসুন্দরীর সহিত দশমীর সম্বন্ধ, দশমীর

অংশে কলম্বী। ইল্লা ও ইলহানাড়ীর সহিত একাদশীর সম্বন্ধ, একাদশীর অংশে শিম্বী। কল্লোলা ও ইলকর্ত্রী নাড়ীর সহিত দ্বাদশীর সম্বন্ধ, দ্বাদশীর অংশে পুতিকা। মদনা ও ইলনীতা নাড়ীর সহিত ত্রয়োদশীর সম্বন্ধ, ত্রয়োদশীর অংশে বার্ত্তাকু। মতি ও ইলবর্দ্ধিনী নাড়ীর সহিত চতুর্দ্দশীর সম্বন্ধ, চতুর্দ্দশীর অংশে মাষকলাই। পূর্ণা ও কল্যাণী নাড়ীর সহিত পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যার সম্বন্ধ, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীর অংশে মৎস্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। একারণ উক্ত তিথিতে উক্ত নাড়িকার সম্বন্ধ হেতু তদংশজাত দ্রব্যাদি ভক্ষণের নিষেধ করিয়া স্মৃতি কারেরা অনুশাসন করেন, কিন্তু কিকারণে যে নিষেধ করেন তাহা স্মৃতি পাদে স্ফুট করিয়া না কহিয়া শপথাকারেই কহিয়াগিয়াছেন। যদ্যপি প্রত্যেক বিষয়কে সকারণ লিখিবার প্রতিজ্ঞা করিতেন তবে স্মৃতিশাস্ত্র যে কত বাহুল্য হইত তাহা অনুমান করিয়া কহিবার সাধ্য নাই, স্মৃতিকর্ত্তা ঋষিগণেরা তত্ত্বদর্শী ছিলেন শাস্ত্রান্তরে এই সকল বিষয়ের কারণ দেখিয়া এবং ঐ সকল দ্রব্যকে জীবের অহিত কারক জানিয়া হিতসাধনার্থে সহসা সহজাকারে শপথরূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। হটাৎ লোকের এমত বোধ হয় যে শপথ মাত্র দিয়াছেন, ফলে শপথ নহে; তাঁহারদিগের উক্তিমত ফলোপচয়ই হইয়াথাকে। তাহার বিশেষ সম্বন্ধ যাহা আছে তাহা লিখিতেছি বিচক্ষণেরা বিশেষরূপ প্রবিষ্ট হইয়া উপলব্ধি করিবেন কেবল দৃষ্টিপাত কি কর্ণপাত করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবেক না।

যেরূপ প্রতিপদাদি তিথির সহিত ঈষ্মাণ্ডাদির সম্বন্ধ সেইরূপ মনুষ্যাদিগের শরীরস্থ শীতলাও রুদ্ধাদি নাড়িকাচয়েরও সম্বন্ধ আছে। যদ্রূপ চন্দ্রের সহিত প্রতিপদাদির সংযোগ, তদ্রূপ চন্দ্রাংশ মনইন্দ্রিয়ের সহিত শীতলাদি নাড়ীর ও সংযোগ আছে তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল ও সন ১২৬২ সাল এতদ্বৎসর অষ্টমের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৮ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটায় মণ্ডলস্ট্রিটে ১২ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়

কলিকাতা পাতরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥

২ কল্প ১৩ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পুর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

১৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল চৈত্র

গতপ্রকাশিতের শেষ।

ভবানীপুরস্থ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার

৯ নবম প্রশ্ন। এইক্ষণে যে সমস্ত বহৎ বৃহৎ দেশ এবং রাজ্যের নাম শ্রুত হইতেছে এবং যে সমস্ত দেশীয়েদের সহিত আমাদের আলাপ হইতেছে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ পুরাণাদিতে আছে কি না? প্র

কিলে কোন্ পুরাণের কোন্ অধ্যায়ে? না থাকিলে তাহার কারণ কি? পৌরাণিক সময়ে ঐ সমস্ত দেশ ছিল কি না? অথবা তাহা কি নির্ম্মনুষ্য ছিল?।

তর্কবাগীশের উত্তর। গুণিগণ গণিত সর্ব্বগুণান্বিত ভবদীয় সমীপে অস্মদীয় সুবিচার হইলেই নবম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর হইবে লিখনে লিপি বাহুল্য হয়।

ন্যায়রত্নের যুক্তি। নবম প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে শ্রীযুত যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মূকতা প্রকাশ করিয়াছেন, লিখনে লিপিবাহুল্য ভয় প্রদর্শন হইয়াছে, যখন প্রশ্ন কর্ত্তা গুণরাশিদিগের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ সন্দর্শন হইবে তখন নিভৃতে তিনি উত্তর করিবেন অর্থাৎ কেবল তিনিই বলিবেন প্রশ্নকর্ত্তারাই শ্রবণ করিবেন, অনুমান করি নবম প্রশ্নের উত্তর লিখিবারকালে পূর্ব্বোক্ত বিদ্বান্ কয়েক জনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইয়া থাকিবেক, কিজানি কি লিখিতে কি লিখিবেন, প্রশ্নকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায়ানুযায়ি উত্তর হইবে কি না? সর্ব্বাপেক্ষা এপ্রশ্নের উত্তর করিলাম না এই এক বাক্যেই ক্ষান্ত থাকা ভাল, পশ্চাৎ বিবেচনা মতে যে হয় তাহা হইবে।

অস্মদীয় বিচার সঙ্গত অষ্টম প্রশ্নের উত্তরেই নবম প্রশ্নের উত্তর সম্যক্ সম্পন্ন হইয়াছে, তবে প্রশ্নকৃৎ পুরুষেরা সংশয় করিয়াছেন যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ দেশ ও রাজ্য এক্ষণে শ্রুত হইতেছে, ইহার উল্লেখ ও বিবরণ পুরাণাদিতে আছে কি না?,,, উত্তর, যখন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি ঋষিগণেরা পুরাবৃত্তে

যবন ও ম্লেচ্ছ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের বাসস্থানেরও বিবরণ পুরাবৃত্তে আছে, ইহাতে সংশয় করাই ভ্রান্তির কার্য্য। " পৌরাণিক সময়ে ঐ সমস্ত দেশ ছিল কিনা? অথবা নির্ম্মনুষ্য ছিল?।,, যে আশঙ্কা করিয়াছেন, এ আশঙ্কা তাঁহাদের আশঙ্কা মাত্র। যদ্যপি বেদবাক্যে বিশ্বাস থাকে তবে পুরাণাদিকে নিত্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে, তাহা হইলে পুরাণাদির সর্ব্বকালিকত্ব প্রতিপন্ন হয়, সর্ব্বকালিকত্ব প্রতিপন্নে ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বিষয়েরই উল্লেখ ও বিবরণ পুরাণাদিতে সর্ব্বতোভাবে থাকিবার সম্ভব। কেননা ভূত ভবিষ্যত্ত্ব বর্ত্তমান ত্রিকালের কথাই পুরাণাদিতে আছে, পূর্ব্বে সগর রাজা কর্ত্তৃক তাড়িত যবনাদিরা যে যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিল, সেই সেই স্থানে এক এক জন স্বনামে এক এক নগরও নির্ম্মাণ করিয়াছিল সেই সেই নগরকে এক্ষণকার লোকেরা এক এক রাজ্য বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে, ফলে, কোন২ সময়ে সেই সকল দেশ অরণ্যপ্রায় নির্ম্মনুষ্য হয়, কখন বা প্রভূত লোকের বাস ভূমি হয়, এবং নামের ও কদাচ অন্তর হইয়া যায়, কোন২ দেশও বা পূর্ব্বনামেই পরিচিত থাকে, কিন্তু পুরাণাদিতে বিলক্ষণরূপ তাহার নিদর্শন আছে। ইহা একপ্রকার পূর্ব্বপত্রে অষ্টম প্রশ্নের উত্তরেই স্ফুটীকৃত হইয়াছে, তবে যে কিঞ্চিৎ ম্লেচ্ছ যবনদিগের উৎপত্তি বিষয়ের বিশেষ আছে তাহা ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি।

সংপ্রতি যে সমস্ত ম্লেচ্ছ যবন দেশীয়েদের সহিত আমাদের আলাপ হইতেছে ইহারা পুরাণোক্ত প্রাচীন যবন ও

প্রাচীন ম্লেচ্ছ নহে, তবে কোন কোন দেশীয়কেও প্রাচীন বলা যাইতেছে, তাহার বিবরণ মরুত্ত রাজার বংশে ম্লেচ্ছান্তক দমরাজা প্রায় প্রাচীন যবন ম্লেচ্ছকে নির্ম্মূলন করিয়াছিলেন, কেবল প্রাচীনের মধ্যে চীন ও মিস্র এবং পারসীক দেশীয় কতকগুলিন ছিল, তদ্ভিন্ন যে সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছ এক্ষণে দেখা যায় তাহারা অতি আধুনিক বাহিক ম্লেচ্ছ নামে খ্যাত, ইহা-দেরও আখ্যান পুরাণাদিতে আছে। ভরত বংশীয় প্রতীপ রাজার সময়ে প্রাচীন ম্লেচ্ছারাস অরণ্যভূত নির্ম্মনুষ্য প্রায় ছিল, তাহাতে বহি ও ইক্ নামে পিশাচ ও পিশাচী বাস করিত, তাহারদিগের উভয় সংসর্গে উভয়াংশে পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়, বহিওইকের পুত্র এনিমিত্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকে বাহিক বলেন, অনন্তর তাহারদিগের বংশবৃদ্ধি হুইবাতে অরণ্যপ্রস্থ বাহিকাখ্য জাতিতেই পরিপূর্ণ হইল, ইহারা বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত আপনং যুক্তি মত একং জন একং গ্রন্থ কল্পনা করিয়া আচার্য্যরূপে একং ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া লইল, ধর্ম্মের প্রভেদ করাতে ঐ বাহিক জাতি আর্য্য ও আর্ত্তিক নামে দুই দলে বিভক্ত হয়, সেই দুই জাতি ম্লেচ্ছই এক্ষণে প্রায় ইউরোপ ও এসিয়া প্রদেশে ব্যাপ্ত ময় হইয়াছে, যদি বল এক্ষণে যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ যবন বলি-তেছি ইহারাই যে বাহিক অর্থাৎ বহিওইকের পুত্র ছিল তাহা প্রমাণ করিতে পারিনা, উত্তর, মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্বে শল্য ও কর্ণ সংবাদে বাহিক জাতির বিবরণও উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে রূপ গুণ রীতি নীতি ব্যবহার এবং স্বভাব দেখি-

সেই বিচক্ষণদিগের উপলব্ধি হইবেক, অতএব সেই সকল প্রমাণ লিখিয়া জানাইতেছি।

বহিশ্চ নামহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষাসৃষ্টি প্রজাপতেঃ।
তেকথং বিহিতান্ ধর্ম্মান্ জ্ঞাস্যন্তিহীনযোনয়ঃ।

বহিঃও ইক্ নামে পিশাচ পিশাচী, বিপাশা নামে কোন বিশেষ নদী ছিল তত্তীরস্থ উপবনে বাস করিত তাঁহাদের পুত্রবাহিক জাতি হইল, এই বাহিক জাতি প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চারিজাতির মধ্যে নহে। ইহারা হীন-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে বেদবিহিত ধর্ম্ম কি রূপে জানিতে পারে।

বয়স্যাভ্যাগতাশ্চান্যে দাসীদাসঞ্চ সঙ্গতং।
পুংভির্ব্বিমিশ্রা নার্য্যস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতা স্বয়েচ্ছয়া।

সখা, কি অভ্যাগত কি দাস দাসী সকলেরই সহিত এক পাত্রে পান ভোজন করে, এবং স্ত্রীপুরুষের সহিত একত্র মিলিত গীত নৃত্যাদি করে এবং সকল স্থানেও পর্য্যটনাদি করে, ইহাতে এমত বিবেচনা নাই যে পরিচিত কি অপরিচিত, সকলেরই সহিত স্ত্রীজাতিরা স্বেচ্ছাবশতঃ বিহার পর্য্যটনে রত হয়,। এমত বাহিক দেশের ব্যবহার, তাহাদের ধর্ম্ম কি?

যেষাং গৃহে, যশিষ্টানাং শক্তুমৎস্যাশিনস্তথা।
পীত্বাসীধুং স গোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ।

এবম্ভূত অশিষ্ট শক্তু মৎস্যাশি বাহিকদিগের গৃহে গৃহে গোমাংসের সহিত মদ্যপান করিয়া স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই উন্মত্ত,

হইয়া কখন ক্রন্দন কখন হাস্য করে। (শক্তুমৎস্যাশী) পদে মৎস্যচূর্ণ ভক্ষণশীল, অর্থাৎ বহু কালীয় শুষ্ক মৎস্যকে চূর্ণ করিয়া যাহারা আহার করে তাহারা শক্তু মৎস্যাশী। সীধু পদে বন্য ফলোদ্ভব মদ্য, তাহার সহিত গোমাংস ভক্ষণ করতঃ মত্ততা প্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষে সমবেত হইয়া কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান করে, তাহারদিগের ধর্ম্মকে যদি সত্য ধর্ম্ম বলা যায় তবে আর অধর্ম্মের লক্ষণ কি?

ধান্যা গৌড়াসবং পীত্বা গোমাংসং লশুনৈঃসহ।
অপূপ শক্তুব্যাট্যালা মশিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ।

শীল বর্জ্জিত বাহিকাখ্য জার্ত্তিক ম্লেচ্ছদিগের কোন ধর্ম্ম নাই, পৌষ্টিক ও গৌড়, আর ফলোদ্ভব মদ্যাদি এবং লশুন পলাণ্ডু গোমাংস ও অপুপ অর্থাৎ অপ্রশস্ত পাদস্পৃষ্ট পিষ্টক, শুষ্ক মৎস্য মাংস চূর্ণ, এবং আসব সংসিক্ত মৎস্য মাংসাদি আহার করে এতাদৃক্ অসভ্য।

গৌর্য্যো বৃহত্যো নির্হ্রীকা বাহিকাঃ কম্বলাবৃতাঃ।
ঘস্মরা নষ্ট শৌচাশ্চ প্রায়ইত্যনু শুশ্রুমঃ।

বাহিক স্ত্রীগণেরা বৃহতী গৌরী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা নির্লজ্জা আচারভ্রষ্টা যথেষ্টাহারকারিণী লোমজ বস্ত্র পরিধারিণী প্রায় স্বেচ্ছাচারিণী ইহা বিখ্যাত আছে।

মনঃ শিলোজ্জলা পাঙ্গ্যো গৌর্য্যশ্চ ককুদাঞ্জনাঃ।
কম্বলাজিন সংবীতাঃ কুর্দ্দন্ত্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ।

মনঃশিলা চূর্ণ মৃক্ষিত গণ্ডস্থল, তাহাতে উজ্জ্বল এবং শোভিত নয়নদ্বয়, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট স্ত্রী সকল, সর্ব্বগাত্রে অঞ্জন

চিহ্ন অর্থাৎ (উল্কী) চিহ্ন। কম্বল ও চর্ম্মনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধানা প্রিয়দর্শনা স্ত্রীগণেরা নৃত্য করে।

বারাহং কৌঃকুটং মাংসংগব্যং গার্দ্দভ মৌষ্ট্রকং।
ঐড়ঞ্চ যে নখাদন্তি. তেষাং জন্ম নিরর্থকং।
ইতি গায়ন্তি যে মত্তা সীধুনাং বিহ্বলী কৃতাঃ।
সংবাল্ল বৃদ্ধাঃ কুর্দ্দন্তি তেষু ধর্ম্মকথং ভবেৎ।

মদ্যপানে বিহ্বল আবাল বৃদ্ধপর্য্যন্ত সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বদা এই গান করে, যে বরাহ মাংস কুঃকুটমাংস, গোমাংস, খরমাংস, উষ্ট্রমাংস সুরাসংসিক্ত আচার, যে সকল ব্যক্তিরা আহার না করিল তাহারদিগের জন্মই নিরর্থক॥

কাষ্ঠ কুণ্ডেষুবাহীকা মৃণ্ময়েষুচ ভুঞ্জতে।
শক্তুবাট্যাবলিপ্তেষু শ্বাবলীঢ়েষু নির্ঘৃণাঃ।
আবিকঞ্চোষ্ট্রিকঞ্চৈব ক্ষীরং গার্দ্দভমেবচ।
তদ্বিকারাশ্চ বাহীকাঃ খাদন্তিচ পিবন্তিচ।

বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদিগের ভোজনপাত্র মৃণ্ময় অথবা কাষ্ঠ ময় হয়, সকলেই সকলের উচ্ছিষ্ট খায় এবং পাঁওরুটী বিষকুট ভোজন করে, এক পাত্রে কুঃকুরেখায় তাহাতে ঘৃণা নাই। অজ মেষ গর্দ্দভ উষ্ট্র দুগ্ধ পানকরেঃ এবং তদ্বিকার ভোজন করে ইত্যর্থে ছেনা শুষ্কক্ষীরাদিকে লবণাক্ত করিয়া ভোজন করে॥

পুত্রসংকরিণী জাল্মাঃ সর্ব্বান্ন ক্ষীরভোজনাঃ।
আবট্টা নাম বাহীকা বর্জ্জনীয়া বিপশ্চিতা।

মহামূর্খ আবট্টাখ্য বাহীকজাতি সকলে সকলের অন্ন ভোজন করে ও সর্ব্বজন্তুর দুগ্ধপান করে, বিধি নিষেধ নাই, আর পুত্র সঙ্করকারক অর্থাৎ এক ভার্য্যাতে অনেকের বীর্য্যোৎ

পর পুত্র হয়, যে দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী ইচ্ছামত পতিগ্রহণ করে পতিব্রতা ধর্ম্মে লিপ্ত নহে।

আবট্টাখ্যবাহীক বলাতেই যবন ম্লেচ্ছ বলা হইল, কেননা অবটশব্দে গর্ত্ত গর্ত্তে গতি যাহারদিগের হয় তাহাদিগের নাম আবট্ট। সুতরাং ইহারা প্রাচীন যবন কি প্রাচীন ম্লেচ্ছ নহে যেহেতু প্রাচীন যবন চীন পারসীকেরদের গর্ত্তে গতি হয় না, তাহারা অগ্নি সংস্কার করিয়া থাকে।

এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্ম্মসঙ্কর কারকং।
কৃৎস্নামটিত্বা পৃথিবীং বাহিকেষু বিপর্য্যয়ঃ।

আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম সঙ্কর কারক বেদ বিপরীত ব্যবহার বাহিক দেশেই শ্রবণ করিয়াছিলাম।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান করিয়া লিখিলাম যে পুরাণ ইতিহাসাদিতে পৃথিবীর মধ্যে যত দেশ আছে ও যত জাতি আছে, সে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন, গুণিগণাগ্রগণ্য সুধন্য প্রশ্ন কর্ত্তারা নিরর্থ সন্দেহ করেন, ভারতবর্ষই উৎকৃষ্ট স্থান অত্রত্য লোকেরাই সুসভ্য এতৎ শাস্ত্রই সকলের শ্রেষ্ঠ হয়। এক্ষণে যাহারদিগের যথেচ্ছাচারের প্রতি চিত্ত ধাবমান হইয়াছে তাহারাই স্বজাতীয় শাস্ত্র ও ব্যবহারাদির প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকে।

সন্দেহনিরসন।

গতভাগেরশেষঃ।

পরমহংস ভাক্তজ্ঞানীকে ভঙ্গীক্রমে কহিতেছেন, অরে বৎস, আমি তোমার প্রশ্নবাক্যের কেবল উত্তর করিতেছি এমত মনে করিহ না, স্বরূপতঃ তোমাকে যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ করিতেছি, সাবহিত চিত্তে এই সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করতঃ ধারণ করিতে পারিলে পরমোপকার দর্শিতে পারে। তোমার সহিত বাদানুবাদ করিবার কোন আবশ্যক

নাই, যথাশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্ম ও আচারব্যবহারাদির বিলোপ করিয়া অহংঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচার করণপুর্ব্বক আপনং যুক্তি মত ধর্ম্মযাজন করা যে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই জানাইবার জন্য যথা কথঞ্চিৎ উপদেশ মাত্র করিতেছি। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণকে গ্রাহ্য না করিয়া খ্রীষ্টিয়ান্‌দিগের ন্যায় জাতিধর্ম্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করা এবং দেবনিন্দা, বেদনিন্দা, বিপ্রনিন্দা, ধর্ম্মনিন্দা করা অত্যন্ত গর্হিতকর্ম্ম হয়, হিন্দুদিগের মতে যে সকল কর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা কিছুই অমূলক নহে, দেবতারা যথার্থ শরীরী চেতন বিশিষ্ট, এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বিধি বেদান্ত মতে বিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বগত তথাপি তাঁহার বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি জীবেশ্বর রূপে সগুণ নির্গুণ উভয় রূপই বটেন, জীবরূপে সগুণ সর্ব্বভুতে অধিষ্ঠান করিয়া শরীরজাত শুভাশুভ কর্ম্মফলের অনুভব করেন ইহা বেদান্তমতে দার্শনিকেরা উপাসনাধিকারে বিচার করিয়াছেন। যথা।

হৃদ্যপেক্ষয়াতু. মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥ ২৫ ॥
তদুপর্য্যপি. বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥
বেদান্তং। ১। ৩ পা।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র শ্রুতির্ম্মনুষ্য হৃদয়াপেক্ষা মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্যেত্যুক্তং তৎ প্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে। বাঢং মনুষ্যানধিকরোতি শাস্ত্রং নতু মনুষ্যানেবেতীহ। ব্রহ্ম বিজ্ঞানে নিয়মোস্তি তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাৎ দেবাদয় স্তানপি অধিকরোতি শাস্ত্রং ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে ইতি শাঙ্করিভাষ্যং।

মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র জীবপুরুষকে ঈশ্বর

বলিয়া বেদে কহিয়াছেন, কেবল মনুষ্য হৃদয়েই জীবের অধি-ষ্ঠান অন্যের হৃদয়ে নাই এমত নহে, দেব মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তবে মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলার তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্র বাক্যে মনুষ্য মাত্রকেই লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, যেহেতু শাস্ত্রাধিকারীর প্রতিই শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিতে হয়, পশু পক্ষী প্রভৃতির শাস্ত্র জ্ঞান নাই, শুভাশুভ কর্ম্মফল জানেনা, পর কালও মানেনা, এবং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে অনধিকারী হয়, এক।রণ তাহারদিগের প্রতি শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দিবার ফল নাই। মনু-ষ্যেরাই শাস্ত্র বাক্যকে অধিকার করে, কিন্তু শাস্ত্র মনুষ্যকে অধিকার করিতে পারে না, অতএব শাস্ত্রকে যে মান্য করে সেই মনুষ্যাধিকারে গণ্য হয়, মনুষ্যেরাই বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, শাস্ত্র বাক্য গ্রহণ না করিলে মনুষ্য বলাই যায় না। সুতরাং মনুষ্যাদি ব্যতীত পশুপক্ষীত্যাদি প্রাণিমাত্রে-ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে অধিকারী নহে। ইহাতে প্রতীয়মান হই-তেছে, যে মনুষ্যদিগের প্রতি শাস্ত্রাধিকারের বিধি থাকাতে মনুষ্যেতেই উপাসনার বিধি থাকিল অন্যের থাকিল না, উত্তর, মনুষ্যেরপক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিধি প্রাপ্তে অধঃস্থতির্য্যগ্ যোনি গত প্রাণি বর্গের পক্ষে বিধি থাকিল না, কিন্তু মনুষ্যের উপরিস্থিত দেবাদির প্রতি ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিধি রহিল, ইহা বেদব্যাস গোস্বামী বেদান্ত দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

তত্রার্থিত্বাবৎ মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি। বিকার বিষয় বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদি নিমিত্তং তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি ইতি শাঙ্করি ভাষ্যং।

কি দেবতা কি মনুষ্য সকলেই মোক্ষ বিষয়ের অভিলাষী হয়, একারণ দেবতারাও জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করেন। বিকার বিশিষ্ট ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ঐশ্বর্য্যকে জানিয়া শাস্ত্রাধিকারিজন মাত্রেই বৈরাগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র দৃষ্টে উপাসনা না করিলে ও বৈরাগ্য হইতে পারেনা, তন্নিমিত্ত জ্ঞান সাধনে দেবাদিকে ও অধিকারী বলিয়া শাস্ত্রে মান্য করিয়াছেন, যখন দেবতা দিগকে সাধনে অধিকারী কহিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে অশরীরী বলা আর কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারিল না এবং ইন্দ্রাদিদেবতারা যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুতিতেও সংবাদ করিয়াছেন। যথা তৈত্তিরীয়ং।

একশতংহ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্য মুবাস।
ভৃগুর্ব্বৈ বারুণিং পিতর মুপসসার অধীহি ভগবোব্রহ্মেত্যাদি।

জ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থে ইন্দ্র একশত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মলোকে বাস করেন। বরুণপুত্র বারুণি বরুণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বেদাধ্যয়নের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (আদিত্যঃপুরুষোভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতিশ্রুতিঃ।) সূর্য্যদেব মনুষ্য রূপ হইয়া কুন্তীর নিকট গমন করিয়াছিলেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্য মধ্যে ধৃত করেন, অতএব দেবতা শব্দে শরীরী জীবিতবান্ পুরুষকে বুঝাইয়াছে আধুনিক ভাক্ত জ্ঞানিদিগের বাক্যে রূপক হইতে পারে না।

তাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। যদিও দেবতাদিগকে কথঞ্চিৎ শরীরী বলিয়া মান্য করা যায়, কিন্তু শরীর ধারণ করিয়া যে বহুস্থানে অবস্থিতি করেন ইহা প্রত্যয় কিরূপে করা যাইতে পারে, অর্থাৎ সূর্য্য নরবপু

হইয়া কুন্তীর নিকট গিয়াছিলেন ইহাতে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়। স্বর্গাধিপতি দেবতারা স্বর্গস্থ হইয়া সুর লোকের কার্য্য সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগের এমত সময় দেখিনা যে নৈষ্কর্ম্ম্য সাধনে প্রবর্ত্তমান হইতে পারেন, এবং সূর্য্যদেব যিনি রাশিচক্রে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া উদয়াস্ত ভাবে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতেছেন, তিনি কি প্রকারে রাশিচক্রকে পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীর নিকট গিয়াছিলেন, ইন্দ্র অমরাবতীতে থাকিয়া কুন্তীর নিকট গিয়াছিলেন, ইহাও বা কি প্রকারে প্রত্যয় করা যাইতে পারে।

পরম হংসের উত্তর। স্বতঃ সিদ্ধ দেবগণের প্রতি এ সন্দেহ করা অজ্ঞানের কার্য্য, যাঁহারা ঐশীক্ষমতাবান্ তাঁহারা স্বীয়২ ক্ষমতানুসারে কোন্ কার্য্য সম্পাদন না করিতে পারেন, এ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্র সিদ্ধ যুক্তি ব্যতীত কেবল লৌকিক যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না, শাস্ত্র বাক্যকে না মানিয়া লৌকি যুক্তিতে তর্ক করিতে গেলে তুমি যে সন্দেহ করিতেছ সে সন্দেহ উপস্থিত অবশ্যই হয়, গুরু শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই নাস্তিকতার মূল, পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে মনুষ্য মাত্রেরই শাস্ত্রে অধিকার, শুদ্ধ পশু পক্ষীত্যাদি জীবেরই শাস্ত্রাধিকার নাই, অতএব এ বিষয়ে তোমার যে সন্দেহ তাহা বিচার সিদ্ধ করতঃ শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া নিরাস করিতেছি।

নহি দেবানাং দেবান্তরাভাবাৎ।

দেবতাদিগের দেবান্তর হওয়ার অভাব নাই। অর্থাৎ একদেব কামনানুসারে আপনার অনেক রূপের সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা বেদব্যাস বেদান্তের বিচারে স্থির করিয়া গিয়াছেন।

বিরোধঃ কর্ম্মণীচেন্নানেক প্রতিপত্তে দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥ বেদান্তং

বিরোধঃ কর্ম্মণীস্যাৎ নহীন্দ্রাদীনাং স্বৰূপ সন্নিধানে কর্ম্মাঙ্গভাবো ভ্যুপগম্যেত নচ সম্ভবতি। বহুষু যাগেষু যুগপদেকস্য ইন্দ্রস্য স্বৰূপ সন্নিধানানুপপত্তেরিতি। চেৎ নায়মস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ অনেক প্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপদনেক স্বৰূপ প্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি ॥ শাঙ্করিভাষ্যং।

ইন্দ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অধিকার মানিলে যুগপৎ স্বর্গশাসন ও মর্ত্ত্যলোকের কার্য্য সাধন এই উভয় কর্ম্মের বিরোধ হয়। এবং বহু যাগস্থলে এক ইন্দ্রের এককালে বহুৰূপ সন্নিধানেরও অনুপপত্তি হয়। এ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন, যে ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, কারণ;দেবতাদিগের অনেক ৰূপতা প্রতিপত্তির কথা বেদে আছে। এক দেবতা আপনার এক ৰূপকে বিরাটোপমর্দ্দদ্বারা এককালে বহুৰূপ করিতে পারেন, ইহা স্মৃতিতেও উক্ত আছে। যথা।

আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
কুর্য্যাদ্যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীঞ্চরেৎ।

অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি যুগপদনেক শরীর যোগং দর্শয়তি। কিমুবক্তব্যা মাজান সিদ্ধানাং দেবানাং অনেক ৰূপ প্রতিপত্তিঃ সম্ভবাচ্চৈকৈকা দেবতা বহুভি ৰূপৈ রাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি। পরৈশ্চ ন দৃশ্যতে অন্তর্দ্ধানাদি শক্তি যোগাদিত্যুপপদ্যতে ॥

স্বতঃ সিদ্ধ দেবতাদিগের অনেকতা প্রসঙ্গের কথা কি কহিব

যোগ সিদ্ধ যোগিগণেরাও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যোগবলে আপনার এক রূপকে সহস্র করিয়া স্বীয় বিভূতির সহিত সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করেন, অতএব ইন্দ্রাদি দেবতারা এক রূপে অনেক হইয়া বহু যাগে অঙ্গভাব প্রাপ্ত হন, এবং অন্তর্দ্ধান শক্তি যোগে অদৃষ্টও হন ইহাতে সংশয় কি ?। তাহাতে সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরের কি বহু রূপত্ব সম্ভব হয় না ?।

কেবল স্থূলবুদ্ধি জনে স্থূল বিবেচনা করিয়া কুযুক্তি দ্বারা স্বরূপ সত্ত্বে রূপান্তর বিষয়ে নিরর্থ হেতুবাদ যোজনা করে, অর্থাৎ রূপ প্রকটন কালে উৎপত্তি অদর্শন কালে নাশ মানিয়া পরমেশ্বরের সরূপত্ব স্বীকার করে না।

গতবারেরশেষঃ।

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

চন্দ্রের প্রথম কলা প্রতিপৎ তাহার সহিত কুষ্মাণ্ডের সংযোগ, সুতরাং প্রতিপৎ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে পরিপাকে সেই রস শীতলা ও বিরুদ্ধানাড়ী দ্বারদিয়া অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া মনকে তৃপ্তকরে এবং নাড়ীরন্ধ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া মনের সহকারিণী বুদ্ধিকে জড়ীভূতা করিয়া রাখে, বুদ্ধিও সদসদ্রূপে দ্বিবিধা বায়ুভূতা নাড়ীরন্ধ্রে প্রবিষ্টা হইয়া মনের সহিত যুক্তা হয়। সুতরাং সদসৎ কার্য্যের সম্পাদনীয় উপায় মন বুদ্ধি হইতে হইয়াথাকে, যথা (মনসা বুদ্ধি সংযোগাৎ সদসৎ কার্য্যং করোতি হীতিতন্ত্রং) জীব বুদ্ধি সংযুক্ত মনের দ্বারা

সদসৎকার্য্য সম্পাদন করেন। চন্দ্রাংশ মনইন্দ্রিয়, চন্দ্র যেমন ষোড়শকল সেই রূপ মন ইন্দ্রিয় ও ষোড়শ নাড়ী রূপ কলাতে সমন্বিত, বুদ্ধি ও সদসদ্রূপে চতুঃষষ্টি কলা বিশিষ্টা হয়েন। অতএব পূর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে প্রতিপৎ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে তদ্রসে অর্থোপার্জ্জন কার্য্য সম্পাদনীয়া শীতলাদি নাড়ীতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারেন না, যদিও কদাচিৎ প্রবিষ্টা হন, কিন্তু জড়ীভূতা হইয়া থাকেন, অর্থকারিণী বুদ্ধির অসংযোগে মনইন্দ্রিয় ও অলস হয়, অর্থাৎ বিনা বুদ্ধি যোগে মন কিছু কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়েন না, সুতরাং প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ দোষে কেবল এক অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে আলস্য হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনে তৎপরতা থাকে, এই হেতু স্মৃতি কারেরা অনুশাসন করিয়াছেন, যে প্রতিপৎ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থ হানি হয়। নতুবা প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে যে কোষের ধন বায়ুভূত হইয়া যায়, স্মৃতি শাস্ত্রের এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

ইহাতে এরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে শুক্লকৃষ্ণপক্ষ ভেদে প্রতিপৎ দুই হয়, তাহাতে দুই দিবসে এক কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে যে অর্থহানি হইবে ইহা কিরূপে সঙ্গত বোধ করা যাইতে-পারে, উত্তর, যদিও প্রতিপৎ শব্দ দ্বয় বটে তথাপি অনুলোম বিলোমাবর্ত্তনে প্রতিপৎ তিথিকে এক বলিয়াই জানিবে, যেমন শুক্লপক্ষের প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানির উক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদেও কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় শুক্লানাড়ী রন্ধ্রে কুষ্মাণ্ড রসে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবার কথা অন্তরে থাকুক্ বিরুদ্ধ

ভাবা বুদ্ধি উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা বিষয়ে জড়ীভূতা হইয়া মানব মাত্রকে আলস্যাক্রান্ত করিয়া রাখে, সুতরাং অনবধানতা প্রযুক্ত দিন দিন সঞ্চিতার্থ ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

এইরূপ দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণে ও হরি স্মরণ হয় না, তৃতীয়ায় পটোলে বহু শত্রু হয়, চতুর্থীতে মূলকে ধন হানি, পঞ্চমীতে বিল্বে কলঙ্ক, ষষ্ঠীতে নিম্বে তির্য্যক্ যোনি, সপ্তমীতে তালে শরীর নাশ হয়, অষ্টমীতে নারিকেলে মূর্খতা জন্মে, নবমীতে অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণ হয়, দশমীতে কলম্বীশাকে গোবধ জন্য পাতক জন্মে, একাদশীতে শিম্বী ভক্ষণে মহাপাতক জন্মে, দ্বাদশীতে পূতিকায় মহাপাতক বিশেষ ব্রহ্মহত্যা হয়, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাঙ্গ ভক্ষণে সন্তান হানি হয়, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে চিররোগী হয়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মৎস্য মাংস ভক্ষণে বিশেষ সুরাপানাদি জনিত মহা পাতক জন্মে, এ নিমিত্ত শাসন বাক্য রূপে গ্রহণ করতঃ ঋষিগণকে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবেক না, দ্বিতীয়াদি অমাবস্যাপর্য্যন্ত যে সকল তিথিতে শপথরূপ উৎকট বাক্যের শ্রবণ হইতেছে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে ঋষিবাক্যের ফল প্রত্যক্ষই হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী ভোজনে নলিনী ও বিরুদ্ধা নাড়ীতে বুদ্ধির প্রবেশাভাবে হরি স্মরণে অলসতা জন্মে, শুক্লকৃষ্ণের বিশেষ এইযে নলিনীতে আলস্য, বিরুদ্ধাতে বিদ্বেষ জন্মায়। তৃতীয়ায় পটোল ভোজনে নালিনী ও সংরোধা নাড়ীতে পটোলরস প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিকে বিরুদ্ধাভাবা করিয়া তুলে, তাহাতে সকলের সহিতই শত্রুতা করিতে প্রবর্ত্ত হয়, সুতরাং বিরুদ্ধশীলের সহিত কার না শত্রুতা হয়?। চতুর্থী

তিথিতে মূলকাহারে বিষনালিনী ও ক্ষোভনা নাড়ীতে বুদ্ধি প্রবেশ করিয়া নিরন্তর যে কর্ম্মে ধন নাশ হয় সেই কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত করায়, পঞ্চমী তিথিতে বিল্ল ভক্ষণ করিলে মদন্তী ও সুরসুন্দরী নাড়ীতে বিল্লরস প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিকে এমত ক্যর্য্যে ধাবমানা করে, যে যাহাতে কলঙ্কের ঘটনা হয় তাহাতেই নিরন্তর ব্যাপৃত করিয়া লয়, ষষ্ঠীতিথিতে নিম্ব ভক্ষণ করিলে রন্তিদেবী ও ললনা নাড়ীতে বুদ্ধিপ্রবিষ্ট হইয়া এমত প্রবৃত্তি জন্মায় যে যাহাতে ভারিপশ্বাদি জন্ম হইতে পারে, সেই কর্ম্মেই মনুষ্যমাত্রে নিযুক্ত থাকে। সপ্তমীতে তালভোজনে তালরসের প্রভাবে বিশোকা ও বিমলা নাড়ীরন্ধ্র পরিপূর্ণ হয়, বুদ্ধির জড়তা জন্মে, এবং ব্যানবায়ু সে রসের পরিচালন করিতে ক্ষান্ত হন, সুতরাং সেই অপরিচালিত রস একস্থানস্থ হইয়া পরিণামে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে বিকৃতিভাবে পরিণত হয়, তাহাতে উদরাময়াদি রোগ জন্মিয়া ক্রমে শরীরকে ক্ষীণ করিতে থাকে, অতএব সপ্তমীতে তালে শরীর নাশ হয় বলিয়া গিয়াছেন। অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ করিলে তাহার রস শোকদায়িনী ও শ্যামা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে বুদ্ধিকে এমত স্থূল করিয়া ফেলে যে কোনক্রমে বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে না দারুণ অলসতা হয়, তাহাতে বিদ্যাভ্যাস বিষয়ের বৈগুণ্য বশতঃ নিরন্তর মূর্খতা দোষে লিপ্ত করে, অর্থাৎ শাস্ত্রাভ্যাসে বর্জ্জিত যে যে কর্ম্মে হয় সেই সকল কর্ম্মই উপস্থিত হয়, অলসতা জন্মে, বুদ্ধি মোটা হয়, অত্যন্ত সুখেচ্ছা জন্মে মধ্যে২ শারীরিক পীড়াদি হয়, এবং সর্ব্বদা নিদ্রাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট

হয়, অতীন্দ্রিত কামের উদ্দীপন হইয়া থাকে, এই ছয় কর্ম্মে মনুষ্য মাত্রকে মূর্খ করে সুতরাং অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে মূর্খ হয় বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। নবমীতে অলাবু আহার করিলে কান্তারা ও ভাবিনী নাড়ীমুখে ঐ রস প্রবিষ্ট হইলে সমান বায়ু তাহাকে সংপুর্ণ রূপে জঠরানলে পাক করিতে পারেন না, মলভাগ ও রসভাগ প্রায়ই একত্র মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ব্যান বায়ু অপক্ব রসকে সম্যক্ রূপে পুষ্ট্যর্থে সংচালন না করিয়া বিপথে সংচালন করে, ক্রমে২ নবমীতে অলাবু রসপ্রভাবে সমান বায়ু অত্যন্ত কোপিত হইয়া পিত্তকে প্রজ্বলিত করে সেই প্রজ্বলিত পিত্ত শরীরস্থ রসরক্তকে এমত উত্তপ্ত করে যে তাহাতে রক্তের সংপুর্ণ বিকার জন্মে, সেই বিকৃতরক্ত প্রভাবে কালে শরীরকে ক্ষত রোগে বা বৈবর্ণরোগে আপন্ন করে, গোমাংসেও এইরূপ অবস্থা এদেশে ঘটিয়া থাকে, একারণ দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া এবং বস্তুশক্তির অনুধাবনা করিয়া নবমীতে অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য ফলরূপে সংহিতাকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন, অথবা কান্তারা ও ভাবিনী নাড়ীমুখে প্রবিষ্ট অলাবু রস নবমীতিথিতে বুদ্ধিকে ক্রমে এমত কুপথে লইয়া গমন করে যে সর্ব্বদাই গোমাংস ভক্ষণ করিতে রুচি জন্মে একারণে ও নবমীতে অলাবুকে গোমাংস ভক্ষণ তুল্যরূপে কহিয়াছেন। দশমীতে কলম্বীশাক ভক্ষণে কামিনী ও ভাবসুন্দরী নাড়ীতে তদ্রস প্রভাবে বুদ্ধিকে অপরিশুদ্ধ ভাবে আনয়ন করে, যেহেতু অবৈধহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রের গোবধাদি করিতে

সর্ব্বদা মনে প্রবৃত্তি জন্মে। এই হেতু দশমীতে কলম্বীশাক ভক্ষণ নিষেধ হইয়াছে।

একাদশীতে শিম্বীভক্ষণে কুল্লা ও কুলহা নাড়ীরন্ধ্রে তদ্রস প্রবেশ করিলে এমত বুদ্ধি হয়, যে নিরন্তর পাপকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। দ্বাদশীতে পুতিকা ভোজন করিলে কল্লোলা ও কুলকর্ত্রী নাড়ীমুখে তাহার রস প্রবিষ্ট হইলে নিরন্তর ব্রহ্ম-হিংসা করণেই প্রবৃত্তি হয়, ত্রয়োদশীতিথিতে বার্ত্তাকু আহার করাতে মদনা ও কুনীতা নাড়ীতে বুদ্ধির প্রবেশ হয়, পুতিকা রসে নাড়ীরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইয়া ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত রস দ্বারা পুত্রোৎপাদিকা শক্তিকে জড়ীভূতা করে, অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব উপস্থিত হইয়া সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়, একারণ পুত্র হানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, নতুবা ত্রয়োদশীতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে যে জাতপুত্র বিনাশ হইবে এমত তাৎপর্য্য নহে। চতুর্দ্দশীতিথিতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে মতি ও কুল বর্দ্ধিনীনাড়ী দ্বার দিয়া তদ্রস প্রবিষ্ট হইলে ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক এরূপ বৈগুণ্যে সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয় যে তাহাতে মনুষ্য মাত্রকে চিররোগীত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। পৌর্ণমাসী ও অমা-বস্যাতে মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণশীলের পূর্ণা ও কল্যাণীনাড়ীতে সেইরূপ রস প্রবিষ্ট হইয়া মহাপাতকাদি করণে বুদ্ধিকে লইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মহিংসা, সুরাপান, পরস্বহরণ, গুরুপত্নী গম-নাদি কুৎসিতকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তি জন্মে. ইত্যভিপ্রায়ে পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যাতে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন।

১৭৭৮ শকাব্দীয় নিঘণ্ট পত্র।

১১ সংখ্যা

১২ সংখ্যা

১৩ সংখ্যা

১৪ সংখ্যা

১৫ সংখ্যা

১৬ সংখ্যা

১৭ সংখ্যা

১৮ সংখ্যা

১৯ সংখ্যা

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

আদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল॥